গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

বা

পদ্য-কাদম্বরী

(প্রথম ভাগ)

"ইন্দুমতী" কাব্য

প্রণেতা—

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়

সাহিত্যার্ণব-কবিরত্ন-প্রণীত।

কলিকাতা

৮নং লাটু বাবুর লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ১৷০ মাত্র।

বন্দনা

নমি মা, চরণাম্বুজে অম্বুজ-বাসিনি,
অম্বুজ-বদনা সিত-অম্ভোজ-বরণে,
অম্বুজ-চন্দ্রমা-চূড়-জটাম্বু-নন্দিনি,
বিতর করুণা-অম্বু অম্বুজ-নয়নে !
অর্চ্চিতে অচ্যুত-ময়ি,—অমূল্য-চরণ
অক্ষম,—বিমাতা বাম,—কৌশিক-বাহিনী,
দুর্ল্লভ অর্চ্চনা-যোগ্য সদুপকরণ,—
অপূর্ণ-বাসনা,—তাহে নেত্রে নির্ঝরিণী ;
সুরূপে, সৌরভান্বিত ভক্তি-ফুল-দলে
সুকৃতি সন্তান তব পূজে অহরহ—
কাব্য-সরঃ-সমুদ্ভূত সুদিব্য কমলে
মানস-মধুপ-লোভি-পদ-সরোরুহ ।
ভাগ্যহীন তাহে আমি,—বিষণ্ণ অন্তর,
অন্য সুতগণে তোর নিরখি যখন,
সুকোমল তব অঙ্কে রহে নিরন্তর ;
হেথা আমি এক প্রান্তে মলিন বদন.
জ্ঞানহীন শিশু যথা রোষ-পরায়ণ
প্রতিদ্বন্দ্বি-দ্বন্দ্বে হ'য়ে একান্ত দুর্ব্বল
মাতৃ-কেশে কোপ-বশে করে আকর্ষণ,
অথবা নিক্ষেপে অঙ্গে সকর্দ্দম জল,
তেমতি এ অজ্ঞ সুত পূজিবে চরণ—
অযত্ন-সঞ্চিত তার দীন-উপচারে,
অঙ্গজে করিলে ব্যঙ্গ বুঝিবি তখন
কেহ অঙ্কে,—কেহ পদে,—কি সুখ অন্তরে !

বসি তাই, মনোময়ি, মানস-স্যন্দনে
উন্মুক্ত কর মা,—চিত্ত-কল্পনা-অর্গল,
চালাও মোহান্ধে, যথা ঈপ্সিত গমনে
চলে অন্ধ,—চালকের ইঙ্গিতে কেবল!
"বাণে"র কবিত্ব-বীণা-মধুর-নিক্কণে—
সমাকুল প্রাণ মম হ'য়ে প্রণোদিত,
অদম্য বাসনা পশি সে কাব্য-কাননে
ভাষা-দ্রুমে ভাব-ফল পীযূষ-রসিত;
যে বিটপি-ছায়া-তলে শ্রান্ত পান্থজনে
কল্পনা-কোকিল-কণ্ঠে পঞ্চম ঝঙ্কারে,
মুগ্ধ মনে সম্মোহন স্বন-উদ্গীরণে
মোহিলা অমিয় ঢালি ভারত-অম্বরে,
অমর অগণ্য নর যার আস্বাদনে
সুবর্ণ-সঙ্গমে কাচে মারকতী-দ্যুতি
নিগুর্ণ সগুণ,—গুণময়ী-কৃপা-গুণে
অসারে চন্দন-সার মলয়-প্রকৃতি!
দেব-ভাষা-সুধা-পানে রসনা মধুর
বঙ্গ-পদ্য-অম্ল-তার বাসনা রসন,
রূপান্তরে রসান্তর, মাধুর্য্য প্রচুর,
পিক-ধ্বনি উদ্বেজিতে বায়স-কূজন।

আশা-পদ্ম-মকরন্দে মত্ত ভৃঙ্গ-মন,
সম্ভবে কি পঙ্গু-ভাগ্যে হিমাদ্রি-লঙ্ঘন?

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

প্রথম সর্গ

শোভিছে বিদিশা-পুরী বেত্রবতী-তীরে,
শূর-ইন্দ্র শূদ্রকের চারু রাজধানী,—
কনক-উৎপল যেন কারণের নীরে,—
প্রতিবিম্ব-সঙ্গে নাচে রঙ্গে তরঙ্গিনী।
ভুজগতি স্রোতস্বতী-তরঙ্গিত-নীর—
পবন-প্রণয়ে মাতি করে অনুকার,
ভ্রূ-ভঙ্গী অপাঙ্গে যথা তথা সুমুখীর—
প্রেমিকের প্রেমাবেগ-আবেশ-হুঙ্কার!
ব্যোমাকারে কদম্বের বিটপি-মণ্ডিত
রোম-কূপ-শত-গুহা শোভে যার গায়,
হরিত বসন অঙ্গে করিয়া জড়িত
পার্শ্বে শোভে "নীচ-গিরি," নীলাচল-প্রায়;
গিরি-নদী-তটে শোভে বিস্তীর্ণ কানন,
প্রতিমাসে কুহকিনী প্রকৃতি রঙ্গিণী
মালিনী-রমণীগণে করে সম্ভাষণ
বিভিন্ন কুসুম-ধনে, মানস-মোহিনী;

নির্ঝরিণী-জল-পানে শান্ত করিদল
ঊর্দ্ধ-শুণ্ডে বিরচিয়া উৎস অনুক্ষণ,
নবীন-তপন-ছটা ফলায়ে বিমল
শত ইন্দ্র-ধনু সৃজে নয়ন-রঞ্জন!
শ্রেণীবদ্ধ তীরস্থিত মহীরুহ যত
উচ্চ শীর্ষে রত যেন গগন-চুম্বনে,
প্রতিবিম্ব নদী-বক্ষে হ'য়ে নিপতিত—
নাচিছে বিচিত্র ছবি তটিনীর সনে!
যেন ছায়া নারী-সম স্বভাব চঞ্চল,
স্বচ্ছ নীরে চারু ছবি হেরি আপনার
গৌরবে গর্ব্বিত-অঙ্গ,—রঙ্গে টলমল
স্থিতি-হীন রূপ-বিভা না করে বিচার!
তরুণ তপনালোকে নীরদের মালা
সু-নীল-গগন-পটে খেলিয়া বেড়ায়,—
সুবর্ণ-কিরীট-শিরে প্রকৃতি শ্যামলা
শিশির-মুকুতান্বিত-অঞ্চল ছড়ায়!
প্রসূন সম্পদ হরি মন্দ সমীরণ—
সম-ব্যবসায়ী ভৃঙ্গে কহে সন্স্বনে,
সত্বর অন্যত্র অলি করহ গমন,
অমঙ্গল ঘটে, নিত্য অতি প্রলোভনে!
লাজ-যুত মধুব্রত পুষ্প-অভ্যন্তরে—
পশিতে নিরখি হাসি কুসুম তখন
সুবাস প্রদান তায় করি অকাতরে—
"হেথা নাই" কহে করি শিরঃ-সঞ্চালন!

রবিকর অলঙ্কারে নলিনী-সুন্দরী
বিচিত্র মোহিনী-বেশে মোহিলে ভুবন,
ঈর্ষায় আকুল প্রাণ,—শোক-ছবি ধরি,
অশ্রু-মুখী কুমুদিনী মুদিলা নয়ন !
ম্লান-মুখ চন্দ্রমার করি নিরীক্ষণ—
বিমান-পাথারে তারা সভয়ে ডুবিল,
সূর্য্য-করে বীর্য্যহীন ক্রমশঃ এখন,
মানাতঙ্কে শশ-অঙ্ক গগনে মিশিল।
দিবা-সতী ভানুকর-সম্মার্জ্জনী করে—
হৃদয়-রঞ্জন-অরি করিল তাড়ন—
কালের কুটিল চক্রে লজ্জিত অন্তরে—
আতঙ্কে পশিল ধ্বান্ত শৈলেন্দ্র-ভবন,
চন্দ্রার্ক-তড়িতে যাঁর বিভূতি বিরাজে,
মোহিনী-মাধুরী-মাখা প্রকৃতির গায়,
রবি-করে এ নগরী নব-রাগে সাজে,
অপাঙ্গে ত্রিভঙ্গ-প্রেম-পীযূষ বিলায়।
উঠিছে "শূদ্রক-রাজা" শয্যা-পরিহরি,
রাজপুরী সচকিত, অনুচরগণ—
ছুটিছে চৌদিকে দিব্য নিজ-বেশ পরি—
করিবারে নিয়োজিত কার্য্য সম্পাদন।
সুরম্য কুসুম-মাল্যে সজ্জিত সুন্দর
গৃহ-পথ, দ্বার, রথ, মাতঙ্গ-নিচয়,
মণ্ডিত কনক-দণ্ডে ধ্বজ মনোহর—
কম্পনে কম্পিত করে অরাতি-হৃদয়।

মঙ্গল-আরতি-ধ্বনি ধ্বনে সুললিত
মিশ্রিত ললিত-রাগে দামামা মৃদঙ্গ,
প্রেমাবেগে মাতোয়ারা বৈতালিক যত
বালক-বালিকা নাচে করি অঙ্গ-ভঙ্গ।
হেম-বিমণ্ডিত চারু প্রাসাদ-শিখরে
কাঁপায়ে ককুভ নাদে দুন্দুভি গভীর,
টঙ্কারে কার্ম্মুক যত সৈনিক-নিকরে—
রাজ-বর্ম্মে, শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জ-শরীর ;
দ্বারদেশে দিব্যগজ ঐরাবত-প্রায়,—
পৃষ্ঠোপরি মণিময় শোভে আবরণ,—
গল-ঘণ্টা-রবে যেন চৌদিকে জানায়—
অচিরে ঘটিবে হেথা "রাজ-আগমন" ;
গরজে গম্ভীরে শঙ্খ রাজ-সভা-তলে,—
অমনি সুযন্ত্র-ধ্বনি মিলিল মধুর,—
বর্দ্ধিত বিপুল নাদ গগন-মণ্ডলে—
ব্যাপিল, আশ্রয়াভাবে, পূর্ণ করি পুর ;
সানন্দে মহেন্দ্র যথা অমর-সভায়—
স্নিগ্ধ-দরশনে ফুল্ল করে সুরপুরী,—
তেমতি সে রাজেন্দ্রের দেহের প্রভায়—
সমুজ্জ্বল সভা-তলে বিতরে মাধুরী !
বসিলা শূদ্রক রাজা রত্ন-সিংহাসনে
নীল চন্দ্রাতপ-তলে,—রত্ন-কান্তি-ছটা,
ঝালরে মুকুতা-মালা ঝলসে নয়নে
নীলাম্বরে আভাময়ী তারকার ঘটা !

নয়ন-রঞ্জন চারু কাঞ্চন তোরণ,
লম্বমান মণি-স্তম্ভে ফুল্লফুল-হার,
নানাবর্ণে বিরঞ্জিত নয়ন-নন্দন,
মণির প্রভায় দীপ্ত কত দীপাধার।
দুলিছে কুসুম-মাল্য চন্দ্রাতপ-গায়
মকরন্দ-লোভে অন্ধ ভ্রমে মধুকর—
মানস-বিভ্রমে যেন নন্দনে বেড়ায়
বন্দী-সনে "গুণ-গানে" তুষিছে অন্তর!
পদ্মরাগ, মরকত, হেমময় হার
শোভিছে দেউল-গাত্রে নেত্র ঝলসিয়া,—
বিচিত্র আধারে রাজে কুসুমের ঝার
সুষমা-সুগন্ধে নেত্র-চিত্ত মাতাইয়া!
হীরক-মণ্ডিত মঞ্চ শোভিছে পুলকে,
"ময়ে"র নৈপুণ্য যেন মানসের ভ্রম,
বিদিশার শৌর্য্য-বীর্য্য বিখ্যাত ভূলোকে—
ইন্দ্রপ্রস্থ হেন ঘটে নয়ন-বিভ্রম।
শমন-কিঙ্কর যেন দৌবারিক যত—
সশস্ত্র রক্ষিছে দ্বার,—মুরতি ভীষণ,
বিষণ্ন অমাত্যকুল, সেনাপতি কত,
"কুমার-পালিত" মন্ত্রী প্রিয়ঙ্গু যেমন।
সচকিত সভ্যবৃন্দ নৃপতি-সদনে
রয়েছে আসীন কত প্রদেশাধিপতি,
ডুবালু প্রবাল-লুব্ধ সন্ত্রাসিত মনে
নক্র-ভয়ে নীল-নীরে নিমজ্জে যেমতি।

রম্ভা-জিনি নিতম্বিনী তাম্বুল-ধারিণী
তাম্বুল-করঙ্ক-করে রহে যেন রতি,
রূপসী উর্ব্বশী-সম, চারু সুহাসিনী
দোলায় চামর বামা অবিরাম গতি!
মণিময় স্বর্ণ-ছত্র ধরে ছত্রধর
প্রভায় নয়ন ধাঁধে বিমোহিয়া মন,
উচ্চাসনে সুখাসীন ব্রাহ্মণ-নিকর
অবিরত বেদ-ধ্বনি করে উচ্চারণ!

অমাত্যে সম্ভাষি অতি মধুর বচনে
কহিলা বিদিশা-নাথ "কহ মন্ত্রিবর,
রাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জ রহে ত কল্যাণে,
নত-শির আততায়ী দুর্ব্বৃত্ত-নিকর!
"নীচ-গিরি"-বক্ষে রাজে গুহা-অভ্যন্তর
সম্মিলিত দস্যুদের কলুষিত থানা,
বণ্টন করিত যথা রতন-অম্বর,—
ভুবন-ব্যাপিত রহে কু-কাহিনী নানা।
তাই মনে চিন্তা-স্রোত বহিছে প্রবল—
রহি রম্য হর্ম্ম্যোপরি বিলাসে মগন,
নিরীহ প্রজার পুনঃ তপ্ত-নেত্র-জল,
কখন বরষে কর্ণে গরল ভীষণ।"
কহিলা বিনীত ভাবে অমাত্য প্রধান—
"যাঁর বীর-দাপে ধরা রহে প্রকম্পিত,
পুত্রাধিক প্রজাবৃন্দে যাঁর চির-জ্ঞান,
সে রাজ্যে দুর্ব্বৃত্ত-ধ্বনি ধ্বনে শ্রুতি-গত।

হে রাজেন্দ্র, তব রাজ্যে মিথ্যা, ব্যভিচার,
কাপট্য, ছলনা, চৌর্য্য, নামে মাত্র রয়,
কাম্য ফল-দানে কল্প-লতা বসুধার ;
ঘোষে মাত্র 'রাজ-পুণ্য-ফল-অভ্যুদয়' ;
স্বচ্ছন্দে করিছে বাস দেশবাসী যত,—
দ্বিজগণ মহাসুখী স্বধর্ম্ম সেবনে—
নিরুৎপাত,—আশীর্ব্বাদ প্রদানে নিয়ত ;
সুখ-শান্তি প্রজা-পক্ষে রাজ-সুশাসনে।"
এত বলি মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ বসিলা আসনে,
কহিলা প্রফুল্ল মুখে বিদিশা-ঈশ্বর—
"সুশাসন ঘটে সুধু সুমন্ত্রীর গুণে,—
উপলক্ষ রাজা মাত্র—জ্ঞাত মন্ত্রিবর।"
কুমার-পালিত কহে, করুণ বচনে,—
সজল নয়নে, "প্রভো,—বিপরীত রীতি,—
হেন বাণী অভিনব শুনিনু শ্রবণে,—
রাজ-গুণে শুভাশুভ,—সুখ্যাতি অখ্যাতি ;—
মন্ত্রী পারে দোষ-গুণ করিয়া বিচার
প্রদর্শিতে হিতাহিত,—বিনীত বচনে,
কার্য্যতায় পরিণতি রাজ-অধিকার,
না মানিলে কিবা ফল অরণ্য-রোদনে।
হ'লেও পরম বিজ্ঞ অমাত্য-মণ্ডলী,—
ন্যায়-দৃষ্টি-হীন নৃপ করে অবহেলা,
মন্ত্রীর পাণ্ডিত্য-গুণে পড়ে জলাঞ্জলি,
প্রজা-পুঞ্জে ঘটে তুঙ্গ ক্রন্দনের মেলা।"

অমাত্যের হেন উক্তি হ'লে অবসান,
প্রতিহারী কহে "নৃপ,—ক্ষম এ কিঙ্করে,—
দাক্ষিণাত্য-বাসী এক নারী সুলক্ষণ—
সমাগতা দ্বারে,—বাঞ্ছা হেরে নরেশ্বরে।
চৌদিক করিছে আলো রূপের প্রভায়,
অচঞ্চলা-রূপে যেন চঞ্চলা মূরতি,
কাল সৌদামিনী-ছটা স্ব-অঙ্গে বেড়ায়,
রসনায় বসে যেন আপনি ভারতী!
কুতূহলে কহে নৃপ "সম্ভ্রমে যতনে
অভ্যাগতা দেবী-জ্ঞানে করিবে প্রেরণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য কত বিরাজে ভুবনে
কত ছলে,—কে করিবে তার নিরূপণ ?"
বেণু-যষ্টি-ধ্বনি শুনি সবে চমকিত,
সবার দর্শণাকৃষ্ট হ'ল সেই পানে,—
কাননে মাতঙ্গ-যূথ যেমতি চকিত—
নিপতিত তাল-ধ্বনি শুনি সন্নিধানে।
নিমিষে সকাশে আসি চণ্ডাল-কুমারী
বন্দিল নৃপেন্দ্রে যেন আশিসের ছলে
সভা-গৃহ বিমোহিত, হেরি সে মাধুরী,
যেন ছদ্ম-বেশে পদ্মা আগত ভূতলে।
হীনজা গণিয়া বিধি না রচিয়া করে—
আমরি! নির্ম্মিলা যেন কল্পনা-নয়নে,
নীচোদ্ভবা ভাবি যেন বিশুদ্ধির তরে—
নিজ-রূপ সমর্পিলা অগ্নি আলিঙ্গনে!

সপ্ত-স্বরা বীণা যথা মধুর ঝঙ্কারে—
বরষে অমিয়-রাশি মোহিয়া শ্রবণ,
নীরবে হেরিলা সবে সুধার আধারে,—
ধরা-ধর-শিরে যেন অচল ভুবন।
কহিল রমণী-সঙ্গী "অবনী-মণ্ডলে
একছত্রী নৃপ কেবা তোমার মতন ?
তাই বহুদূর হ'তে আগত এ স্থলে
চির-বাঞ্ছা সুদুর্লভ রাজেন্দ্র-দর্শন।
অনন্ত মাণিক্য যাঁর সঞ্চিত ভাণ্ডারে
স্বীয় বীর্য্য-বলে, নৃপ, - অতুল ধরায়
কর-দানে ভূপবৃন্দ বন্দিছে আগারে,
আপনি কমলা যার আবাসে বেড়ায়,
প্রভু-কন্যা হীনাগণ্য,—চণ্ডাল-নন্দিনী—
কি দিয়ে তুষিবে তব রাজোচিত মন,—
স্বগুণে কৃতার্থ কর,—পূজ্য নৃপমণি,—
অমূল্য বিহগ-রত্ন করিয়ে গ্রহণ।
যতনে পালিত শুক আপন-সদনে—
রক্ষিবে আদরে, প্রভো, এ দীন-মিনতি. —
তুষিবে বিহঙ্গ তোমা বিশ্রাম-ভবনে—
মন্ত্রী-হেন আলোচিয়া কূট রাজ-নীতি।
নৃত্য-গীতি-কলা-বিদ্যা-কলাপ-কুশল
বেদ, পুরাণাদি, ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতি,—
সাংখ্যাদি, বেদান্তে দক্ষ পণ্ডিত-প্রবল
জাতিস্মর বিহঙ্গম,—জ্ঞানে বৃহস্পতি !

নমিয়া বিনয়ে বৃদ্ধ নৃপতি-সদনে
সুবর্ণ পিঞ্জর যবে যত্নে সমর্পিল
দক্ষিণ-চরণ তার দ্রুত উত্তোলনে
"জয়োহস্তু রাজেন্দ্র", বলি শুক সম্ভাষিল।
প্রশস্তি-বচনে কহে ধরণী-রঞ্জনে—
"সপত্ন-রমণীবৃন্দ বর্জ্জিত ভূষণ—
ক্রন্দন-নিনাদ-ছলে অশ্রু-সিক্ত স্তনে
ভবদীয় যশোগানে ব্যাপিল ভুবন ;—
সে গরিমা-মদোন্মত্তা সুভগা অবনী
শূন্যবক্ষে সমকক্ষ নাহি হেরি জন—
কীর্ত্তি-বিভা-স্ব-সৌরভে চির আমোদিনী,
পরমা সুখিনী যেন করে আলিঙ্গন !
যথা পঞ্চবটী-বনে রাম জটাধারী
স্তম্ভিত সুবর্ণ মৃগ-মনুজ-ক্রন্দনে,
তেমতি এ বিহঙ্গের বচন-চাতুরী
বিস্ময়-সলিলে মগ্ন করিলা রাজনে।
কহে ভূপ "মন্ত্রি, হের নিপুণ নয়নে
বিচিত্র বিহঙ্গ-কায় এ যেন ব্রাহ্মণ—
দ্বিজ-রীতি পরিজ্ঞাত রাজ-সম্ভাষণে
কভু নাহি হেরি হেন অদ্ভুত দর্শন !
এ চির ধারণা মনে,—কাটায় জীবন—
বিহগ নিরত ভয়, আহার, মৈথুনে,
এ যে হেরি স্বভাবের পূর্ণ বৈলক্ষণ—
দ্বিজগণ-সম-সুধী বিদ্যা-আচরণে !

উত্তরে অমাত্য-শ্রেষ্ঠ "শুন মহীপতি, —
পুরাকালে শুক-সারী বিহঙ্গমগণ
নর-তুল্য ছিল বাক্যে অভ্যস্ত-প্রকৃতি,
অগ্নি-শাপ রসনার বৈগুণ্য-কারণ!
নহে অসম্ভব প্রভো, আছে হেন রীতি,—
অদ্যাপি বিহঙ্গ পেলে শিক্ষা-চমৎকার—
মনুজ-সদৃশ ধরে বাগ্মিতা-বিভূতি,—
ক্ষেত্র-গুণে প্রাক্তনের ফলে সংস্কার!
মন্ত্রি-বাণী—অবসানে দুন্দুভির ধ্বনি—
ধ্বনিলে গগনে বেলা দ্বিতীয় প্রহর,—
ইঙ্গিতে বহিল শুকে তাম্বুল-ধারিণী—
অন্তঃপুরে, স্নানাহারে,—তুষিতে অন্তর!
ত্যজি রত্ন-সিংহাসন প্রীতির নয়নে—
নিরখিলা যবে নৃপ চণ্ডাল-নন্দিনী—
দাঁড়াইলা সভ্যবৃন্দ আবিষ্ট দর্শনে—
শ্রবণে অমৃতময়ী-বিমোহিনী-বাণী।

নীলোৎপল-দল নয়ন-যুগল
বিহঙ্গ-বিচ্ছেদ-তাড়নে—
করে ছল-ছল কমল-কোমল
আসার-নীহার নয়নে!
পূর্ণ-মনোরথ বামা নিজ-পথ
গমনে কামনা জ্ঞাপিয়া—
হইলে নীরব সভাসদ্ সব
মোহিত সৌজন্য ভাবিয়া!

ব্যস্ত নরপতি কহে বামা-প্রতি,—
“ধন্য নারি, তুমি ভুবনে,
বিমুক্ত ভাণ্ডার, যে বাঞ্ছা তোমার,—
লহ ধন, রত্ন, ভূষণে।”
অনিমেষ দরশন, অবনত দু”নয়ন,
বিমুদিত পঙ্কজিনী যেন নীরে ডুবিল ;
“প্রতি দানে আশা নাই, সম্প্রতি বিদায় চাই,”—
নৃপতি-সদনে শুধু নিবেদন করিল।
আশিসি নৃপেন্দ্রে ছলে, স্থানান্তরে বামা চলে,
নৃপ বলে ‘কায়মনে ঈশ-পাশে কামনা,—
রহ সুখী চিরদিন, বিষাদ করুণ লীন,
জগত-কারণ ঈশ পূরাইবে বাসনা।”
রমণীর অদর্শনে নরেশ বিষণ্ণ মনে—
কামিনী-সৌজন্য-বাণী মনে মনে স্মরিয়া :—
যথা স্বপনের পরে— উঠে নর ক্ষোভ-ভরে,—
আকুল হইলা নৃপ,—অঘটন ভাবিয়া।
অথবা দশমী-দিনে মণ্ডপ প্রতিমা বিনে—
শূন্য বিষাদের ছায়া নিজ অঙ্গে মাখিয়া—
কাঁদায় যেমতি প্রাণে,— কামিনীর তিরোধানে,—
কাঁদাইলা সভা-গৃহ নিজে যেন কাঁদিয়া!
বাহিরে আসিয়া সতী, নেহারে বিচিত্র ভাতি,
মণি, মরকত, কত নাহি যার গণনা—
দুলিছে বলভি-‘পরে, চৌদিক উজল ক’রে,—
অঙ্গ তুলি ব্যঙ্গ করে চন্দ্রমার অঙ্গনা!

তড়িতের আভা সম, কি সু-কান্তি অনুপম,—
বসেছে মহিলা কত মুক্ত-বেণী-কুন্তলে,—
অপরূপ রূপ-ছটা,— বিকাশি লাবণ্য ঘটা,
বসন-সমীর-ভরে মুক্ত-কুচ-কমলে।
ঘুম-ভাঙ্গা রাঙ্গা আঁখি, চলে কত বিধুমুখী,
যামিনীর প্রেম-কেলী, একে অন্যে বর্ণিয়ে,
মৃণ্ময়ী-কলসী কক্ষে, আধ-উনমুক্ত বক্ষে,—
মদনের মহোৎসব চারু নেত্রে রটায়ে।
রসিক পবন তায়— ঠেকায় লাজের দায়,
কুন্তল-নীরদে ঢাকি সে বদন-চন্দ্রমা,
কভু বাস উন্মোচিত, কভু অর্দ্ধ-আবরিত,—
বিকাশে লাবণ্যময় যৌবনের গরিমা!
উপকণ্ঠে—উপবন, শাখে গায় পাখিগণ,
সে গানে প্রাসাদ যেন "বেত্র"-নীরে নাচিছে;
কনক-রচিত-কেতু লাবণ্য-বিলাস-হেতু,—
চূড়-স্থিত স্বর্ণ-মূর্ত্তি সে তরঙ্গে খেলিছে!
যেন ক্ষীরদের নীরে,— অম্বুজা জনক-ক্রোড়ে—
বালিকা-সুলভ রসে আজি যেন ভাসিয়া,—
ক'রে নানা অঙ্গ-ভঙ্গ দোলায় কনক-অঙ্গ,
সে সু-রঙ্গে দর্শনাঙ্গ রহে যেন ডুবিয়া।
আনন্দে উৎফুল্লকায়,— নগরীর সুষমায়,
তরঙ্গ-তাড়নে রমা তরী-সঙ্গে নাচিল,
গরজে গম্ভীর শঙ্খ,— কাঁপায়ে দিবার অঙ্ক,
"সভা-ভঙ্গ" এ বারতা চারিদিকে রটিল।

প্রথম-সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

পশ্চিম গগনে মগ্ন বঙ্কিম তপন,—
আলোক-অম্বর ত্যজি, ধূসর-বসনে সাজি
দিবা বিরহিনী সাধে সতী-আচরণ।
সুধা-কণ্ঠ বিহঙ্গম-কল-ধ্বনি-ছলে
স্বজন-বিরহ-গীতি গাইছে বিহ্বলমতি,
নয়ন মুদিয়া খেদে পঙ্কজিনী জলে।
মেঘ-অঙ্কে ক্ষণপ্রভা বিকাশি বদন
লজ্জায় লুকায় কায় চপলা চপলা প্রায়
নব-উন্মেষিত প্রেমে অঙ্গনা যেমন—
কিম্বা অস্ত-সূর্য্য-রেখা নীরদের গায়
হেরি যেন ঈর্ষা-ভ'রে চমকি মলিন করে
পর-প্রেম-চিহ্ন লুপ্ত নভো-নীলিমায়
যৌবন-সাগরে যথা প্রেমিকার খেলা।
রূপের পসরা খুলি প্রণয়-কলঙ্কে ভুলি
উদ্যানে গুঞ্জনে মিলে কুসুমের মেলা।
অশোক, অপরাজিতা, চাঁপা, নাগেশ্বর,
রক্তোৎপল, শতদল, কুমুদ, কহ্লার, নল,
কৃষ্ণকেলী, কুরুবক, মাধবী, টগর ;

মালতী, কাঞ্চন, জবা, কুরোচ, বকুল,
গোলাপ, পারুল, জাতী, কৃষ্ণচূড়, দ্রোণ, যুথী
সৌরভ-সুষমা করে মানস আকুল।
রবি-কর-স্বর্ণ-চড়ে তরু শোভা পায়,—
কম্পিত সমীর-ভরে সঙ্কেতে আহ্বান করে,—
সন্ধ্যা-বধূ-প্রতি প্রেম-সম্ভাষা জানায়।
প্রেমানন্দে সান্ধ্য-সতী সাজি তারা-হারে
পতি-প্রেমে সিক্ত করে আনন্দ-নীহার-ধারে
অর্দ্ধ-মুকুলিত দিব্য পদ্ম-পয়োধরে!
বিরহ-মদিরা-মত্ত-বামা পুষ্পবনে,
অঞ্জলি-অঞ্জলি করি ফুল্ল ফুল বক্ষে ধরি
কুসুমে দমিতে চায় কুসুমেষু-বাণে!
আলু-থালু বেশ হেরি, রঙ্গ-পিয়াসায়—
করে ব্যঙ্গ কেতকিনী,— সমীরণ-সোহাগিনী—
সেফালি রসের ডালি ছুটে পড়ে গায়।
কৌতুকিনী কুমুদিনী হাসে খল-খল
কমলিনী বিষাদিনী মুঁদে আঁখি আধখানি
সম-বেদনায় যেন ঢালে নেত্র-জল।
অশোক, কিংশুক হাসে হিংসুকের প্রায়,
কদম্ব বাড়ায় রঙ্গ অনাবৃত হেরি অঙ্গ
কুসুম-পীনাঙ্গ যেন সু-রঙ্গে দোলায়।
গোলাপ-কণ্টকে করি জড়িত বসন,
অতসী-ঘুঙ্গুর-ছলে সমীরণ সু-কৌশলে
কিঙ্কিনী-বাদনে করে রহস্য-জ্ঞাপন!

অঙ্গে স্নিগ্ধ পদ্ম-রেণু করি বিলেপন—
কোকিল-কাকলী-তানে হলাহল ঢালে প্রাণে,
দগ্ধ করে মুগ্ধা নারী মলয় পবন !
নগরী-নিতম্বে হেরি দীপ-চন্দ্রহার,—
মাধবী কৌমুদী-রেখা নিরখি কলঙ্ক-মাখা
পলাইলা রসবতী আলয়ে যে যার।
হেনকালে শুকে রাজা মধুর বচনে
কহিলা "হে দ্বিজোত্তম,— নবীন অতিথি মম
হয়েছে ত তৃপ্তি তব আহার্য্য-অশনে ?"
উত্তরিলা শুক "তব মহত্ত্ব যেমন,
যোগ্যা তব পাটরাণী রূপে লক্ষ্মী, গুণে বাণী
ততোঽধিক মনোরম শিষ্ট আচরণ ;—
মহাযত্ন-সমর্পিত রাজ-ভোগ্য ফলে,
রসনা সু-তৃপ্ত অতি লভিনু পরমা প্রীতি
পরম উদার হেরি পুরন্ধ্রী-মণ্ডলে।"
প্রফুল্ল নৃপেন্দ্র কহে "মহত্ত্ব তোমার,
সম্ভ্রান্ত অতিথি যেবা প্রাপ্ত হ'য়ে হীন সেবা
সেবকের সুখ্যাতি সে করয়ে প্রচার ;—
অধুনা প্রার্থনা দ্বিজ তোমার সদনে,
হেরি তোমা বিজ্ঞ অতি জ্ঞানে দেব-বৃহস্পতি,
নিরখি বিহগাকৃতি বড় খেদ মনে।
হেন বিড়ম্বনা তব ঘটে কি কারণে—
ভূলোক-দুর্ল্লভ তত্ত্ব জানিতে ব্যাকুল চিত্ত
অধীর শ্রবণ তৃপ্ত করহ বর্ণনে !"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহে শুক তবে,
"জীবন-রহস্য কথা শ্রবণে জন্মিবে ব্যথা
হতভাগ্য মম সম কেহ নাহি ভবে,
পরম করুণাময় তুমি নরপতি,
সিক্ত হবে নেত্র-নীরে ধীরতা পালাবে দূরে
শঙ্কিত বর্ণনে তাই বিষাদ-ভারতী।"
নৃপ কহে "তব ক্লেশে ক্লিষ্ট এ হৃদয়,
ভাসিলেও দুঃখ-জলে শুনে ব্যথা বন্ধু হ'লে
অকপটে কহ শুক,—স্বীয় পরিচয়।"
বিহঙ্গম নৃপ-পাশে আখ্যা আরম্ভিল,
সন্তপ্ত হৃদয়-তাপে সঘনে সে চঞ্চু কাঁপে
বিষাদে নয়ন-প্রান্তে অশ্রু সঞ্চারিল;
"কটিবন্ধ ভারতের বিন্ধ্য নামে গিরি,
স্তরে স্তরে সুশোভিত নিসর্গ সুষমাবৃত
চরণ-চুম্বন-রতা নদী-গোদাবরী,
দলে দলে ক্রীড়া-রত কল-হংসগণ,
প্রফুল্ল কমল-সঙ্গ করে তায় কত রঙ্গ
আবর্ত্ত-নাভীর পাকে করি সন্তরণ,
মাতঙ্গ-দম্পতি ফুল্ল মৃণাল-অশনে,
করে কর সম্মিলনে উৎস সৃজে প্রতি ক্ষণে
জল-স্তম্ভ প্রতিবিম্ব পান্থ-দরশনে।
কনক-লতিকা সম শাখে লতাগণ—
স্রোত-জলে মগ্নকায় কভু উত্তোলিত প্রায়
ফলিত ভাস্কর-করে নয়ন-রঞ্জন!

নীলাম্বর সম্বৃতাঙ্গী মোহিনী প্রকৃতি,
বিকট প্রসূনদলে নিমগ্ন মধুপ-কুলে
সুশোভিত স্রোতস্বতী মেখলা-বিভূতি ;
তটিনী-পশ্চিম-তীরে জাবালি-আশ্রম
সন্নিহিত বিন্ধ্যাটবী বর্ণনে আসক্ত কবি,
বিচিত্র প্রকৃতি-রাজ্যে নন্দন-বিভ্রম !
বিশাল শাল্মলী তরু কানন-ভিতর,
অসংখ্য বিবর-মাঝে, নানাজাতি পক্ষী রাজে
আলবাল হেন মূলে সাজে অজগর ;
অতীব প্রাচীন দ্রুম প্রায় পত্র-হীন,
সজ্জিত বিহঙ্গগণে কেহ ফল, পত্র, গণে
দর্শনে সে বিহীনতা হয়ে যায় লীন !
বিরঞ্জিত বিটপির নিবিড় কোটরে—
জন্ম এই অভাগার স্ফুরে না রসনা আর,
গত-প্রাণ মাতা মম প্রসবের পরে ।
পৃথিবীর সুখ-দুঃখ-দৃঢ়-সম্মিলিত,
নির্ম্মম নিয়তি-বিধি সৃজিলা দারুণ বিধি,
পুত্রলাভ, জায়া-শোক, দ্রুত সংঘটিত ;
একে ত স্থবির পিতা জীর্ণ অতিশয়,
হৃদয়ে শোকের তাপ নিশি-দিন মনস্তাপ
ক্রমশঃ করিল ম্লান,—স্নেহের নিলয় !
বিগত বিমান-গামী সামর্থ্য তাঁহার,
তবু বদ্ধ মায়া-জালে নীবারে শাবকে পালে
সঙ্কুচিত সঙ্কুলিত স্বকীয়-আহার ।

অণুমাত্র এ কৃষাণু না হ'তে নির্ব্বাণ,
মৃগয়া-নিনাদ-বাণ শব্দভেদী খরসান—
সম বিদ্ধ করে বৃদ্ধ জনকের প্রাণ !

দিগন্ত ব্যাপিল ঘোর হাহাকার ধ্বনি,
সিংহ-অঙ্কে পড়ে করী হরি ত্যজি স্মরে হরি,
অন্তিম-আতঙ্কে পড়ে ভেক-অঙ্কে ফণী।

ছাইল গগন যত বিহঙ্গম গণে,—
প্রাণ-ভয়ে আকুলিত তবু স্নেহে পরিপ্লুত
আবরে অধমে পিতা পক্ষ-আবরণে।

ভীম প্রভঞ্জন-অন্তে যেমতি ধরণী,
হ'লে গত কতক্ষণ নিবৃত্ত করুণ-স্বন
ধরিলা প্রশান্ত ছবি ঘোর অরণ্যানী !

পিতৃ-পক্ষ-অন্তরাল হ'তে অপসৃত—
মেলিনু সভয় আঁখি দর্শনে জীবন-পাখী
আতঙ্কে সঘনে ঘোর হ'ল প্রকম্পিত।

কৃতান্ত-কিঙ্কর কিম্বা পাপ-সহচর,
অথবা নরক-দ্বারী অনুরূপ মূর্ত্তিধারী
কালান্তক "মাতঙ্গক" দৃষ্টির গোচর।

ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি, সঙ্গে ব্যাধগণ,
যেন ভূতগণ-মাঝে শঙ্কর সংহার-সাজে
সুরা-সিদ্ধি-পানে রক্ত পিঙ্গল নয়ন !

ঘর্ম্মাক্ত শোণিত-সিক্ত ভীম কৃষ্ণ-কায়,—
শোভে যথা শৈলগণে গৈরিকের প্রস্রবণে
রক্তাক্ত কুন্তল পিঙ্গ, বীভৎস-ছটায় !

শ্মশানে প্রেতের প্রায় সারমেয়-দল
করে ঘোর টিট্‌কারি, কম্পিত অরণ্যচারী
নিষণ্ণ শাল্মলী-মূলে রাক্ষস প্রবল !
পাশ-শল্য-বাগুরায় কিরাত-নিকর
শূণ্য ক'রে অরণ্যানী বিনাশি অগণ্য প্রাণী
কঠোর মৃগয়া-শ্রমে ক্লান্ত কলেবর !
পম্পার তুষার-শীত সলিল, মৃণালে—
তৃষ্ণা-শ্রান্তি অপহরি গেলে স্থান পরিহরি,—
খর্ব্বাঙ্গ শবর ক্রূর রহে বৃক্ষ-মূলে !
বার্দ্ধক্য-বিকল-শক্তি শীকারে অক্ষম,
সবে হ'লে অন্তর্হিত করে দৃষ্টি সঞ্চালিত
আপাদ-পাদপে পাপী,—অন্তে যেন যম ।
সে ক্রূর-কটাক্ষ হেরি বিহঙ্গম কুল
চমকি কম্পিত প্রাণে উড়িল বিমান-পানে,
শাবক অন্তিম-চিন্তা পাবকে আকুল !
নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ, শীর্ণ তরু-পরে—
উঠিল অম্লান তনু ক্লেশে ক্লিষ্ট নহে অণু,—
সোপান-আশ্রয়ে যেন রম্য হর্ম্ম-চূড়ে !
বিবরে ভুজঙ্গ-পাণি-পীড়ন-দংশনে—
নিদয় পাষাণ মন, সংহারি শাবকগণ
নিক্ষেপে অবনী-প'রে লতার বন্ধনে ।
একেত বার্দ্ধক্যে জীর্ণ জনক-শরীর,—
আসন্ন সঙ্কট হেরি পক্ষে মোরে রক্ষে ঘেরি
আতঙ্কে কম্পিত চক্ষু বিশুষ্ক অধীর ।

দুর্দ্দম দানব-সম ভীম করে ধরি
জনকে সংহার ক'রে, নিক্ষেপিলা ভূমি' পরে,
দুর্ভোগ সম্ভোগ ভালে, মৃত্যু-করে তরি ;
হে রাজন্, কেবা পাপী আমার মতন
যে জনক মোর তরে, রহিলা কোটরান্তরে,
সুত-স্নেহে নিজ মায়া ক'রে বিসর্জ্জন,
অভিনয়-প্রায় হেরি তাহার নিধন,
হায় স্নেহময়ে ফেলি, অন্তরালে দ্রুত চলি,
রক্ষিনু লাঞ্ছনাময় ঘৃণিত জীবন !
অন্তর্হিত হ'লে দুষ্ট ভূমে বিলুণ্ঠিত,
মৃদু চলি, পক্ষ-হীন, জলহীন যেন মীন,
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ শুষ্ক, অন্তর কম্পিত।
মধ্যাহ্নে বালুকা-কণা কৃশানু আকার,
ত্বষ্টৃ-যন্ত্রে ভ্রমি ভ্রান্ত যেন সে নলিনী-কান্ত
ছড়াইলা অন্তকারী অংশু-কণা তাঁর !
সৌর-কর-সমুত্তপ্ত বালুকা প্রখর—
যেমতি রাজেন্দ্র হ'তে অনুচর প্রতাপেতে
প্রজা-পুঞ্জে ভুঞ্জে তুঙ্গ ক্লেশ নিরন্তর।
অগ্নিকাণ্ডে বায়ু চণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রীতি
অপাঙ্গে অনল-অঙ্গ, অংশু-অঙ্গ দহে অঙ্গ,
উত্তপ্ত অনঙ্গ-হর-শ্বাস বায়ু-গতি !
আতঙ্কে অন্তিমে যবে করিনু স্মরণ
সুকুমার কান্তদেহ করুণা-মণ্ডিত স্নেহ
সমাগত তথা মুনি জাবালি-নন্দন !

মহাত্মা হারীত নাম বিখ্যাত ভুবনে,
সহ-স্ব-বয়স্য কত তপঃ-কান্তি অলঙ্কৃত
পথ-প্রান্তে হেরি মোরে স্নানার্থ গমনে,—
বিকলাঙ্গ সন্দর্শনে দয়া উপজিল,
নিয়ে পম্পা সরোবরে সলিল সিঞ্চন ক'রে
চঞ্চু-পুটে বারিবিন্দু যত্নে প্রদানিল।
নীর পানে প্রাণে শান্তি লভিলে তখন-
নিরখি জাবালি সুত, জটা-জুট সমন্বিত,
প্রাণ-দাতা যেন তিনি সে ভূত-ভাবন !
ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্রক ভালে, কমণ্ডলু করে,
শ্রবণে স্ফটিক-মালা পদে কোটি চন্দ্র-কলা
কৃষ্ণাজিন স্কন্ধে, গলে যজ্ঞসূত্র ধরে !
তেজে প্রভাকর-প্রভা করিছে বিলয়,
বিমল অন্তর-দ্যুতি বদনে বিকাশে ভাতি
কোটি কাম ভীত যেন পদে পড়ি রয় !
স্নান-সন্ধ্যা-বন্দনান্তে পূ'জে অংশুমালী,
রক্তজবা নিয়ে করে অর্ঘ্য দিয়ে দিবাকরে,
মোরে নিয়ে স্ব-আশ্রমে সবে গেলা চলি।
তপোবন-সন্নিধানে আগত যখন,
নিরখিনু মনোলোভা বিরঞ্জিত কুঞ্জ-শোভা
প্রফুল্ল কুসুমে মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জন।
মধ্যম-মূর্চ্ছনে যেন পূর্ণ তপোবন,
কোকিল পঞ্চমে গায় সুধা ঢালে পাপিয়ায়
ঝাউ-শিরে তানপূরা বাজায় পবন !

মল্লিকা-মালতী-যূথী-অশোকের কলি
হ'য়ে অৰ্দ্ধ-বিকসিত আধ-লাজে বিজড়িত
নব যুবতীর প্রায় ঠেলে ফেলে অলি!
সমীর-চুম্বনে প্রেম-তরঙ্গে মাতায়,
প্রফুল্ল কুসুম যত হ'য়ে প্রেমে আকুলিত
পাংশুলা ঢলিয়া পড়ে এ উহার গায়!
হিংসা-দ্বেষ-চিহ্ন মাত্র লুপ্ত তপোবনে,
হরিণ-শাবক-সনে সিংহ-শিশু আলিঙ্গনে
ক্রীড়া রত,—সিংহী পোষে সম-স্তন্য দানে!
বনজ মহিষোপরি কত বন্য নর—
রাজে যেন অন্ত-কান্ত তপোধন তপে শান্ত,
শার্দ্দূল বিহারী রাজে বানর-নিকর!
করভ-কেশর ধরি টানে পঞ্চানন,
নকুলী ভুজঙ্গ-হারে নিমজ্জিত শান্তি-ধারে
বিলাসিনী হাসে নৃপ-নন্দিনী যেমন!
হেরিলে দর্শক-মনে ঢালে প্রেম-জল,
তুচ্ছগণে স্বর্গধাম স্মরয়ে কৈলাস নাম,
বিচিত্র বৈভব কত নিসর্গ কোমল!
মুনি-সুত পুলকিত আগত আশ্রমে,
রক্তাশোক তরু-তলে রাখি মোরে দ্রুত চলে,
দ্বিজেন্দ্র-বন্দিত-পূজ্য পিতৃ পদে নমে।
আসীন অশোক-তলে জরাজীর্ণ মুনি,
যেন শৈল-শৃঙ্গ মাঝে, অসিত নগেন্দ্র রাজে,
জটাভার রোমভার —জলভার খনি।

ললাটে ত্রিবলী, শ্লথ-দীর্ঘ গণ্ড স্থল,
ধমনী-পঞ্জর গুলি আছে যেন অঙ্গ তুলি,
শুভ্র রোম অভ্রে ঢাকা শ্রবণ দুর্ব্বল !
প্রশান্ত মুরতি যেন করুণার রসে—
করে বিগলিত অঙ্গ হেরি শান্ত সে অপাঙ্গ
চরিতার্থ দশনাঙ্গ হয় ভক্তি-বশে !
অধম-দর্শন-বার্ত্তা বর্ণিলে নন্দন,
নয়ন কোটর গত, চর্ম্ম করি উত্তোলিত
মহাতপা অভাগারে নিরখি তখন
কহিলা এ দ্বিজ-সুত স্ব-কর্ম্মের ফলে
ভুঞ্জিতেছে এ দুর্গতি, ইহার কাহিনী অতি
দুঃখময়,—অভিষিক্ত কৌতুকের জলে !
শ্রবণে আগ্রহ মনে মুনি-পুত্রগণ,
সুধায় বিনীত স্বরে, সে আখ্যান বর্ণিবারে
মুনিবৃদ্ধ কহে "উহা' সুদীর্ঘ কথন" ;
যামিনীতে সান্ধ্য-কৃত্য সাধিয়া সকলে—
বসিলে কৌতুক মনে মহর্ষি জাবালি সনে,
কথারম্ভ করে মুনি মহা কুতূহলে !
বাজিল প্রকৃতি-বীণা ওঁকারে মধুর—
ঝঙ্কারিয়া প্রেম-মাখা সাধনার সুর ।

তৃতীয় সর্গ

কহে মুনি উজ্জয়িনী সুরম্য নগরী,
উছলি শিপ্রার জল পদ করে সুশীতল
চারুতায় লাজ পায় বৈজয়ন্তী-পুরী ;
রাজ-কুল-অলঙ্কার তার নৃপমণি—
"তারাপীড়" নামে ধন্য ক্ষত্র-কুল-অগ্রগণ্য,
ধনে লক্ষ্মী অঙ্ক-লক্ষ্মী,—গুণে বীণাপাণি।
প্রবল প্রতিভা-বলে হয়ে হীনবল
পৃথিবীর রাজা যত নত-শির, অনুগত
কর-দানে তোষে তায়, জেনে মহাবল ;
যেমতি দিগ্দেশগামী তরঙ্গিণীগণ—
একতানে নীর-দানে সন্তোষে সাগর-প্রাণে।
ক্ষীরোদের তুষ্টি-আশে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
রাজ-অনুরূপ যোগ্য আমাত্য প্রধান,
শুকনাস নামে ধীর মূর্ত্তি জ্ঞান-পয়োধির
ধীষণ-প্রতিম-বিজ্ঞ প্রিয়ঙ্গু ধীমান ;
সোদর-সদৃশ্য-নৃপ-স্নেহের ভাজন,
রাজ্য-ভার সমর্পিয়া বিহরে মহিষী নিয়া
নিমগ্ন যৌবন-রসে ধরণী-রঞ্জন !

মহিষী-"বিলাসবতী" কমলা ধরায়,
রূপে, গুণে অনুপমা রাজেন্দ্রের মনোরমা—
নিরপত্য-দুঃখ-নীরে ভাসিয়া বেড়ায় !
বিধাতার কি বিচিত্র রচন-চাতুরী !
পূর্ণ জ্ঞান-মান-ধনে কিম্বা মনোমত জনে
অভাব-ভূধর-হত আনন্দ-লহরী !
চিরানন্দ-নীর-মগ্ন নাহি ভবে আর,
বিনে সেই, প্রেমময়ে আত্ম-চিত্ত-বিনিময়ে
যে আঁকে আনন্দ-ছবি বিশ্ব-নিয়ন্তার।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক ত্যজি নৃপেন্দ্র-রঙ্গিনী
পরিহরি আভরণ অশ্রুপূর্ণ দু-নয়ন
বাম করে বাম-গণ্ড রেখে বিষাদিনী,
মেদিনী-আসনে বসি, আলু-থালু কেশ,
বিষাদ-কালিমা-মাখা চন্দ্রমা-বদনে আঁকা—
কলঙ্কের রেখা যেন, বিগলিত বেশ।
অথবা সুষমাময়ী বনদেবী হেন
হিমের প্রাবল্য-বলে ত্যজি পত্র, ফুল, ফলে
সাজহীনা বিমোহিনী নিরানন্দে যেন।
কিম্বা দশরথ-প্রিয়া কৈকেয়ী যেমতি
মন্থরার উপদেশে ভরতের রাজ্য-আশে
নৃপতি-ছলনে ধরে ব্যাকুলা মূরতি !
শোভিছে কপোলে চ্যুত অশ্রু-বিন্দু শত
নীহার-পঙ্কজ-দলে নিশার মাহাত্ম্যে ছলে
হেনকালে মহীপাল তথা উপনীত।

নিরাশ বাণিলা খেদে উজ্জয়িনী-পতি
"হায় প্রিয়ে আজি কেন, অশ্রু পূর্ণ দুনয়ন,
আনন্দ-চন্দ্রমা অঙ্কে বিধুন্তুদ-ভাতি ?
কি দোষে বঞ্চিত প্রিয়ে সু-হাসি দর্শনে ?
এ কোমল ভুজ ছাড়ি কেন ভূমে গড়াগড়ি
রসনা অলস কেন পীযূষ বর্ষণে ?
কপোল রক্তিম যেন কুঙ্কুম-লেপনে,
সাপিনী-রূপিনী বেণী মুক্ত-গ্রন্থি বিষাদিনী
নীরদ-লহরী বহে ইন্দু-নিভাননে !
আসার অঞ্জন-রাগ করে প্রক্ষালন,
বল কিবা অপরাধ, নহে কে সাধিল বাদ,
অসম্ভব কাল-ফণী-শিরে করার্পণ !
অষ্টম মঙ্গল কার রন্ধ্র-গত শনি,
কোন মূঢ় স্পর্দ্ধা-ভরে কেশরী-কেশর ধরে,
কে নিল সাধিয়া শিরে অব্যর্থ অশনি ?
কে ... কে ঝাঁপ দিল দীপ্ত হুতাশনে ?
শাণিত তরবারে সে মুণ্ড দ্বিখণ্ড ক'রে,
নিমিষে প্রেরিব তায় শমন-ভবনে।"
নিষ্ফল সাধনা যত,—রাণী নিরুত্তর,
যেমতি কঠিন জনে বৃথা দুঃখ-নিবেদনে
অবিরত বারি-পাতে নিষ্পঙ্ক প্রস্তর !
চিন্তার সরিৎ-স্নাত হেরে নরপতি,
রাজ্ঞী ... সহচরী, কাতরে বিনয় করি
কর পুটে নিবেদিল বিষাদ-ভারতী।

"অদ্য চতুর্দ্দশী তিথি সহচরী-সনে
মহেশ-মন্দিরে রাণী পুরাণের সু-কাহিনী
শ্রবণে নিমগ্ন রহে শান্তির জীবনে,
হেনকালে অপুত্রক-পাপী-নিমর্জ্জন
পুন্নাম-নরক-বাণী শ্রবণে, কম্পিতা রাণী
বিষাদ-বারিধি-নীরে হ'য়ে নিমগন,
উন্মনা, উৎকণ্ঠা-স্রোতে ঢেলে দিয়ে কায়
অমনি এ ধরাসনে বসেন বিষণ্ণ মনে,
অপ্রিয় বলিবে,-কার দ্বি-শির মাথায় ?"
তাম্বূল-করঙ্ক-করা চতুরা রমণী
কহি হেন গেলা দূরে তু'লে নৃপ অঙ্কে ধ'রে
বসায় পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে অঙ্ক-সুশোভিনী ;
কহিলা এ কার্য্য প্রিয়ে, বিধি-নিয়োজিত,
অপ্রতিবিধেয় কাজে কি হেতু সন্তাপে ম'জে
অযথা শোকের স্রোতে হ'লে বিচলিত ?
দৈব-দুর্ব্বিপাক-পঙ্কে অঙ্কিত প্রকৃতি,
কর্ম্মময় এ সংসার চিত্র মোহ-মদিরার,
জ্ঞানের বিমল ভাতি বিহীন সম্প্রতি ;
অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মানব মলিন
কর্ম্ম করি ফল-আশে মত্ত অহমিকা-বশে
হতাশ মানসে হয় ক্লেশের অধীন ;
বিধানিছে কর্ম্ম-ফল নিয়ত নিয়তি,
ফল-কাম-পরিহরি কর্ত্তব্য-মানসে করি
কর্ম্ম-ফল সমর্পিবে শ্রীপতির প্রতি ;—

দেব দ্বিজগণে সেবা কর অনিবার
সাধহ আতিথ্য-ব্রত, অন্ন-সত্র খোল শত
কর দীন-দুঃখী-তরে উন্মুক্ত ভাণ্ডার।
প্রতিষ্ঠিত কর বহু বেদ-বিদ্যালয়,
রোগীর শুশ্রূষা-তরে ধন-দানে অকাতরে
রাজ্যময় পীড়িতের দুঃখ কর লয়!
দৈহিক-দুষ্কৃতি-রাশি ক্রমে হ'লে লীন,
আপনিই ভব-পতি হবেন প্রসন্ন মতি
পূরাবে বাসনা সতি, ঘটিলে সুদিন।"
নৃপতি-আশ্বাস-ভাষে তুষ্টা রাজরাণী
আদেশিলা রাজ্য-মাঝে রাজ-নিরুপিত কাজে
দেশময় হ'ল ব্যাপ্ত সুকার্য্য-কাহিনী।
সে পুণ্যের মহা-ধ্বনি ধ্বনিলে গগনে
উল্লাসে নাচিল যত দিগঙ্গনাগণে!
বিজ্ঞাপিলে চন্দ্রলোকে এ পূত-বারতা,
বিদ্যাধরীবৃন্দ নৃত্য-সঙ্গীত-নিরতা,
চন্দ্রমা-বদনে ভাতে পূর্ণ-ইন্দু হাসি,
হরষে বর্ষিল পুষ্প-দিধীতির রাশি;
সে সুধাংশু-অংশু-বক্ষে আনন্দের ভরে
নাচিলা জলধি তুলি তরঙ্গের করে;
বেলা-প্রণয়িণী-কণ্ঠ করি আলিঙ্গন
অম্বুধি করিলা প্রেম-উচ্ছ্বাসে গর্জ্জন।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

সুর-বালা-সুধাহাসি ফুটে প্রতিবিম্ব রাশি
সুনীল-গগন-জলে,-তারা-কুমুদিনী,
কিম্বা মানবের যশঃ দিক্‌-দশ করি বশ
প্রদীপ্ত তারকা-রূপে মোহিল যামিনী।
বিমল গগন-গলে চন্দ্রমা-ভূষণ জ্বলে
যেন মাধবের গলে কৌস্তুভ-রতন,—
ঈর্ষায় আকুল মতি, অদর্শনে প্রাণ-পতি,
বিরহিনী সরোজিনী ঢাকিল বদন!
পুষ্প-গন্ধে আমোদিতা ফুল-সাজে সুসজ্জিতা
প্রকৃতি-সুন্দরী পরে তমো-নীলাম্বরী,—
ইন্দু-কর-অঙ্গ-রাগে রঞ্জে অঙ্গ অনুরাগে
গৌরাঙ্গিনী-অঙ্গ-সঙ্গী যেন নীল সারি!
রঞ্জিত সিন্দুর-বিন্দু যেন ভালে পূর্ণ-ইন্দু,
স্বেদ ঝরে পীনোন্নত পদ্ম-পয়োধরে,
রত্ন-মেখলার প্রায় দীপ-মালা শোভা পায়
পিক-কণ্ঠে সুধা-স্বর-লহরী কুহরে!
কিরণ স্ব-অঙ্গে মাখি কুঙ্কুমে প্রদানে ফাঁকি
কাদম্বিনী পাখী হেন বিচরে অম্বরে,
শশধরে অঙ্কে ধ'রে বদন চুম্বন ক'রে
কভু আধ-অঙ্গ তার আবরে অম্বরে।

কভু তায় পরিহরি অনুগামী সহচরী—
প্রতি বলে "অনুরূপ সাধিতে ইঙ্গিতে,"
পতিকে বালক-হেন স্নেহ করে দেখে যেন—
সরমে তারকা ঢাকে বদন চকিতে।
গত নিশি আদ্য যাম সুভ-লাভ মনস্কাম
রাজরাণী স্তুতি করে মহাকাল-মন্দিরে,
বিচিত্র দৈবের রঙ্গ নাচে বামা বাম অঙ্গ
বাম-তর দর্শনাঙ্গ সম তানে অধীরে ;
"সুপ্রসন্ন মহাকাল পাবে পুত্র মহীপাল"
সমীরণ যেন কর্ণে সঙ্গোপনে বর্ণিল,
মহিষী বিলাসবতী অন্ধা যেন দৃষ্টিবতী
বন্ধ্যা-দোষ যাবে ভাবি সুখ-গন্ধে মাতিল।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপর ন্যস্ত-অঙ্গ নৃপবর
রাণী-সন্মোহিনী-বাণী শুনি মগ্ন উল্লাসে,
বহিল আনন্দ-ধারা আবরি নয়ন-তারা
প্রেম-ভরে নতি করে ভব-দারা-সকাশে।
নিশীথে স্বপন-রঙ্গ করে নৃপ-দুঃখ ভঙ্গ
হেরে ইন্দু-সুধা-অঙ্গ মহিষীর আননে—
বিমল সু-স্নিগ্ধ করে চৌদিক উজ্জ্বল ক'রে—
প্রবেশিল সুশায়িনী প্রীতি-ফুল্ল বদনে!
চমকিত নরপতি সৌধ-শিরে দ্রুত-গতি
শায়িতা মোহিনী-পাশে স্বপ্ন-বাণী বর্ণিল,
সুশায়িনী রাজরাণী শ্রবণে অমিয়-বাণী
বামন চন্দ্রমা যেন নিজ-করে ধরিল!

শুভ নিশি জাগরণে বঞ্চিয়া নন্দিত মনে
উষাকাশে শুকনাসে করিলা আহ্বান
শুনি মন্ত্রী রাজ-বাণী— কহে "তুষ্টা ভব-রাণী—
নরমণি,—এ সকলি তার অনুষ্ঠান!
বিধি যবে অনুকূল অসম্ভব সুপ্রতুল,—
কি বিচিত্র নারিকেলে সলিল সঞ্চার;
সম্পাদ-সম্পদ-সনে আসে প্রেম-আলিঙ্গনে,
বিচিত্র বিলাসময়ী লীলা বিধাতার!
গত নিশি অন্তকালে স্বপন কুহক-জালে,
হেরিনু শয়নে সুপ্তা পত্নী-মনোরমা,
উৎসঙ্গ-প্রদেশে তার দেবী-মূর্ত্তি চমৎকার
বিকশিত পুণ্ডরীক অর্পে নিরুপমা,
হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ ঢালে সুধা-মকরন্দ,—
পূর্ণ-কলা সুখ-চন্দ্র হৃদাকাশে ভাসিল,
কহে শাস্ত্রকারগণ "এ সকল সু-লক্ষণ—
মঙ্গল-সূচক-রূপে ছায়া সঞ্চারিল!"
অমাত্যের স্বপ্ন-বাণী সুধাময় সে কাহিনী
স-সচিব ভূপ কহে মহিষীকে অন্দরে,
ক'রে নানা অঙ্গ, ভঙ্গ নৃপ করে রস-রঙ্গ
বিবসাঙ্গ প্রায় যেন,—সুখোচ্ছ্বাস-সঞ্চারে—"
শুনি রাণী কুতুকিনী যেন ফুল্ল সরোজিনী
সুহাসিনী তবু লাজে লুকায় বদন;
রাজেন্দ্র রহস্য-ভরে চারু চন্দ্রানন ধরে
আনন্দে উন্মুক্ত করে মুখ-আবরণ!

বহু হাস্য-পরিহাসে অমাত্য রাজার পাশে
বহুক্ষণ সমাদরে হ'য়ে আপ্যায়িত—
স্ব-পুরে পশিয়া যত কহে করি সুরঞ্জিত
মনোরমা হাস্য-মুখী আনত লজ্জিত।
ক্রমে দিন গত, তটিনীর স্রোত, রাজরাণী গর্ভবতী,
পাণ্ডুবর্ণকায় মাধুরী বিলায় রস-ভারে রসবতী!
যেন নীর-ভারে নীরদ-মাঝারে ফলিত বিমল শোভা;
স্বচ্ছ সরোজলে নীলোৎপলদলে যেমতি অমল আভা!
ফুটিলে মন্দার নন্দন কান্তার ভুলায় নয়ন-মন,—
বসন্তে প্রকৃতি ফলফুলে সতী যথা চারু-দরশন!
অলস শরীর উদ্গার গম্ভীর রসনায় উঠে জল,
রাজ-হংস-গতি অম্লে প্রীত-মতি শয়নে বাঞ্ছা প্রবল।
পুর-নারী যত সুখ-প্রণোদিত জিজ্ঞাসিলা সমাচার,—
এ শুভ-লক্ষণ ধরণী-রঞ্জন-হৃদে ঢালে সুধাধার!
আনন্দ-হিল্লোলে সুখ-কোলাহলে পূরিল এ রাজধানী,
কথান্তর লয় সদা রাজ্যময় আলোচিত এ কাহিনী।
আমোদের দিন পক্ষযুত-জিন সৌদামিনী হেন ধায়,
রাণী-অঙ্কাকাশে সুত-চন্দ্র হাসে মাধুরী-মাধুরী-প্রায়!
ধনী পুত্র-ধনে নৃপতি-আননে বিকাশে মুখের ছটা,
মহোৎসবময় হ'ল রাজালয় অনন্ত আনন্দ-ঘটা!
কেহ নাচে গায় কেহ বা বাজায় কেহ দেয় করতালি,
নাহি ভেদাভেদ, মর্য্যাদা-প্রভেদ, কুটিল মানের কালী;
গীত-মন্ত্রী-দল উৎসাহে প্রবল বাদ্যোদ্যমে পূরে পুরী;
ক্রমে মুখরিত করি জন-স্রোত ভাসাইল এ নগরী!

বন্দী কারামুক্ত, দ্বিজ দৈন্যমুক্ত কুমারে আশিস করে,
মন্ত্রী "শুকনাস" করে দুঃখ-নাশ বিনয়ে অমিয় স্বরে।
অন্নবস্ত্র-দানে করুণা-কৃপাণে দীনতা-দানবে নাশে,
সু-যশ-মালিকা অর্দ্ধ-চন্দ্র-রেখা মানস-অম্বরে ভাসে।
দৈবজ্ঞ-মন্ত্রণে "চন্দ্র-নিকেতনে" "আনন্দ-লক্ষণ-ক্ষণে"
নৃপ মন্ত্রী সনে সুত-চন্দ্রাননে দর্শনে কৃতার্থ গণে;
যেন প্রাংশু করে বামনে বা ধরে অন্ধ-ভাগ্যে দরশন;
ছল-ছল আঁখি মনে দিয়ে ফাঁকি করে দৃষ্টি আকর্ষণ।
নানা পুষ্প-ধন অঙ্গজ ভূষণ চ্যুত-ফুলে মধু-প্রীতি—
তেমতি নন্দন তোষে নৃপ-মন তুচ্ছগণে রত্ন-স্ফীতি!
অমাত্য প্রধান করি প্রণিধান-নিরখি সে রাজ-সুতে
কহে মহারাজে "শিশু-অঙ্গেরাজে রাজ-চিহ্ন মহীপতে!
শঙ্খ-চক্র-রেখা করতলে আঁকা, পতাকা চরণ-তলে,—
প্রশান্ত ললাটে, লোল দেহপাটে সৌভাগ্য বেড়ায় ছলে,
এ রাজ-নন্দন ধরণী-রঞ্জন যেন কোন দিব-বাসী,
শাপ-সংপীড়নে মরত-ভুবনে লীলা-ছলে জন্মে আসি!
এহেন সময়ে-'মঙ্গল' বিনয়ে কহে নমি—"নরপতি,
গত কতক্ষণ প্রসবে নন্দন মন্ত্রী-মনোরমা সতী"!
বহুরত্ন-দানে প্রীতি-সম্প্রদানে তুষিলা রাজেন্দ্র তারে,
সচিব সংহতি করিলেন গতি ভাসি সুখে পারাবারে
শুনি হেন বাণী পুরন্ধ্রী-রমণী আরম্ভিল হুলুধ্বনি!
"জয় জয়" রবে মঙ্গল আরাবে পরিপূর্ণ উজ্জয়িনী!
হেন মতে দিবা রাতি, আনন্দ উৎসবে মাতি
নগরী করিল যেন বধির শ্রবণ;—

অন্নাসন, নিষ্ক্রামন, ক্রমে হ'ল সম্পাদন

"চন্দ্রাপীড়" পঞ্চ বর্ষে করে পদার্পণ।

সু-দক্ষ শিক্ষক-করে মন্ত্রী সুত সে কুমারে

অর্পে রচি শিপ্রা-তীরে চারু বিদ্যালয়,

ক্রমশঃ বয়স-সনে ক্রমে বৃদ্ধি বুদ্ধি-গুণে

সু-শিক্ষিত রাজ সুত-অমাত্য-তনয়,

যেন বিদ্যা-মন্দাকিনী শত মুখে স্রোতস্বিনী

আপ্লুত করিলা দ্রুত বালক যুগল ;—

শিক্ষক-ভাণ্ডার শূন্য বিদ্যা-দানে করি গণ্য

বহিল হৃদয়ে সুখ-প্রবাহ প্রবল।

সু-বসন্তে বসুন্ধরা ফলপুষ্পে মনোহরা

কুমার যৌবনে কান্তি লভিলা তেমন—

যেমতি শারদাকাশে যবে পূর্ণ চন্দ্র হাসে

উপমান-উপমেয় কৃতার্থ যেমন।

ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল অতি ক্ষত্র বলে মহীপতি

জানি প্রকৃতির রীতি যেন অনুপম—

যেমনি মন্দার, মাল্য জ্ঞান, বাসে সমতুল্য

যুবা-দ্বয় মধ্যে বিপ্র সমরে অধম !

উভয়ে সখ্যতা-বশে নিমগ্ন প্রীতির রসে

একত্র নিবাস, পান, ভোজন, শয়ন ;—

অনুরূপ জ্ঞানরাশি, সৃজিলা বিধাতা হাসি—

এক বৃন্তে বিকসিত কুসুম যেমন !

যত অধ্যাপকগণ নরনাথে নিবেদন

করিলা হরষে হেন শুভ সমাচার,

"নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ অতি গুণ-জ্ঞানে মহামতী—
চন্দ্রাপীড়-অধ্যাপনে নাহি অধিকার!"
শ্রবণে রাজেন্দ্র-মনে সুধা-মেঘ বরিষণে
অভিষিক্ত হ'ল গণে সার্থক জীবন;—
সু-যোগ্য শিক্ষকগণে বিবিধ রতন, ধনে
বিদায় করিল মানে মানস রঞ্জন।
মহোৎসব-আয়োজন সুত-ভবনাগমন
আরম্ভিল অনুচর অতিদ্রুত সাধিতে,
সু-রঙ্গে সচিব-সঙ্গে নৃপ পুলকিত অঙ্গে
অন্তঃপুরে দ্রুত গেলা মহিষীকে বর্ণিতে;
মুহুর্মুহু জয়-ধ্বনি বাদ্য-নাদ-প্রতিধ্বনি,
দিঙ্মণ্ডল হ'ল ব্যাপ্ত,-নাগরিক কম্পিত,
পতি-বক্ষে সুনিদ্রিতা কম্পকায় সচকিতা
যুবতী-মৃণাল-ভূজে পতি-কণ্ঠ জড়িত!
বালক-বালিকাগণ সভয়ে ক্রন্দনে মন
ব্যস্ত নেত্রে উঠে সতী ক'রে ক্রোড়ে সান্ত্বনা;
নিদ্রাদেবী ভয়ে ভীতা পলাইলা প্রকম্পিতা
উজ্জয়িনী ছাড়ি যেন নিশান্তে এ যন্ত্রণা।

চতুর্থ-সর্গ-সমাপ্ত

পঞ্চম সর্গ

তারকা-মালিনী মধুর যামিনী
ইন্দু-বিলাসিনী কুহক-ছলে
মত্ত জাগরণে মানস-রঞ্জনে—
নিরখি শয়নে গগন-ত'লে
ত্যজিলে অবনী ঊষা-সুহাসিনী
সুধা-বিধায়িনী বদন-ছটা—
পূরব গগনে নবীন ভূষণে
রঞ্জিলা মধুর লাবণ্য-ঘটা।
দিগঙ্গনা-ধ্বনি মোহিল ধরণী—
পঞ্চম-ঝঙ্কারে কোকিল-তানে,
নাচিল খঞ্জন, বৈতালিক গণ
মাতায় ভুবন ললিত-গানে।
কুঞ্জে পুঞ্জ-ফুলে ভুঞ্জে অলিদলে
রঞ্জন গুঞ্জিত প্রণয়-তান,
মত্ত ভৃঙ্গ-রসে অন্তর-আবেশে
স'পিলা কুসুম যৌবন-প্রাণ।

শিপ্রা-নীরে স্নাত কমল-সঙ্গত
পদ্ম-গন্ধ-অঙ্গে উষা-সমীরণ
নগরে বিহরে প্রতি ঘরে-ঘরে
শ্রবণে বিতরে মরাল-কূজন।
পর্য্যঙ্ক-উপর মুক্ত-পয়োধর
সুষুপ্তি-কাতর অঙ্গনাগণ—
শিহরে অমনি পঞ্চ-শর গণি—
প্রণয়িনী পতি করে আলিঙ্গন
অম্বরে অনঙ্গ রম্য স্থান ভঙ্গ
প্রণয়-তরঙ্গে করিলে বালা—
নির্ব্বাপিলে বাতি কঙ্কনের ভাতি
হীরক উজলে দ্বিগুণ জ্বালা।
চন্দ্রকান্তমণি গলিত যেমনি
চন্দ্র-করে চন্দ্র-বদনে জল
নিশার উৎসবে শ্রান্ত কান্তা যবে
মেঘ-মুক্ত যেন ইন্দু-সুবিমল!

পাতালে নলিনী-প্রেমে দিনমণি ত্রিযামা যামিনী যাপিয়া সুখে—
গবাক্ষ-ভিতরে নিরখি অন্তরে চমকে,"নীহার কমল-মুখে"
আলু-থালু কেশ বিগলিত বেশ অম্বর সম্বরে সরমে বালা
অনিচ্ছায় পতি ত্যজিলা যুবতী অরুণ-কিরণ বাড়ায় জ্বালা।
রঞ্জিত বসন রক্তিম নয়ন যামিনী-সম্ভোগে স্ফুরিত বুক ;—
সে ভাব নিরখি বাঁকাইয়া আঁখি ননন্দা অম্বরে আবরে মুখ।
সিন্দুরে রঞ্জিনী মুখ-সরোজিনী "পিউধ্বনি"-ছলে পাপিয়া হাসে,
পিক করে'কুহু' আহা উহু-উহু "চোকগেল" পাখী রহস্যে ভাষে,

সরমে বিনত হেরি মুখ নত "বউ কথা কও" বিহগ গায় ;
লজ্জিতা রমণী পালায় অমনি সরোবর-নীরে ডুবায় কায়।
এ হেন সময় "নৃপতি-তনয় আনন্দ-তরঙ্গ-প্লাবনে—
ভাসাবে এ পুরী রূপের মাধুরী মোহিবে অচিরে ভবনে,"
হেন শুভ-ধ্বনি ব্যাপিল অমনি কোলাহল ফুল্ল বদনে,—
গায় কলরবে বিহঙ্গম সবে সুমঙ্গল-গীতি গগনে।

হয়-হস্তী-আদি রম্য অসংখ্য বাহন—
নানা দিক দেশাগত, আগত নৃপতি কত,
পঙ্গপালে আবরিল নগরী যেমন !
শিষ্টাচারে তুষ্ট করি নরপতি সবে,
সমাগত জন-সঙ্গে "বলাহক" মনোরঙ্গে
চতুরঙ্গে সাজে অতি বিচিত্র বৈভবে !
ইন্দ্রায়ুধ-তুরঙ্গম কুমার-বাহন
দিব্য সাজে সুশোভিত পুষ্প-মাল্যে অলঙ্কৃত
ইন্দ্র-তরে উচ্চৈশ্রবা সজ্জিত যেমন !
সেনাপতি-সহ কত নৃপতি সদলে'—
শ্রেণী-বদ্ধ জন-স্রোত ধরা-অঙ্ক প্রকম্পিত
উপনীত বিদ্যালয়ে মহা কুতূহলে !
সেনাপতি বিজ্ঞাপিল রাজ-অনুমতি,—
"মোদের সৌভাগ্য-ফলে সুশোভিত জ্ঞান-ফলে ;—
স্ব-পুরে কুমার আজি কর শুভ-গতি।
অনুগত কিঙ্করের শুন নিবেদন
উজ্জয়িনী-সিংহাসনে, আরোহণে সুশাসনে
পৈত্রিক মর্য্যাদা-কীর্ত্তি কর সংরক্ষণ !

পালিবে পিতার সম অনুচর যত,
সুতস্নেহ-পরকাশে বাঁধিবে মমতা-পাশে
করুণা-আমিয় ঢালি প্রজায় নিয়ত
মহামান্য অনুগত ভূপতি সকলে—
হেরিবে বন্ধুর মত, শিষ্টাচারে অবিরত ;
দর্শাবে শিক্ষার গুণ এ মহীমণ্ডলে”।
এত বলি বলাহক নমিলে চরণ,—
অতীব প্রসন্ন মতি সুভাষে তুষিয়া অতি—
সংবর্দ্ধনা করিলেন নৃপতি-নন্দন !
গভীর আনন্দ-ধ্বনি ধ্বনিল গগন,
সেনাপতি-অভিপ্রায়ে সঙ্কেতে পুলক কায়ে
সৈন্য-শ্রেণী তরবারি করে উত্তোলন !
দ্বারে হেরি ইন্দ্রায়ুধ ঘোটক-প্রধান
কৌতুকে কুমার বলে হেরি নাই কোন কালে
এ হেন সুন্দর বাজী নাগেন্দ্র-সমান।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রাজ-সেনাপতি—
“সিন্ধু এর জন্মস্থান, মহারাজে করে দান
লভিবারে অনুকম্পা পারস্যাধিপতি !
নরনাথ জ্ঞান-গুণে যেন রত্নাকর
ঘোটক-সৌভাগ্য-বশে এসেছে পিতার পাশে
গম্ভীর, উদার জানি যেন ক্ষীরধর।”
ফুল্লাননে করি নতি তুরঙ্গ-উপর—
আরোহিলে চন্দ্রাপীড় অশ্ব-নেত্রে প্রীতি-নীর
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যেন দেব-পুরন্দর !

অমনি বাজিল ভেরী, শঙ্খ অগণিত
বাজি-নাদে তূর্য্যধ্বনি নভো নাদে প্রতিধ্বনি,
গভীর বিজয়-রবে প্রদেশ কম্পিত !
ভীমনাদে সৈন্যবৃন্দ গর্জ্জিল ভীষণ—
তীক্ষ্ণ তরবারি-পাকে বিজলী উজলে ঝাঁকে,—
মন্ত্রি-সুত বাম-পার্শ্বে নয়ন-রঞ্জন,—
দক্ষিণে সমর-সাজে রাজ-সেনাপতি,
রাজসূয়-যজ্ঞ-স্থলে ভীমার্জ্জুন-মধ্যস্থলে
কুমার শোভিল যেন ধর্ম্ম-নরপতি।
মহোল্লাসে কুমারের পুর-আগমন —
দরশনে সমাকুল ধাবিত কামিনী-কুল
বিমুক্ত কুন্তল-কারু উন্মুক্ত ভূষণ,
নেত্র-ভঙ্গী-ভ্রূ-বিলাস-অভ্যাস-বিহনে—
অন্তর-সারল্য-আভা বদনে বিকাশে বিভা,
বিমল হৃদয়ানন্দ বিস্মিত নয়নে !
নিতম্ব ত্যজিয়া নিম্নে মেখলা আকুল,—
কুচ ত্যজি হেম-হার সঙ্কোচ বিকাশে তার
মুখ-চন্দ্রে ঢাকে মেঘ-কুণ্ডল ব্যাকুল !
ধাবনে-পবনোন্মুক্ত বিচিত্র বসন—
পীনোন্নত পয়োধরে সরমে বর্জ্জন ক'রে
প্রকাশিছে রস-হীন স্থবির-লক্ষণ !
কোন বামা অসম্পূর্ণ কবরী বন্ধনে—
আগতা জন্মায় হাসি কেশ-পাশ-মুখে আসি
তুরঙ্গিনী ছোটে যেন মুখস-বদনে !

গবাক্ষ-গগনে শোভে তারকা-অঙ্গনা,
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে ব'সে হেরি দৃশ্য অনিমেষে
মোহিতা কুসুম-শরে কহে সুলোচনা,—
"কে বলে সুষমা-রাশি শারদ-চন্দ্রমা ?
সতত কলঙ্কময় কুমারের পদে রয়
আহা মরি ! নাহি হেরি সুযোগ্য উপমা !
ধন্য, সে রমণী ধন্য,—মজে যার রূপে,—
শুভাঙ্গ অনঙ্গ যারে, সু-অঙ্গ প্রণয়-হারে,
সাজাইবে মরি ! মগ্ন হ'য়ে প্রেম-কূপে" !
অপরা কহিছে,—"সখি কেন উচাটন ?—
যোগ্য-পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুধু দেব-ভোগ্য,
ভেকের লালসা-রসে বাড়ায়ঃক্রন্দন— !
রত্ন-হার শোভে সুধু মহিষী-গলায়,
অসিত নিশীথে সতি, বিকাশে কৌশিক-ভাতি,
ব্যাধাঙ্গনা ফুল্লমনা পুঁতির মালায় ;
পরম লাবণ্যময় যেমতি কুমার,—
লভিবে সে অর্দ্ধাঙ্গিনী, তিলোত্তমা রূপে যিনি,
বামনের করে ঘটে চন্দ্রমা কি আর ?
যা লভেছ ভাগ্য-ফলে সুখী থাক তায়,—
নহে গিয়ে নিকেতনে, প্রশ্ন কর দরপণে,—
সে নিপুণ মোর চেয়ে,—তর্ক-মীমাংসায় ।"
সালঙ্কার বাক্য-বাণে কুপিল রমণী—
মুখ-ভঙ্গী সৃষ্টি-ছাড়া, অরুণ নয়ন-তারা,
"হাত-নাড়া, পদ-ঝাড়া", দন্ত-বিকাশিনী,

ধাইলা বিকটা,—ভূমে অঞ্চল লোটায়,
হাসি কহে প্রমোদিনী, "কেন এত বিষাদিনী,
ও বদনে কোটি চন্দ্র মাধুরী বিলায়,
নহি দোষী আমি সখি, দোষ এ আঁখির,
হেরে পেচকার ছবি, বর্ণিতে অশক্ত কবি
তমসা-রঞ্জিনী-কান্তি,—অদৃশ্য রবির !"
উঠিল কোন্দল ধ্বনি কাঁপায়ে ভবন,—
নারদের সহচরী দ্বন্দ্ব-রঙ্গে অবতরি —
সভ্যতার উচ্চ সীমা করে প্রদর্শন !
নগরীর রম্য শোভা করি নিরীক্ষণ—
ক্রমে রাজ-নিকেতনে উপনীত ফুল্ল মনে
পুর-নারী-সন্নিধানে নৃপতি-নন্দন !
নিরখি রমণী-বৃন্দ করে হুলুধ্বনি—
দাঁড়া'য়ে প্রাসাদ-শিরে লাজ-পুঞ্জ, পুষ্প-নীরে—
বরষে হরষে শিরে কত সুহাসিনী !
কণক-কদলী-তরু শোভে দ্বার-পাশে,
পূর্ণ-কুম্ভ-শ্রেণী কত সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত
সারি-সারি "জয়-ধ্বজা উড়িছে উল্লাসে।
সু-সজ্জিতা নৃপ-দত্ত বসন-ভূষণে—
সুবর্ণ কলসী-কক্ষে দাঁড়ায়ে উন্নত বক্ষে
বার-বিলাসিনী,—"কাম-কটাক্ষ-অঞ্জনে।"
বলাহক অগ্রগামী প্রদর্শক রূপে,—
মন্ত্রি-সুত ভুজ-ধারী কুমার প্রবেশে পুরী
চারুতায় যুবা মগ্ন বিস্ময়ের কূপে।

রম্য পুরী-মধ্য-খণ্ড তুল্য মনোরম
সম্মুখে কৃত্রিম শৈল জল-যন্ত্র-ছলে—
ইন্দ্র-ধনু নির্ঝরিণী-উৎসে অনুপম
সরোনীরে সরোজিনী চুম্বিত মরালে
মরকত-শিলাময় সোপান সুন্দর,—
নীল-কান্তি উদ্ভাসিত হরিত তোরণ,
সু-বিকচ কাঞ্চনাভ কমল-নিকর,—
নানা বর্ণ মীন জলে,—রঞ্জিত জীবন।
কলা মাত্র কলানিধি যেমতি মলিন,—
ক্ষীণ জ্যোতিঃ মানহীন বিরস বদন,—
বিরহিনী কুমুদিনী তেমতি শ্রী-হীন,—
যৌবনের অবসানে পীনাঙ্গ যেমন !

তীরে উপবন-মাঝে মৃগ-শিশুগণ
কুরঙ্গিনী-আশে-পাশে সু-রঙ্গে বেড়ায়
কনক-কদলী-পত্র-সঘন-কম্পন
রবি-করে ;—সৌদামিনী-মাধুরী খেলায় !
হেম-দণ্ড স্ফটিকের ফলক-অন্বিত
স-পেখম তদুপরি শিখীর সিঞ্জন
মসৃণ শিলায় মূল-বেদী সুমণ্ডিত
রঞ্জিত রঞ্জিম-রাগে চারু কুঞ্জবন !
অনন্তর নৃপতির বিলাস-ভবন
স্ফটিকের শৈল যেন গগন-চুম্বনে,
বলভী-আশ্রয়ে দোলে রত্ন-মণিগণ,
প্রভায় তারকা-অঙ্কে অঞ্জন-অঙ্কনে !

গৃহ-অভ্যন্তরে নানা চিত্র মনোহর,—
সুবাসিত ফুল-হার দেউলের গায়,
ঊর্দ্ধভাগে রত্নোজ্জ্বল চাঁদোয়া সুন্দর
আলোদানে রত্ন-কান্তি নয়ন ভুলায়।
খচিত প্রবাল-মণি-মানিকের ঝার—
তুলিছে সুষমারাশি নেত্র ঝলসিয়া,
মর্ম্মর-মণ্ডিত কত গৃহ-সজ্জ আর
নৃপতি-দর্শন শিল্পে রাখে আকর্ষিয়া;
রাজ-কক্ষে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক-উপর,—
দুগ্ধ-ফেননিভ চারু কোমল শয্যায়—
উপবিষ্ট নরনাথ উৎসুক অন্তর,
পন্থা-নিপতিত-নেত্র,—সুত-প্রতীক্ষায়!
চন্দ্রাপীড়-আগমনে পুরবালাগণ—
উল্লাসে করিলা যবে ঘন হুলু-ধ্বনি,
স্নেহের প্রাবল্যে নৃপ হ'লে, উচাটন
প্রতিহারী "আগমন" বর্ণিল অমনি!
পশিয়া কুমার কক্ষে ভকতি-চন্দনে—
রঞ্জিলা নৃপেন্দ্রে,— করি চরণ-ধারণ,—
প্রেমাশ্রু-পূর্ণিত নেত্রে গাঢ় আলিঙ্গনে
বক্ষে ধরি নরপতি জুড়ায় জীবন!
স্নেহ-বশে মন্ত্রি-সুতে করি আলিঙ্গনে,
বাৎসল্য-উচ্ছ্বাসে নৃপ ভুলে বসুমতী,
অনিমেষ নেত্রে হেরে উভয়-বদন,
ধন্য বিধি যে রচিল স্নেহের মূরতি!

নৃপতি-আদেশ-লভি জননী-সদনে,
কুমার মিত্রের সনে হ'য়ে উপনীত
ভক্তি-বশে প্রণমিলে রাতুল চরণে,—
মহিষী পুলকে-নীরে হ'ল নিমজ্জিত!
নন্দন-রঞ্জিত-অঙ্ক শশাঙ্ক-বদনা
কহে "জ্ঞান-প্রভাকর-কর-সমুজ্জ্বল-
হেরি বৎস,—মুখ-পদ্ম সফল বাসনা,—
সিঞ্চিবে অমিয়,-বধু-মুখ-পরিমল!
শত রাজ্য-লাভে ছার আনন্দ সঞ্চার,
আজি আমি ভাগ্যবতী ইন্দ্রানী যেমন,
লভিনু জয়ন্ত-সম সুত জ্ঞানাধার
সুধন্য জঠর মম, সার্থক জীবন!
সুধা-মাখা মাতৃ-নাম পুণ্য উচ্চারণ
ভুলে গেছি বহুদিন চির বাঞ্ছা মনে
জ্ঞান-বৃদ্ধ চন্দ্রাপীড়,—জনক যেমন—
সাজিবি জননী-রূপা বধু-সম্মিলনে।
লাজ-অঙ্ক-মুখ-চন্দ্র সঘন চুম্বনে
ভাসিলা বিলাসবতী মহানন্দ-নীরে,
শির-ঘ্রাণ, স্নেহ-মাখা প্রীতি-সম্ভাষণ,—
সিঞ্চিলা অমৃত-ধার মন্ত্রি-সুত-শিরে;
সুধায় "বৈশম্পায়নে বহু ভাগ্য-ফলে
লভিনু বাঞ্ছিত যোগ্য যুগল রতন
মনোরমা ভগ্নী-সমা দ্বি-মুরতি ছলে,—
এক প্রাণ,—তুমি তার প্রাণের নন্দন,

অকপটে অসঙ্কোচে সহোদর-সম
উভয়ে করিবে পাশে সম-আবদার,
হেরিলে বৈষম্য-ভাব বিমাতা-উপম
বিষাদ-দহনে হৃদি দহিবে আমার” !
এত বলি নিরবিলে মহিষী তখন,—
হরষে অমাত্য-সুত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে—
বিনয়ে তুষিলা অতি মহিষীর মন ;
উভয়ে সুভাষে তোষে পুরন্ধ্রী স্বগণে !
কুমার জননী-পাশে লভিয়া বিদায়,
সন্তোষিলা বহির্দ্দেশে অনুচরগণে,—
মন্ত্রি-সুত-সহ অতি পুলকিত কায়
দ্রুত-পদে উপনীত অমাত্য-ভবনে,—
নিরখিলা রাজোচিত মন্ত্রীর আলয়,—
সভা-মঞ্চ করে আলো অমাত্য-প্রধান,
শৈলেন্দ্র-সমাজে যেন রাজে হিমালয়,—
চৌদিক বেষ্টিত যত নৃপ-ম্রিয়মান !
হেন কালে চন্দ্রাপীড় তথা উপনীত—
দাঁড়াইলা সভ্যবৃন্দ অতি সসম্ভ্রমে,—
কুমার বিনয়ে তুষি, মানে নৃপোচিত
সম্বর্দ্ধনা করিলেন যত নরোত্তমে !
ভকতি-কুসুমে পূজি অমাত্য-চরণ—
উভয়ে হইলা যবে প্রীতি-প্রমোদিত,—
শুকনাস যুগপৎ করি আলিঙ্গন—
তুষিলা অমিয়-ভাষে স্নেহ-সম্বলিত,—

"আজ চন্দ্রাপীড়, তোমা কৃত-বিদ্য হেরে
মিলিল অন্ধের যেন যুগল নয়ন,
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত যত সুকৃতি-লহরী
অমিয়-সিঞ্চনে করে কৃতার্থ জীবন!
বহু পুণ্য-ফলে তুমি সুযোগ্য নন্দন—
জন্মিলে পরম যোগ্য নৃপতির ঘরে,
পতিভাবে যে করিবে চরণ-বন্দন
পরমা সৌভাগ্যবতী সেই বসুন্ধরে!
ভূভার-বহন-তরে যথা ভগবান—
অবতীর্ণ ভব-ধামে ধরা ভাগ্যফলে,—
তেমতি তুমিও সাধ দেশের কল্যাণ,—
পুণ্যময় রাজনীতি দর্শা'য়ে ভূতলে।
বৃদ্ধ-মন্ত্রী করি স্নেহে মস্তকে চুম্বন—
বসাইলা অঙ্কোপরি নন্দনের প্রায়,—
অনন্তর সুতে করি স্নেহ-সম্ভাষণ—
অতুল আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়!
কুমার নমিয়া মানে মন্ত্রীর চরণে—
সম্ভাষিয়া যথা-যোগ্য রাজন্ত-মণ্ডলী—
উপনীত মনোরমা-চরণ-সদনে,
বন্দিলা জননী-সম করি কৃতাঞ্জলি!
সুতাধিক স্নেহ-বারি করি বরিষণ—
তুষিলা আশীষে শত, মন্ত্রী-মনোরমা,—
সুত অঙ্কে করি রমা আনন্দে মগন,
মাতৃ-স্নেহ ধরা-ধামে অযোগ্য উপমা!

বহুক্ষণ মণিপুরে ক'রে অবস্থান,
নিরখি গগনে বেলা দ্বিতীয় প্রহর,,
স্নানার্থে কুমার পুরে করিলা পয়ান
নির্ব্বাচিত "শ্রীমণ্ডপে" হরষ অন্তর।
ক্রমে বেলা অবসান,-সায়াহ্ন আগত,
দিঙ্মণ্ডল ধরে কান্তি লোহিত বরণ
রঞ্জিত গগনে শোভে চক্রবাক যত,
বিটপি ধরিলা শিরে কণক-ভূষণ।
"নীচ পদে মানীজন নহে অভিলাষী,
যদি বা সে বিধি-চক্রে সঙ্কট-সঙ্কুল,"
বিজ্ঞাপিতে হেন নীতি কমল-বিলাসী
অন্তকালে আরোহিলা উচ্চ শৈলকুল!
সূর্য্য-সিংহ অস্তাচলে অন্তিম সময়,
তমঃ-দণ্ডী চির-রিপু, করি আস্ফালন,
জগত করিলা নিজ-আয়ত্ত -বিজয়,
মানবের ভাগ্য-চক্রে হেন আবর্ত্তন।
বিচ্ছেদে অধৈর্য্য অতি হ'য়ে কমলিনী
অলিরূপ অশ্রুজল করে বিসর্জ্জন
সখেদে মুদিলা আঁখি ম্লান বিরহিণী
ঈর্ষা-ভরে কুমুদিনী প্রফুল্ল বদন।
চন্দ্রাপীড় দীর্ঘ কাল জননী-সদনে
যাপিয়া,-তৎপরে তৃপ্ত করিলা নৃপতি,
প্রত্যাগত পুনঃ সেই বিশ্রাম ভবনে,—
অতুলিত পিতৃভক্তি আদর্শ-মূরতি।

পঞ্চম-সর্গ-সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

তরুণ তপন রক্তিম নয়ন
নীহার-আসার কমলে—
তমঃ-অরি ভরা হেরিয়া এ ধরা
কুপিত প্রকোপ-অনলে,—
সুবর্ণ-শলাকা— তাড়নে তারকা
বিলুণ্ঠিত কায় সদলে—
গগন-অঙ্গন স্খলিত যেমন
ডুবিল সুনীল অতলে !
সখি-দুঃখে দুঃখী মগ্ন অশ্রুমুখী
কুমুদিনী শোক-জীবনে ;
বিটপি-নিকরে হেম ময় করে
রঞ্জিত কনক-ভূষণে ।
ভ্রমর-গুঞ্জন তানপুরা-স্বন
গুঞ্জিল কামিনী-কাননে
মানস-মোহিনী সাজে ফুল-রাণী
মুকুতা-রঞ্জিত বসনে !

গন্ধামোদে অন্ধ গন্ধবহ মন্দ অরবিন্দ-হিম চুম্বনে
করে বিনিময় স্ব-তাপ-নিচয় সুহাসি সরোজ-বদনে!
প্রণয়ের দান করি অভিমান বিলাইতে চারু নগরে—
যাচে জনে-জনে গাঢ় আকিঞ্চনে সমীর সরস অন্তরে!
এহেন সময় রাজার আলয় কোলাহল-ফুল্ল আননে—
কহে সুকুমার নরেন্দ্র-কুমার—"মৃগয়া গমন কাননে"!
চলে গজ-বাজী, নানা সাজে সাজি, সু-মিত্র সু-বেশ-ভূষণে,—
ধরণী-রঞ্জন নরপতিগণ রঞ্জিত মৃগয়া অঙ্কনে!
নানা অস্ত্রধারী মৃগায়ূর সারি হিংস্র সারমেয় চীৎকারে,—
গরজনে সাদী নিনাদে নিসাদী পদাতিক-গুণ-টঙ্কারে
উর্জ্জ তূর্য্য-ধ্বনি নভঃ-প্রতিধ্বনি গর্জ্জনে সৈনিক সদলে,
কাঁপিলা মেদিনী শুনি ঘোর ধ্বনি মীন পশে ভয়ে অতলে,
কুমার কাননে পূর্ণ শরাসনে পশিয়া হেরিলা নয়নে—
গিরি-গুহা-মাঝে নির্ভয়ে বিরাজে মৃগেন্দ্র নৃপেন্দ্র গঞ্জনে।
ভীষণ শার্দ্দুল বধে মৃগকুল আক্রমিয়া ঘোর গর্জ্জনে,
বরাহ-নিকর বেগে তীব্রতর ধাবিত দশন—কর্ষণে।
বন্য করিদল প্রমত্ত প্রবল দলিছে কদলী-কাননে
নক্ষত্রের প্রায় শশকুল ধায় শঙ্কিত চরণ-দলনে!
আরক্তিম আঁখি মহিষ নিরখি নির্ভীক-হৃদয় কম্পিত,—
ভল্লুক গণ্ডার ভীতির ভাণ্ডার গর্জ্জনে আতঙ্ক গর্জ্জিত!
নাভি-গন্ধ-ভরা মৃগী মনোহরা সৌরভ-মদিরা পবনে,—
দেবদারু চয়-ঘর্ষণে উদয় হুতাশন-শিখা গগনে।
ফাটে কাষ্ঠ-খণ্ড গ্রন্থিল প্রচণ্ড বিমানে উল্কার আকর,—
সে অনলে পুচ্ছ ভস্মশেষ গুচ্ছ চমরী-গৌরব অঙ্গার!

ঝরে ঝর্-ঝর্ নির্ঝর-নিকর শিলাঘাতে নীর উত্থিত—
ভেবে যেন হায় উর্দ্ধমুখে ধায় "বসুধা কলুষ-স্পর্শিত" !
দাবানল-তপ্ত কাল-দস্তে গুপ্ত পতিত নাগিনী সে জলে,—
নিরখিলে মন কাঁপে ঘন ঘন নীর-অঙ্গ-সঙ্গ গরলে !
এহেন বিপুল সঙ্কট-সঙ্কুল ভয়াবহ ঘোর কাননে,—
আতঙ্ক রহিত, করে প্রকম্পিত রাজ-সুত বাণ-তাড়নে ;
বধে শত শত হিংস্র পুঞ্জীকৃত জীবিত কুরঙ্গ-নিকরে—
ক্ষিপ্র-আরোহণে লতিকা- বন্ধনে বাঁধিলা কৌতুক-অন্তরে !
উড্ডীন বিহঙ্গ কত সঙ্গ-ভঙ্গ বিকলাঙ্গ চুম্বে ধরণী,
কুমারের বাণে কি মোহিনী জানে ভেবে সবে ভুলে অবনী

অদম্য উদ্যমে মৃগয়ার শ্রমে কুমার স্বেদাক্ত শরীরে—
ফুল-রেণু সঙ্গ "অঙ্গ-রাগ"-রঙ্গ রঞ্জিত প্রবাহ রুধিরে।
ফেন-পুঞ্জ মুখে "ইন্দ্রায়ুধ"-দুঃখে শ্রমে শ্রান্ত নৃপ-মণ্ডলী,
স্বকর রচিত পর্ণ-ছত্র শত কুমার-প্রীতির অঞ্জলি।
সৌজন্যের ধারা সুধা-উৎস-ছড়া, সিঞ্চিল মৃগয়া-রঞ্জনে
করি জয়-ধ্বনি কাঁপায় অবনী সবে বদ্ধ প্রেম-বন্ধনে !

মৃগয়ান্তে রাজ-সুত রাজ-পুরে উপনীত
রাজধানী পূর্ণ গুণ-গানে
রাজা-রাণী সে বারতা সৌজন্য অমায়িকতা
শ্রবণে অমিয় ঢালে প্রাণে।
অপার দুঃখের পরে বামনের চন্দ্র করে
আশাতীত এ-যশঃ-কাহিনী,
বহে নেত্রে প্রেম-জল দর দর অবিরল
হৃদে নাচে প্রীতি-মন্দাকিনী।

সুখে গেল নিশি, দিন, আঁধার হইলে লীন
পশে উষা অরুণ নয়নে—
প্রভাতিক সমীরণ ফুল-রাণী তোষে মন
চন্দ্রাপীড় বিহরে উদ্যানে।
এ হেন সময়ে শুনি দূরে অলঙ্কার-ধ্বনি
রাজ সুত চিত চমকিত ;—
কৈলাস-কঞ্চুকী-সঙ্গে ভুবন-মোহিনী রঙ্গে
দিব্যাঙ্গনা ভুষণ-ভূষিত।
কুমার নিরখি মনে অবনত দুনয়নে—
চিন্তিলা এ ত্রিদিব ললনা
রম্ভা কি উর্ব্বশী হবে ত্যজে কিবা মনোভবে
ভবে এল মদন-অঙ্গনা !
কিবা রূপ আহা মরি, আঁকিলা তুলিকা ধরি
বিধাতা কি কল্পনা নয়নে ?
স্বকরে গড়িলে ভুল হ'তে পারে অপ্রতুল,
স্বরগের লাবণ্য-রঞ্জনে !
চতুর কঞ্চুকী ছলে ঈষৎ হাসিয়া বলে—
"শুন, প্রভো, মহিষী—আদেশ,
কুলুত-নৃপতি-সুতা মম সাথে উপনীতা,
রাজ্য জয়ে লভিলা নরেশ ;
পালিতা এ অন্তঃপুরে রাণীর আদর-নীড়ে,
স্বভাবে এ অতি নিরুপমা,
হেরিবে সখীর মত, হবে গুণে বশীভূত
অচিরে,—এ রূপে অনুপমা !"

কুমার তুষিল তারে মিষ্ট বাক্য ব্যবহারে,
"মাতৃ-আজ্ঞা করিনু পালন" ;
আসক্তি-রঞ্জিত ভাষে কঞ্চুকী অন্তরে হাসে,
পত্রলেখা সার্থক জীবন।

ষষ্ঠ-সর্গ-সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ

চন্দ্রাপীড় মন্ত্রি-পুরে হ'লে উপনীত,
শুকনাস যথাযোগ্য সম্ভ্রম-দর্শনে
বসা'য়ে আপন-অঙ্কে স্নেহ-বিগলিত
কহিলা কুমারে অতি মধুর বচনে,—
"অধীত হয়েছে তব শাস্ত্র সমুদয়,
শিখেছ যতনে কলা-কলাপ প্রচুর,
তব তুল্য পুত্র-লাভে নরেন্দ্র হৃদয়
খেলিছে আনন্দ-সিন্ধু তরঙ্গে মধুর।
চির শুভ-অনুধ্যায়ী পিতার তোমার
বৃদ্ধ আমি কহি তাই কর্ত্তব্যানুরোধে—
হেরি তব অঙ্গে নব যৌবন-সঞ্চার,
বিচলিত করে যায় সুমতি সুবোধে।
বিমল-চন্দ্রমালোক হইলে বিম্বিত,
স্ফটিক-স্তম্ভেতে যথা সুষমা-উদয়,—
তবাদৃশ হৃদে হ'লে নীতি সঞ্চারিত—
ধরিবে অতুল দীপ্তি,—জ্ঞানালোকময়!

জন্মিলে মহৎ কুলে হবে যে সুজন
জ্ঞানী কভু হেন বাণী না করে প্রত্যয়,—
চন্দন-সংঘর্ষে দীপ্ত যেই-হুতাশন—
দাহিকা শকতি-হীন কভু কি সে রয়?
উর্ব্বর ভূমিতে জন্মে কণ্টকিত তরু—
কর্দ্দমে লাবণ্যময় পঙ্কজ-সৃজন,—
শিক্ষা, দীক্ষা, সঙ্গ-বীজে স্বভাব সুচারু,
ক্ষেত্রভেদে গুণ-ভেদ নহে কদাচন!
যৌবনের অন্ধকার ভাস্বর কিরণে
রত্নের সে নেত্র-হরা স্নিগ্ধময়ী দ্যুতি,
অগণিত প্রভান্বিত দীপিকা-তাড়ণে
বিদূরিত নাহি হয় মালিন্য আকৃতি!
যৌবন-জোয়ারে পড়ে মানব-তরণী
কাণ্ডারী বিহীন যেন ঘোরে নীর পাকে,
কত জ্ঞানি-দেহ-তরী শুনেছি কাহিনী,—
নিমগ্ন হয়েছে এর তরঙ্গ-বিপাকে!
যৌবনে মানব যেন মত্ত দন্তী-প্রায়
অবহেলা করে নিত্য কণ্টকের পথে,
সংসার-বিপিনে দলি ন্যায়ে সে বেড়ায়
সমাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পড়য়ে বিপথে!
করিয়াছ পদার্পণ সে বিষম কালে,
ধরে জ্ঞানী জ্ঞানাঙ্কুশ বিবেক-সংহতি
দমিতে সে ভীমবেগ,—ধৈরয-সম্বলে,
নহে ঘটে নরাকারে পাশব-প্রকৃতি।

চঞ্চল যৌবন হ'তে ত্রিগুণ ভীষণ--
সম্পদ সদ্‌গুণগ্রাসি অবিবেক চর—
চাটুগুণে পুষ্ট-অঙ্গ মোহ আভরণ
নিরমিয়া পাপমতি আবরে অন্তর।
কু-কার্য্যে নিরত তবু প্রশংসার ফলে
বদ্ধিত স্বদোষ, যেন প্লাবনে তটিনী
গর্ব্বী কৃতী, গুণী, জ্ঞানী, অভিমান-বলে
জ্বলে অগ্নি-সম, শু'নে বিপরীত বাণী!
একান্ত দুর্ভাগ্যবন্ত আঢ্যবন্ত জন,
অধঃপাত গতোন্মুখ নিরখি নয়নে—
কেহ না সুধায় যায় সুনীতি বচন,
বর্ণিলেও হিত বাক্য অহিত সে গণে;
এহেন দারুণ ব্যাধি ঔষধ বিহীন,
একমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি-মণ্ডিত যে জন
চাটুবাণী উপহাসে যে করে বিলীন
রক্ষিতে সক্ষম স্বার্থ সেই মহাজন।

যৌবন অস্থায়ী অতি ততোঽধিক ধন,
প্রভুত্ব ধনের চির নিত্য অনুচর,
সময়ান্তে রিপুত্রয় হ'লে অদর্শন,
সে কুকীর্ত্তি পাপবৃত্তি রহে নিরন্তর।
কমলা চঞ্চলা, তাঁর হেন ব্যবহার,
সুজনে বর্জ্জিয়া করে হীনে আলিঙ্গন,—
অতি যত্নে রক্ষিলেও করি পরিহার—
অসঙ্কোচে করে গতি অধম-সদন!

অতএব ধনৈশ্বর্য্য অতি অকিঞ্চন,—
সুখের সোপান মাত্র দুদিনের তরে,
সুকৃতি, সুনাম, নিত্য, স্থায়ী অনুক্ষণ
প্রদীপ্ত অনন্তকাল, অবনী-ভিতরে!
কহিনু সুযোগ্য নীতি দুর্লভ বচন,—
অসারে অর্পিত বীজে নহে ফলোদয়,
অবিরত বারি-পাতে অজস্র বর্ষণ—
পাষাণে না হয় কভু পঙ্কের উদয়!
অমাত্যের সার-গর্ভ শুনি হিত বাণী—
আনত বদনে তায় করিয়া প্রণতি—
চন্দ্রাপীড় ম্রিয়মান স্মরিয়া কাহিনী.
কহে সর্ব্ব পিতৃ-পদে করি সুবিবৃতি!
সুতমুখে শুনি উচ্চ মন্ত্রী উপদেশ,—
নরনাথ মহাপ্রীত চিন্তিলেন মনে—
"হেন বিজ্ঞ মন্ত্রী যার ধন্য সেই দেশ,
ধন্য রাজা,-যার গুণে বিখ্যাত ভুবনে!"
কহিলেন "স্থির চিত্তে শুন চন্দ্রাপীড়,—
মন্ত্রী সখা-সম, মম, ব্রাহ্মণ-নন্দন,
কাল ধর্ম্মে যদি হয় মানস অধীর,
স্মরিও নৃপতি-মান্য অমূল্য বচন!
"চির মাননীয় বিপ্র-শুভকর-বাণী,
ততোঽধিক পূজ্য রাজা—জনক-আদেশ,
মিশ্রিত নির্ম্মাল্য ত্রয় শিরোধার্য্য মানি
রক্ষিতে প্রয়াসীভবে কে নহে নরেশ?

কিন্তু পিতঃ, জ্ঞান হীন সন্তান-ধারণা
শুভাশুভ কর্ম্মোৎপত্তি দৈবের অধীন,
নিমিত্ত-কারণ মাত্র অবিদ্যা-গঞ্জনা,
নর শুধু দোষ-গুণ-ভাগী চিরদিন!
তাই পদে এ মিনতি আশীস সন্তানে,
সে কবচে রক্ষে যদি বংশের গরিমা,
নতুবা বিষয়ে মুগ্ধ যুবকের জ্ঞানে
নিয়ত প্রদানে মোহ কলঙ্ক-কালিমা,"
এত বলি চন্দ্রাপীড় করিয়া প্রণতি—
স্নানার্থ বিশ্রাম-গৃহে করিলা গমন;
সুতের সু-যুক্তি চিন্তি উজ্জয়িনী-পতি
মহোৎসাহে সুখ-নীরে হ'ল নিমগন।

দিগন্ত দুন্দুভি-নাদে আনন্দে অধীর,
যৌবরাজ্যে অভিসিক্ত বীর চন্দ্রাপীড়!

সপ্তম-সর্গ-সমাপ্ত।
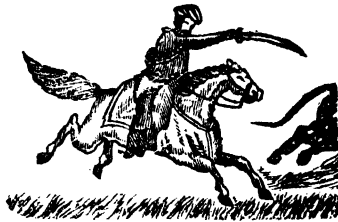
অষ্টম সর্গ

প্রদীপ্ত সুমেরু শৃঙ্গে যেন শশধর,
অধিষ্ঠিত চন্দ্রাপীড় রত্ন-সিংহাসনে—
ধরিলা বিচিত্র কান্তি নেত্র-মনোহর,
বিকসিত পূর্ণ চন্দ্র বাসন্তী-গগনে!
লতা যথা শাখা-যোগ-সূত্র-অনুসরি—
বৃক্ষান্তরে করে সদা আশ্রয় গ্রহণ,—
কুমারে সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী অংশ-ক্রমে ধরি
গন্ধ, মাল্য, রত্ন-দানে ক'রে আলিঙ্গন!
নব অভিষিক্ত বিজ্ঞ সুযোগ্য কুমার—
সন্তোষিলা জনপদে স্বীয়-সুশাসনে;
নৃপবৃন্দ ত্যজে দ্বন্দ্ব প্রেমে অনিবার—
প্রজা পুঞ্জে বাঁধে তুঙ্গ স্নেহের বন্ধনে;
বহিল নৃপতি-হৃদে সুখ-তরঙ্গিনী,
মহিষী বিলাসবতী-আনন্দে মগন,
কুমারের প্রীতিবন্ধা পুরন্ধ্রী-রমণী
অমাত্যের মনে বহে সুধা-প্রস্রবণ!

পঞ্চনদ, পঞ্চনদী, পঞ্চ-তীর্থ-নীর
পঞ্চ পাত্রে পঞ্চামৃত, পঞ্চরত্ন আর—
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে বারি সপ্ত পয়োধির
পঞ্চ নির্ঝরিণী-বারি, ভূমি গণিকার
দিগ্বিজয় যাত্রাযোগ্য সামগ্রী সম্ভার
সংগৃহীত হ'লে, শুভ দিন নির্ব্বাচনে,
নানা দিগ্ দেশাগত নৃপতি-নিকর
সমাগত হেরি সবে শুভ নিমন্ত্রনে,
যথা-দিনে শুভলগ্নে সচিব সংহতি
সমবেত পুরোহিত কুটুম্ব নিকরে
পরিবৃত সভা-গৃহে বৃদ্ধ নরপতি
দিগ্বিজয়ে বরে সুতে বিধি-অনুসারে!
ঘন-ঘটা-ঘন-ঘোর ঘর্ঘর নিনাদে
গরজে দুন্দুভি-ধ্বনি গগনে গভীর,
প্রতিধ্বনি সঙ্গে রঙ্গে নাদিল আহ্লাদে
সৈন্য-কোলাহলে যেন শ্রবণ বধির।
বহু দেশাগত যত ধরনী রঞ্জন—
সমবেত করী,অশ্ব, সসৈন্যে সদলে,
উষ্ট্র, হস্তী, রথ, রথী, অশ্ব-অগণন—
আবরিল উজ্জয়িনী যেন পঙ্গ-পালে।
বিবিধ রতনে সাজি বিবিধ ভূষণে—
পত্রলেখা-সনে সাজে নৃপতি-তনয়—
স্বর্ণ-ভূষা-বিভূষিত করী আরোহণে
দিঙ্মণ্ডল প্রধ্বনিত জয়-শব্দময়!

মন্ত্রি-সুত আরোহিয়া অন্য হস্তী'পরে
ধ্বনিলা গমনোদ্দেশী শঙ্খ-ধ্বনি যবে,
ছাইল বিমান চারু পতাকা-নিকরে ;
সমীরণ পূর্ণ মদ-গন্ধের বৈভবে !
মুহূর্ত্তে ধরণী-তল তুরঙ্গম-ময়,—
দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত মাতঙ্গ-নিকরে,
অন্তরীক্ষ চারু ছত্রে চিত্র শোভালয়,
সৈন্য-পদ-ভরে ধরা কাঁপে থর-থরে !
সুশাণিত অস্ত্র,-শস্ত্রে, ভানুর কিরণে—
শিখি-শিখা-কলাপের বিচিত্র রঞ্জন,
করীর বৃংহণ, অশ্ব-সৈন্য গরজনে
ধরিল প্রলয়-কাল-মূরতি ভীষণ !
ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যথা পাণ্ডুর নন্দন
সদর্পে কাঁপায়ে ধরা বসুধা-বিজয়ে
অশ্বমেধ মহাক্রতু করিতে পূরণ—
সঙ্গে করি সখা-কৃষ্ণ মঙ্গল নিলয়ে।

চলিল বাহিনী কাঁপে স্থাবর জঙ্গম,—
ধূলি-রাশি আবরিল গগন-মণ্ডল,
সৈন্য-ভারে ভীতা ধরি পক্ষ অনুপম
উঠে যেন [illegible] ত্যজি ধরাতল !
সন্ধ্যা-সমাগমে যুবা অপূর্ব্ব প্রদেশে
যামিনী যাপিলা পট-মন্দির অন্তর
প্রত্যুষে উদিলে উষা যবে পূর্ব্বাকাশে—
সুহাসিনী প্রকাশিলা দীপ্তি মনোহর !

[illegible] সর্গ- সমাপ্ত

নবম সর্গ

উদ্ভাসিত "স্বর্ণপুর" অরুণ-কিরণে—
চৌদিকে শ্যামল গিরি, প্রকৃতি-সুন্দরী
নানা জাতি ফল-লতা-কুসুম-ভূষণে—
সাজিয়া নয়ন রমে অতুল মাধুরী।
নির্ঝরিণী-জল-কণা সদা মাখি গায়,
সুবাস-"প্রণয়-দান" করি বিতরণ—
মনোহর গন্ধামোদে মানসভুলায়
মৃদু মন্দ প্রবাহিত স্নিগ্ধ সমীরণ।
অবিরত ফুলে ফুলে অলির ঝঙ্কার,
প্রণয়-সঙ্গীতে মত্ত যেন ফুলরাণী ;
বিহগ-কূজনে সুধা ঢালে অনিবার,
বেড়ায় আনন্দে যত বন-কুরঙ্গিনী।
সহসা সমর-ভেরী নাদিল গভীর
কাঁপাইয়া "হেম-জট" কিরাত-ভবন,—
কাঁপাইয়া স্থির-মূর্ত্তি নিসর্গ-রাজ্ঞীর—
কম্পিত প্রান্তর, গিরি, বন, উপবন !

সসৈন্য-সজ্জিত দ্রুত কিরাত-নৃপতি—
ছুটিলা সমর-মদে উন্মত্ত যেমন,—
রক্ষিতে স্ব-রাজ্য, মান-বিমলা-মূরতি,—
সঙ্গে সঙ্গে রণ-শিঙ্গা ধ্বনিল গগন!
বাজিল দামামা, কাড়া, সানাই, সারেঙ্গ—
শত শত জয় ঢক্কা জগঝম্প ঢোল—
তীক্ষ্ণ তরবারি-পাকে বিজলীর রঙ্গ—
আতঙ্কে মৃগেন্দ্র চুমে মাতঙ্গের কোল।
রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ নৃপতি যখন
সম্মুখীন হেরি লক্ষ অরাতি-নিকরে,—
"উজ্জয়িনী-জয়-নাদে" ধ্বনিল গগন,—
কহিলা বৈশম্পায়ন ঘোর হুহুঙ্কারে;—
"শুন, শুন, বিশ্বজয়ী সঙ্গী বীরগণ,
ভ্রমিয়াছ বহুদেশ গিরি, প্রস্রবণ।
সহিয়াছ শূন্য শিরে নীরদের ধারা,—
অশনি-নিনাদ কর্ণে, বাসবের কাড়া,—
বহু রণ-জয়ে অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত,—
রয়েছে "বিজয়-আঁকা" শায়কের ক্ষত;
তোমাদের বাহু-বলে ধরা কম্পমান,
অকলঙ্ক চন্দ্রাপীড়,—বিশ্বজয়ী মান;
কিন্তু এক কথা মনে করিবে স্মরণ,—
কিরাতে করাও যদি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন,—
কলঙ্কী দ্বিখণ্ড করে কুমারের মান,
রক্ষিবে সঙ্কোচহীন উন্মুক্ত কৃপাণ!"

মন্ত্রি-সুত বীরোচিত শুনি হেন ধ্বনি—
বীর-মদে সৈন্যবৃন্দ করে সিংহনাদ—
চন্দ্রাপীড় শঙ্খ-নাদে কাঁপায় অবনী,
পলায় অরণ্য-চর গণি পরমাদ।

ভীষণ সমরে হেরি বীরত্ব-মাধুরী।
বিজয়-সুগন্ধ-মাল্য করি সম্প্রদান,
প্রেমোন্মাদে মন-সাধে চন্দ্রাপীড়ে ধরি
আলিঙ্গনে রাজ্যলক্ষ্মী স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
বিজয়-আনন্দ-সিন্ধু-তরঙ্গে অধীর—
সসৈন্যে পশিলা যুবা দিব্য রাজধানী,—
ধন্য নাম "স্বর্ণপুর" বিচিত্র পুরীর,—
মোহিলা "মোহিনী"-সম,—সুষমার খনি!
যেমতি সন্তুষ্টচিত্ত বীর ধনঞ্জয়—
নিবাত-কবচে বধি ত্রিদিব-বৈভবে
লভিলা বিরাম-সুখ বাসব-আলয়;—
নিমগ্ন কুমার তথা আনন্দ-অর্ণবে।

বৈচিত্র্য এ সংসারের নিত্য পরিণাম,
শুভাশুভ কর্ম্মোৎপত্তি কারণোপদানে
ফলিত ঘটনা-পটে ঘটে অবিরাম—
জ্ঞান-গুণ-অভিমানে অঞ্জন-প্রদানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন—
সহসা কুমার-চিত্ত মত্ত মৃগয়ায়
ইন্দ্রায়ুধ-বাজি-পৃষ্ঠে করি আরোহণ
পশিলা কান্তারে ঘোর দুর্গম ধরায়

হেনকালে নেত্র-পথে কিন্নর-মিথুন—
বিকাশিলে অপরূপ লাবণ্যের ছটা,
কৌতুক-মদিরা-মত্ত,—ছুটিলা দ্বিগুণ
অশ্ব-সঞ্চালনে ভ্রষ্ট নক্ষত্রের ঘটা!
দিগ্বিজয়-অন্তে যথা রঘু উচাটন—
অযোধ্যার পানে ধায় প্রবাসের পরে,—
অথবা নলের মন ছুটিল যেমন
দময়ন্তী-স্বয়ম্বরে বিদর্ভ-নগরে ;
বায়ু-গামী সমকক্ষ উভয়ের দল
কুমার বিভ্রান্ত মতি দ্রুত সঞ্চালনে
"ধরিল, ধরিল" যেন, ভরসা প্রবল,
অন্তর্হিত নব দৃশ্য, গিরি আরোহণে ;
অনভ্যস্ত ইন্দ্রায়ুধ শৈল-অতিক্রমে,
ভগ্নোৎসাহ চন্দ্রপীড় হায়রে! তেমন—
মৎস্য-লক্ষ্য-ভেদে যথা ব্যর্থ পরাক্রমে
পাঞ্চালী-নৈরাশ্য-মগ্ন রাজা দুর্য্যোধন ;
কিরাত-বাগুরা-মুক্ত বন-বিহঙ্গিনী
অচিরে লুকায় যথা বন-অভ্যন্তরে,
কিন্নর অভ্যস্ত চির তেমতি সঙ্গিনী
লুপ্ত-অঙ্গ উত্তীরণে শৃঙ্গ-শৃঙ্গান্তরে!
উপত্যকা-ভূমে বীর হেরি উর্দ্ধপানে
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য যবে বঞ্চিল নয়ন,—
হতাশ মানসে, শঙ্কা-পীড়িত পরাণে
ভাবিলা এ কি কুকার্য্য করিনু সাধন।

অদূরে কৈলাস শৈল,—এ বিজন বন
শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘোর অজ্ঞাত দুর্গম,
প্রবেশি প্রবাসি-পক্ষে শমন-ভবন,—
কেমনে করিব হেন পন্থা অতিক্রম !
ভবিষ্যৎ না চিন্তিয়া কৌতুকের বশে,
বিপদ-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করি,
পশিনু এ ঘোর বনে মৃগয়া হরষে,—
ভাবি নাই কিবা লাভ এ কিন্নর ধরি !
না জানি নির্গম-পথ, তৃষ্ণার্ত্ত আবার
দ্বিতীয় প্রহর বেলা,—নিরখি গগনে,
ইন্দ্রায়ুধ-অঙ্গে বহে তীব্র স্বেদ-ধার,
ঘটিবে সঙ্কট স্থির এ গহন-বনে !
চির-অনাতঙ্ক-হৃদি-নগেন্দ্র-বিবরে,—
দুঃসাহসে শঙ্কা-ফণী কৌশলে পশিল,
বীরত্ব, গাম্ভীর্য্য-বুদ্ধি,-বিধি চক্রে পড়ে—
জীবন সহিত বুঝি অতলে ডুবিল !
রাজ-সুত চিন্তাযুত ব্যাকুলিত মনে—
তুরঙ্গম-অবতীর্ণ,-কম্পিত চরণ,—
ছায়ায় রক্ষিয়া অশ্ব, লতার বন্ধনে,—
নব দুর্ব্বাদলোপরি করিলা শয়ন !
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,—তাহে উৎকণ্ঠায়
শোষিছে শোণিত যেন,—বিদগ্ধ ধমনী ;
নীর-হীন পদ্ম যথা লুণ্ঠিত ধরায়
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে বিশুষ্ক মানিনী !

পথ-ক্লান্তি অপনয়ে উদ্বিগ্ন মানসে
ইতস্ততঃ ব্যস্ত দৃষ্টি করি সঞ্চালন,
করি-পদ, মদ-চিহ্ন যুবা এক পাশে
ছিন্ন-কায় মৃণালিনী করে নিরীক্ষণ—
যথা বহু দিন পরে যুবক—ভবনে
শয়ন-মন্দিরে শুনি অলঙ্কার ধ্বনি
প্রণয়িনী-আগমন গণে ফুল্ল মনে,—
মেঘাগমে কিম্বা প্রীতা যথা চাতকিনী ;
সমীপস্থ সরোবর-অস্তিত্ব-লক্ষণে,—
চিহ্ন-অনুগামী ধায় নৃপতি-নন্দন,
অনুসরে পদ-চিহ্ন জল-মগ্ন জনে
তীর-উত্তীরণে যথা লভিতে ভবন !
হেরিলা পন্থায় যুবা পথ দুই পাশে—
প্রশান্ত প্রশাখাকীর্ণ মহীরুহ কত,—
বাহু প্রসারিয়া যেন পথিক-সকাশে
প্রকাশে আতিথ্য ব্রতে দীক্ষিত নিয়ত !
স্থানে স্থানে লতা-গৃহ দিব্য কুঞ্জবন
নিম্নে কত সুমসৃণ মর্ম্মর মণ্ডিত
জল-কণ-বর্ষী বহে মন্দ সমীরণ,—
ফুল্ল অরবিন্দ-গন্ধে চিত্ত আমোদিত—
কল কণ্ঠে কোকিলের পঞ্চম-ঝঙ্কারে
নিনাদিত বন-স্থলী, অতুল বৈভব,
মধুর নিনাদ-সুধা কণ্ঠে পাপিয়ার,
প্রেমালাপে শুক-সারী নাচে শিখী সব,

কল কলে মরালের কূজনে বর্ণন
ত্রৈলোক্য-মোহিনী-কর-দর্পণ-স্বরূপ
কিম্বা বসুমতী-গৃহ-স্ফটিক-ভবন
"অচ্ছোদ"—নামেতে সরঃ অতি অপরূপ!"
ষোড়শী-রূপসী হেন সরসী সুন্দর,
কোকনদ যেন পদ, কুমুদ বদন,
শৈবাল কুন্তল-সম, পদ্ম পয়োধর,
লহরী-নিনাদ যেন নূপর-নিক্কণ।
নৃপ-সুত হে'রে প্রীত,—বারি সুনির্ম্মল,—
সুহাসিনী সরোজিনী তরঙ্গে খেলায়
"গুণ"-তানে প্রেম-গানে ভ্রমে অলিদল,
সমীরণ ফুল-রেণু কস্তুরী বিলায়!
অর্দ্ধ-স্ফুট কুমুদিনী, কহ্লার নিকর—
সলিল উন্নত শিরে উঁকি দিয়ে চায়;
নিরখিতে তীর-স্থিত দৃশ্য মনোহর—
ঊর্দ্ধমুখ কূর্ম্ম যেন জল-নিম্নকায়!
বিচিত্র সোপানাবলী মর্ম্মর মণ্ডিত,
তীরে শোভে কুঞ্জরাজি,—দিব্য উপবন,
কবির কল্পনা যায় নিত্য পরাজিত,
ধরা উজলিছে যেন নন্দন কানন!
তীরে তুরঙ্গম-পদ পাশ-বদ্ধ করি—
নিমগ্ন সরসী-জলে তুষার-শীতল,
মৃণাল-ভক্ষণে,—নীরে পথক্লান্তি হরি,
কমলের দলে রচি শয্যা সুকোমল,—

শয়ন করিলা যুবা চারু কুঞ্জবনে,
পরিশ্রান্ত হেরি যেন মন্দ সমীরণ—
বৃক্ষ-পত্র তাল-বৃন্ত দ্রুত সঞ্চালনে,
সুষুপ্তির অঙ্কে তায় করিলা অর্পণ !

নিদ্রার আবেশে যেন বীণা-তন্ত্রী-ধ্বনি
শ্রবণ-বিবরে আহা ! অমিয় ঢালিল,
সচকিতে রাজ-সুত চাহিলা অমনি,—
অদর্শনে কুতূহল দ্বিগুণ বাড়িল।
ইন্দ্রায়ুধে করি ক্রমে শব্দানুসরণ,—
চন্দ্র-প্রভ-সম-কান্তি চন্দ্র-প্রভ গিরি,—
নিম্ন স্তরে,—সুমন্দিরে করিলা দর্শন,—
সুদিব্য বিগ্রহ-মূর্ত্তি,—দেব ত্রিপুরারি।
সুধা-সৌধ ধবলিম স্ফটিক-মন্দিরে
কুন্দেন্দু-সুন্দর স্তম্ভ বিম্বিত সাত্তবী
বিভূতি নিন্দিছে যেন শারদ-অম্বরে
চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা চুম্বি তারাবৃন্দ ছবি !

প্রতিমা-সম্মুখে এক অপূর্ব্ব রমণী
নির্ম্মৎসরা, বিনির্ম্মলা, অমানুষাকৃতি,
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-সমাসীনা শিব-আরাধিনী—
বীণা-লয়ে সংসাধিছে দেব-দেব-স্তুতি।
কাশ-হাসি সুধারাশি-লাবণ্য হরিয়া—
নিন্দিত অনঙ্গ-কান্তা-কান্তি নিরমিল,
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ-শুভ্র কৌমুদী রঞ্জিয়া
শশি-রাশি খসি যেন ভূতলে পড়িল !

নিরুপমা মনোরমা রমার প্রতিমা—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা লজ্জিত তুলনে
বিস্মিত কপোলে রক্ত যৌবন-গরিমা
কমল-কামিনী যেন নলিনী-আসনে!
জ্ঞান-প্রভাকর-ফুল্ল পঙ্কজ-বদনে
সুন্দর অপাঙ্গ-কান্তি কুসুমেষু-শর,—
নবীন যৌবন লুপ্ত, যেমতি গগনে
সেন্দ্রধনু নীরধরে চপলা সুন্দর!
ভূষণ-বিহীনা তায় লাবণ্য-মহিমা,
বসন্তে সিতেন্দু যথা বিমল গগনে,
কুন্দ-কান্তি-সরোজাঙ্গে চন্দন কালিমা,
স্বভাব-সুষমাময়ী কলঙ্ক-ভূষণে!

মৃণাল-ধবল অঙ্গে শোভে শুক্লাম্বরী,
বিশদ-কৌমুদী-হাসি যথা সুধাকরে,
বিভু-প্রেমে মগ্ন যেন বাণী বীণা ধরি
শান্তি-বিধায়িনী শান্তি-সঞ্চিত অন্তরে।
ভুবন-মোহিনীরূপে প্রদীপ্ত ভবন—
জটাজুট স্কন্ধে, গলে রুদ্রাক্ষের মালা,
ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ,—নীরদে তপন,
হর-প্রিয়া যেন হর-সাধনে,—বিমলা।
অপরূপ সন্দর্শনে নরেন্দ্র-কুমার—
অপূর্ব্ব বচনাতীত ভাবের আবেশে—
রোমাঞ্চ কম্পিত তনু, নয়নে আসার—
স্তম্ভিত,—সচ্চিদানন্দ-মহিমা বিকাশে,

দৃষ্টিমাত্র ত্রিদিবের শান্তি-প্রণোদিত
প্রেমাশ্রু-পূরিত নেত্রে নমে প্রেমময়ে,
অনিমেষ-নেত্র হেরি রমা অচিন্তিত
স্বপন-বিবশে যেন,—ডুবিলা বিস্ময়ে !
ভুলিল কুমার বিশ্ব,—স্থাবর জঙ্গম,—
নিদ্রিত, জাগ্রত কিম্বা শয়নে, স্বপনে,
চরাচরে,—কিবা রহে শৈলে মনোরম,
চিত্র-পুত্তলিকা-সম ভুলি আত্ম-মনে !

মোহ-অন্তে ভাবে যুবা কিন্নর-ধাবনে
হেরিনু মানবারাধ্য পার্ব্বতী-রমণ,
নিরখিনু সরশ্চারু,—দিব্য কুঞ্জবনে,
সৌভাগ্যে স্বর্গীয় ছবি মোহিল দর্শন।
নহে এ মানবী স্থির ধরণী-মণ্ডলে
সম্ভবে কি সৌদামিনী স্থির সবিভব,
যদি না লুকায় দ্রুত দৃষ্টি অন্তরালে,—
সঙ্গীত-প্রসঙ্গ-অন্তে নিবেদিব সব।
বীণার ঝঙ্কার হ'লে নিস্তব্ধ নীরব,
উঠি প্রদক্ষিণ করি দেব শূল-পাণি—
স্বাগত জিজ্ঞাসি বালা বসুধা-সুলভ,—
আশ্রম-গমন-বাঞ্ছা.জ্ঞাপিলা অমনি !
কুমার কৃতার্থ জ্ঞানে লোটায়ে ধরণী—
প্রণতি করিলা গণি দেবীর মুরতি,
চলিলা পশ্চাৎ যথা গুর্ব্বিণী-রমণী—
পদাঙ্ক রাখিয়া শিষ্য করে অনুগতি !

চিন্তিলা পন্থায় ধীরে বীর চন্দ্রাপীড়
আতিথ্য-গ্রহণে যবে করে অনুরোধ,—
বুঝি বা এ দেবী,—শাপে মানবী-শরীর,—
অশ্রুত অচিন্ত্য-দৃশ্যে হরিল যে বোধ।
আগত তমালাবৃত গিরির গুহায়—
পার্শ্বে ঝরে সুধা-স্বরে প্রেমে নির্ঝরিণী
কমণ্ডলু, ভিক্ষা-পাত্র পতিত যথায়
দৃষ্টিমাত্র বহে হৃদে শান্তি-প্রবাহিনী।
আশ্রমে পশিয়া বামা অর্ঘ-পাত্র করে,—
অতিথি সৎকার-তরে হ'ল সমুত্থিত,—
কহিলা কুমার তব দর্শনে অন্তরে—
হ'য়েছি কৃতার্থ নিজে, শান্তি-নীরে পূত!
অর্ঘ-সম্প্রদানে কোন নাহি প্রয়োজন,—
অসঙ্কোচে স্ব-আসনে নিষণ্ণ দর্শনে,—
সমধিক প্রীতি-নীরে হ'ব নিমগন,—
কেন তোষ সম্ভাষণে স্নেহাশ্রিত জনে?
তপস্বিনী কহে ইহা শাস্ত্রের বিধান,
অভ্যাগত দেব-তুল্য আশ্রমের রীত,
কুমার-সৌজন্য-গুণে হইয়ে অজ্ঞান,
কেমনে সাধিব কার্য্য বিধি-বিপরীত?
সীমন্তিনী-অনুরোধ এড়াইতে নারি —
বিনীত কুমার অর্ঘ করিলা ধারণ—
বামা-উপরোধে নিজে পরিচিত করি
শিলা-তলে উপবিষ্ট তাপসী-সদন।

তপস্বিনী বহির্দ্দেশে ফল-বৃক্ষ-তলে
সুরসাল পক্ক ফলে পূরিয়া ভাজন,
আনীত সুমিষ্ট-সুধা দেব-ভোগ্য ফলে—
অতুল আতিথ্য-কৃত্য করে সম্পাদন।
হেরি চমৎকৃত যুবা তপের প্রভাব—
অচেতন অনুমতি পালে অনুক্ষণ,
কিঙ্কর-সদৃশ যেন অনোকহ সব,
তপের নিগড়ে বদ্ধ এ তিন ভুবন!
শান্ত চিত্তে কহে যুবা পেয়ে অবসর,
সতত চঞ্চল মতি মানব-প্রকৃতি,—
প্রভুর প্রসন্ন ছবি হে'রে অনুচর
সহসা অধীর হয় গরবিত মতি,—
ভবদীয় অনুগ্রহ ক'রে সন্দর্শন—
অদম্য মানস কিছু জিজ্ঞাসার তরে,
বাঁধা-হীন যদি, আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন—
করিলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব অন্তরে।
দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্বের কোন মহাকুলে
উজলিলা কহ দেবি,—জনম গ্রহণে—
পুষ্পোপম এ নবীন বয়সে আকুলে,—
একাকিনী কেন বনে তপঃ-আচরণে?
তাপসী স্তম্ভিত,—ক্ষণ রহিয়া নীরবে,—
ছল-ছল নেত্রে করে অশ্রু বরিষণ,—
ভাবিলা কুমার শোক-আয়ত্ত কি সবে,
টলিতে সক্ষম হেন দেবী-তুল্য মন?

শোক-উদ্দীপন-হেতু নিজে মনে গণি—
অপরাধী নিজে হেন করিয়া বিচার,
নির্ঝরিণী-নীর আনি রাখিলা অমনি,—
প্রবোধ-সূচক বাণী—কহে বারংবার!

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহে তপস্বিনী
"পাপিনীর সে বৃত্তান্ত শ্রবণে কুমার—
উথলিবে হৃদে তব শোক-প্রবাহিনী,—
দুর্ভাগিনী মম সম কেহ নাহি আর!
দেব-লোকে আছে যত অপ্সর বসতি,—
চতুর্দ্দশ কুল তার, আছে নিরুপণ,
পদ্ম-যোনি-মন হ'তে যে কুল-উৎপত্তি,—
অনল, ভূতল, দেব, অমৃত, পবন,—
সূর্য্য-রশ্মি, চন্দ্র-দ্যুতি, মৃত্যু, সৌদামিনী—
ইত্যাদি মকর-কেতূ একাদশ কুল,
অরিষ্টা ও মুনি,—দুই দক্ষের নন্দিনী—
গন্ধর্ব্বের সমাগমে দু-কুল অতুল।
সবে মাত্র চতুর্দ্দশ কুলের নির্ণয়,
বর্ণিত মুনির গর্ভে চিত্ররথ নাম—
জন্মিলা প্রভাবশালী একটি তনয়,
গুণে বদ্ধ সুরপতি,—রূপে জিনি কাম।
বৈকর্ত্তন করে তাঁরে গন্ধর্ব্বের পতি,
হেমকূটে রাজধানী ক'রে নির্ব্বাচন,
ভারতের উত্তরেতে যাঁহার বসতি,
কিম্পুরুষ-বর্ষে,—স্থান নয়ন-রঞ্জন!

কোটি গন্ধর্ব্বের তিনি যোগ্য অধিপতি,
যাঁহার নির্ম্মিত চৈত্ররথ-উপবন,
অচ্ছোদ-সরসী আর জগতের ভাতি—
শূলপাণি এই মূর্ত্তি, যে করে স্থাপন।

বর্ণিত-অরিষ্টা-গর্ভে জগতে অতুল
জন্মিল গন্ধর্ব্ব এক "হংস" নামে খ্যাত,
চিত্ররথ নিজ-গুণে কিয়দংশ স্থল—
রাজ্য হ'তে সমর্পিয়া করিলা বিখ্যাত ;
নিবসতি তাঁহার ও হেমকূট পুরে,
গৌরী নামে পত্নী তাঁর সুদিব্য রমণী,—
অভাগিনী মহাশ্বেতা তাহার জঠরে—
জন্মেছে কেবল কন্যা,—চির-বিষাদিনী !
বাল্যকাল ক্রীড়া-রঙ্গে পরম আদরে—
অঙ্ক হ'তে অঙ্কান্তরে করি বিচরণ—
জনক-জননী-মন তুষি আধ-স্বরে—
পরম সৌভাগ্য-সুখে করিনু যাপন।
স্নেহ করুণার সিন্ধু জনক-জননী
অভাগিনী ইহ-জন্মে না সেবিবে আর,
সেই দেব-দেবী-মূর্ত্তি এ হতভাগিনী
দহিয়াছে হৃদে ঢালি জলন্ত অঙ্গার।

বাল্যের সে সুখ-স্বপ্ন হেন মনে পড়ে,—
স্থলে স্থলচর সহ ভ্রমি উপবনে
করিতাম কত ক্রীড়া আনন্দ অন্তরে,
জলে জলচর সহ রত সন্তরণে,—

তরঙ্গে সে বাপী-অঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া
মৃণাল-চয়নে কত করেছি ভক্ষণ,
কত বা মরাল-অঙ্গ নীরে ডুবাইয়া
সুখোচ্ছ্বাসে করিয়াছি ধ্বনিত গগন,
কখন বা উপবনে কুসুম-চয়নে
উন্মুক্ত কুন্তলে ভ্রমি অঙ্গ দোলাইয়া
গোলাপ-কণ্টকে বদ্ধ নিরখি বসনে—
সমীরণে কত গালি দিয়াছি গর্জ্জিয়া ;
কভু বা কুসুম-কম কক্ষ-গালিচায়
কুসুমিত লতা-কুঞ্জ করিয়া রচন,
পুত্তলিকা উদ্বাহের আনন্দ-সভায়
বর-কর্ত্তা সাজিয়াছি যুবক যেমন।
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন জনমের তরে,
কিশোরের কান্তি-অঙ্গে হইল বিলয়,
ডুবাইতে চির-তরে শোকের সাগরে,—
সুখের যৌবন ভাগ্যে গরল-আলয় ;—
বসন্তে বিটপি যেন দুঃখিনী-শরীরে—
যৌবনের কমকান্তি লভিল বিকাশ
পৌর্ণমাসী সমাগমে শারদ-অম্বরে—
শশীর সুষমা-রাশি যথা সুপ্রকাশ।
একদা সে মধুমাসে মলয়-হিল্লোলে—
কম্পিত কমল-বন হ'লে বিকসিত,—
পঞ্চম-ঝঙ্কারে পিক শাখা-অন্তরালে,
কুঞ্জে-কুঞ্জে পুষ্প-পুঞ্জে-ভ্রমর-গুঞ্জিত।

বকুল মুকুলোদ্গত শ্রবণে ঝঙ্কার—
অশোক-মঞ্জরী তায় প্রফুল্ল আনন—
বনানিলে আলিঙ্গনে প্রণয়-বিহার—
—বিহ্বল,—সুগন্ধ-সুধা করে বিতরণ !
অচ্ছোদ-সরসী-তীরে মাতার সংহতি—
কুক্ষণে—আসিনু যবে স্নানের কারণ—
মনোন্মাদ-কর-দৃশ্য সচঞ্চল মতি—
কুঞ্জে কুঞ্জে উন্মাদিনী করিনু ভ্রমণ ;—
সহসা মন্দার সম সুগন্ধ পবন—
মাতাইল প্রাণ-মন নিমেষ ভিতরে,—
পরম তেজস্বী যুবা,—সুরূপে মদন—
সুকুমার মুনি-সুত হেরিনু অদূরে !
সঙ্গে তার সমকান্তি মুনির নন্দন
স্নানার্থ আগত দোঁহে স্বচ্ছ সরোবরে,
মূর্ত্তিমান-মনোভব স্বভাব গোপন
করি যেন সমাগত মধু-সহ চরে।
আহা মরি ! সে সু-কান্তি হরি প্রাণ-মন,
নিমেষে আকুল করে অবশ শরীর,
পরিমল-লোভে মত্ত ভ্রমর যেমন,—
ফুল-বাণে কণ্টকিত হইনু অধীর।
নিরখিনু এক মনে অনিমেষ-আঁখি,
মানস-পিয়াসা যেন ক্রমশঃ দ্বিগুণ,
মনে লয় লাজ-ভয় ত্যজি প্রাণ-পাখী—
বক্ষে নিলে নিভে যদি মনের আগুন !

ত্রিলোকের পূজ্য ইনি ,ব্রাহ্মণ-নন্দন—
যদ্যপি কুপিত হন হেরে ব্যাকুলিনী—
মনে ভাবি করি দ্বিজ-চরণ-বন্দন
হেরিনু রূপান্ধ তিনি হেরি অভাগিনী।
স্তম্ভন, রোমাঞ্চ, দেহে স্বেদের সঞ্চার,
সাত্ত্বিক-লক্ষণ যত হ'ল সমুদ্ভূত,
অধীর নিরখি তাঁরে আশ্বস্ত অন্তর
জিজ্ঞাসিনু সহচরে হ'য়ে স্বেদাপ্লুত,—
প্রণামান্তে নত শিরে বিনীত বচনে—
কহিনু কি নাম প্রভো,—কাহার নন্দন,—
কোথায় বসতি তাঁর,—কি ফুল শ্রবণে
মোহন সৌরভে যার সমাকুল মন!
কাতরা নিরখি মোরে সেই তপোধন—
কহিলেন শ্বেত-কেতু নামে মহামুনি—
সুরূপে যাঁহার নাই ভুবনে তুলন,—
কমল-চয়নে গেলে নীরে মন্দাকিনী,—
রূপ-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কমল-বাসিনী—
প্রেম-ভরে করে তায় দিব্য আলিঙ্গন,—
সমাগমে সমুৎপন্ন এই মহামুনি,—
ত্রিদিব-নিবাসী ইনি বিদ্যায়, রতন।
স্নানার্থ গমন পথে নন্দন-বাসিনী—
করি নতি ভক্তি-ভরে করিলা অর্পণ—
মন্দার-পুষ্প-মঞ্জরী,—ভুবন-মোহিনী —
সখা পুণ্ডরীকে হেরি প্রিয়-দরশন!

হেন বাণী অবসানে কমলা-কুমার—
কহে মোরে সুধাময়ি,—ব্যস্ত কৌতুকিনী—
এত পরিচয়ে বল কি ফল তোমার?
আছে সাধ,—ধর পুষ্প,—অয়ি সুবদনি!
সমস্বরে শত-বীণা-মধুর-ঝঙ্কারে—
যেমতি করয়ে হৃদে অমৃত বর্ষণ,—
অদ্যাপি বিরাজে যেন শ্রবণ-মাঝারে—
মন-উন্মাদক সেই সম্মোহন স্বন!
শ্রুতি-মূল হ'তে পুষ্প করি উত্তোলন—
পরাইলা স্বীয় করে মম কর্ণ-মূলে,
অঙ্গ-স্পর্শে অবশাঙ্গ টলে তপোধন,
কর-স্থিত অক্ষ-মালা লজ্জা-সহ গলে।

অক্ষ-মালা ভূমিস্পৃষ্ট না হ'তে ত্বরিত
ধারণে,—করিনু উহা কণ্ঠের ভূষণ,—
হেনকালে ছত্রধরী তথা উপনীত—
কহিলা "রাজ-নন্দিনি,—চল নিকেতন";—
রাজ্ঞীর স্নানাদি ক্রিয়া হ'ল সমাপন—
রহেন দাঁড়ায়ে শুধু তব অপেক্ষায়,
বিলম্বে হইবে তাঁর বিরক্তি-কারণ—
অবস্থান হেথা তব নাহি শোভা পায়!"
নব-ধৃতা মাতঙ্গিনী অঙ্কুশ-তাড়নে—
যেমতি বিরক্তি যুত,—কিঙ্করী-বচন—
ততোঽধিক ত্যক্ত করে সন্তাপিত মনে,
অতি কষ্টে আকর্ষিনু আকৃষ্ট দর্শন!

অনুরাগ-মত্ত-আঁখি স্নানার্থ গমনে
অগোচরে পিছু-পানে সঘনে তাকাঁয়,
কমলা-কুমার-সখা এ ভাব দর্শনে—
ব্যাকুলিত পুণ্ডরীকে সুমিষ্ট ভাষায়—
কহে "সখে আজি কেন চিত্তের বিকার—
হেরিনু, কি অসম্ভব, নির্ব্বিকার চিতে,—
মূঢ় হয় রিপু-পর-তন্ত্র অনিবার,—
পারে কি মনীষী-অঙ্গ অনঙ্গ স্পর্শিতে ?"
কাম-লুব্ধ মূর্খ সদা কুপথে চালিত,
জ্ঞান-হীন সদসৎ বিচারে অক্ষম,
চাঞ্চল্য-প্রাবল্যে তাই হয় প্রণোদিত,
পশু-প্রতি কন্দর্পের পূর্ণ পরাক্রম!
তুমি যদি লজ্জা, ধৈর্য্য, বিবেক-বিহীন
গাম্ভীর্য্য,—বৈরাগ্য,—নীতি-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত,—
মদন-তমসাচ্ছন্ন কুকর্ম্মী প্রবীণ,
কোথায় দ্বিজত্ব বল হবে সংরক্ষিত ?
কোথা তব নীতি-শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যাচার,
কে হরিল অক্ষ-মালা, বঞ্চিয়া তোমায় ?
তোমা হেন তত্ত্ব-দর্শী-হেন-ব্যবহার,
কে আর রক্ষিবে জ্ঞান-বিদ্যা-মর্য্যাদায়" ?
পন্থায় অদূরে হ'লে অশনি পতন—
যেমতি পথিক স্তব্ধ-চিত্ত চমকিত,
অথবা সুষুপ্তি-অন্তে চকিত শ্রবণ,—
অক্ষ-মালা অদর্শনে তপস্বী স্তম্ভিত !

উত্তরিলা পুণ্ডরীক "আশীবিষোপম—
কুসুম-শরের তীব্র ভীষণ-পীড়নে—
বিমুক্ত যে,—সুখী মাত্র সেই নরোত্তম
সক্ষম পীড়িত-প্রতি সু-নীতি-কথনে।
কোপ-ছলে দ্বিজ-সুত কহিলা আমায়
"অক্ষ-মালা অপহরি চলিছে অবলা,
রমণী-সুলভ বটে,—বিপ্র অবজ্ঞায়—
কিন্তু কেন ভীতি-শূন্য,—দুর্নীতে চপলা!"
মোহিতা কুসুম-শরে,—এমতি আকুল
অক্ষ-মালা পরিবর্ত্তে একাবলী হার—
প্রদান করিয়া খেদে ভাসিয়া ব্যাকুল
স্নানান্তে ভবনে চলি,—চৌদিক আঁধার।
স্ব-পুরে যে দিকে মম তাঁকায় এ আঁখি
পুণ্ডরীক মূর্ত্তিময় সে দিক নয়নে,
আকুল,—উড্ডীন-বাঞ্ছা যথা প্রাণ-পাখী,
শূন্য-প্রাণে শূন্য-জ্ঞানে রহি উচাটনে।
কি কর্ত্তব্য নাহি জ্ঞান, সুপ্তি জাগরণে,
উত্থানে, ভ্রমণে কিবা,- সুধু মনে পড়ে,—
নিশেধিয়া সখীগণে পশিতে সদনে,
প্রেমাবেগে আরোহিনু প্রাসাদ-শিখরে ;
মহারত্ন- অধিষ্ঠিত অমৃতের রসে —
নিমজ্জিত চন্দ্রোদয়ে যে সুরম্য দেশ—
বারংবার নিরখিনু উদ্‌ভ্রান্তির বশে,—
তপস্যায় অনুরক্তি,—ঘুচিল বিদ্বেষ।

প্রিয়তম-ক্রিয়াসক্ত,—মন পক্ষপাতী,—
চন্দ্রমার পক্ষপাতী যেন কুমুদিনী,
ময়ূরী নীরদ-গুণে আকৃষ্ট যেমতি,
কিম্বা রবি-প্রেমোন্মত্তা যথা পঙ্কোজিনী।

হেনকালে কহে মম তাম্বুল ধারিণী—
"যবে গত, সুকুমারি, অচ্ছোদের তীরে,—
যে মুনি পুষ্প-মঞ্জুরী মনঃ-উন্মাদিনী—
পরাইল কর্ণে তব,—কহে এ দাসীরে,—
"দেখিতে বালিকা বট, অচঞ্চলমতি,
তাই বাঞ্ছা জিজ্ঞাসিতে গুপ্ত বিবরণ,—
স্নান-কালে সঙ্গে তব ছিল যে যুবতী,—
কাহার নন্দিনী,—তার কোথায় ভবন" ?
বর্ণিয়া সে পরিচয় কৃতাঞ্জলি করে
কহিনু "হে মহাত্মন, তব সম্বোধনে—
কিঙ্করী কৃতার্থ আজি,—যে বাঞ্ছা—অন্তরে—
অকপটে কহ প্রভো,—দাসীর সদনে !
স্নিগ্ধ-দৃষ্টি প্রসন্নতা করিয়া জ্ঞাপন
পরিধেয় বল্কলাংশে তমালের রসে
অঙ্কিত করিয়া লিপি করে সমর্পণ—
প্রদানিতে যবে তুমি নির্জ্জন নিবাসে ;
সম্মত হইয়া যবে নমিনু চরণ—
বিমল সুধার রাশি হেরিনু নয়নে,—
আশীষে তুষিলা মোরে দ্বিজের নন্দন,
গোপনে সাপিনু লিপি কুমারী-সদনে"।

হর্ষোৎফুল্ল নেত্র-কোণে অশ্রু সঞ্চারিল,
আগ্রহে করিনু পাঠ লিপিকা তখন,
নেত্র-নীরে নেত্র-পন্থা রোধিতে লাগিল,
বহু ক্লেশে করিলাম পাঠ সমাপন।

"হংস-যথা মুক্তা-ফলে মৃণালের ভ্রম,—
প্রতারিত তথা অক্ষ-মালা বিনিময়ে
একাবলী হারে চিত্তে ঘটায় বিভ্রম,—
হরিল নয়ন-মন ওরূপ নিলয়ে"।

চার্ব্বাক দর্শনে যথা নাস্তিকের মন,—
উন্মাদের সুরা-পান ভীষণ যেমতি,—
পত্র-মদে সমুন্মত্ত হৃদয়ে তেমন—
করিনু কতবা প্রশ্ন তরলিকা-প্রতি,—
"কোথায় পাইলে তারে,—কিরূপ হেরিলে,—
কি কহিল, ছিলে তুমি তথা কতক্ষণ,
আমাদের প্রতি মনে কি ভাব দেখিলে,
কত দূর করেছিল মমানুসরণ" ?
প্রলাপ-বচনে কত জিজ্ঞাসিনু তারে,—
যত শুনি মনাকুল শ্রুতি পিয়াসায়,—
বহুক্ষণ আলোচনা করি বারংবারে—
অন্য সখী স্থানান্তরে করিয়া বিদায় !

মমরাগে অনুরাগী পশ্চিম গগন,
বিষাদে বিষণ্ণ-মতি কমলিনী-পতি
অস্তাচল-অন্তরালে করিলা শয়ন
মম খেদে দিবা-সতী মলিন-মুরতি !

বিষাদে বিহগ-কুল উড়িয়া বিমানে
সরবে অন্তর-জ্বালা করিলা জ্ঞাপন,
মম-সম বিরহিণী কমলিনী-প্রাণে—
জ্বলিল অন্তর-দাহী দুঃখ-হুতাশন
হিম-কণ-বর্ষী বহি মন্দ সমীরণ
শান্তি-আশে করে অঙ্গে ব্যজন চামর
উদ্দীপ্ত-বিরহ-বহ্নি ব্যজনে ভীষণ—
দাবানলে দগ্ধ যথা কুরঙ্গী-নিকর !

সঙ্কট-সঙ্কুল সেই জ্বালাময় কালে—
কহিল ছত্র-ধারিণী নমিয়া চরণ—
যাঁর সখা পরাইল পুষ্প কর্ণ-মূলে
দ্বারে উপনীত সেই দিব্য তপোধন।
কহিলা কুমারী-পাশে করিতে জ্ঞাপন—
"এসেছেন অক্ষ-মালা গ্রহণ-মানসে,"
"তপোধন" উচ্চারণে ব্যাকুলিত মন,—
কহিনু আনিবে বহু সম্মানে সকাশে !
পরিজ্ঞাত মনিসুত তাঁর সহচর,—
সমীরণ-সহগামী যেমতি অনল,
সব্যসাচী-সহচর যথা চক্রধর,
মকর কেতন সখা যৌবন প্রবল।

মুনি-সুত-আগমনে, চিনিলাম দরশনে—
পরম সুশীল কপিঞ্জল ;
হেরি তাঁর ম্লান-মুখ, বিকাশে মনের দুঃখ
হৃদে যেন চিন্তার অনল।

দাঁড়ায়ে প্রণতি করি, বসা'য়ে আসনোপরি,
ধৌত করি পঙ্কিল চরণ,—
কহিতে বাসনা যেন তরলিকা পানে হেন—
নিরখিতে হেরিনু তখন।
কহিনু "নির্ভয় চিতে, প্রিয় সখী-উপস্থিতে—
কহ প্রভো যাহা লয় মনে,—
না করি বিভিন্ন জ্ঞান অকপটে মতিমান,—
মন খুলে মম সন্নিধানে।"
কপিঞ্জল কহে "সতি, না হয় বচনে রতি,
স্কন্দ, মূল, ফলাহারী জনে,—
ভাবি নাই স্বপ্নে যাহা, চাক্ষুষ হেরিনু তাহা,
মনোভবে দহিবে সে মনে!
প্রগাঢ় ধীশক্তিমান্ হারাবে গাম্ভীর্য্য-জ্ঞান,
অপবর্গে মন নহে ভীত,—
হ'য়ে জটা-জুট-ধারী তপঃ-শালী ব্রহ্মচারী—
ফুল-শরে হবে নিপীড়িত!
না হেরি উপায় আর সমাগত এ আগার,
লজ্জা-ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি,
লইনু শরণ তব রাজ-পুত্রি,—কিবা কব,
বন্ধু-তরে মানে দিতে বলি।
মরাল-গমনে চলি তুমি এলে কত বলি,—
সখা তায় রহি নিরুত্তর,—
ক্ষণ পরে অন্তর্হিত হেরে মন চমকিত,
কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজি অনন্তর;—

না পেয়ে সন্ধান তার, মনে ভীতি-পারাবার,
ভাবিনু কি ঘটে জানি আর ?
মদনের উৎপীড়নে, কেহ মরে উদ্বন্ধনে,
কুলে বালা প্রদানে অঙ্গার।
তনয়ে জননী বধে প্রণয়ীর অনুরোধে,
পতি-বক্ষে ছুরিকা আঘাত !
জগতে দুষ্ক্রিয়া যত, কাম-বাণে সমুদ্ভূত,
ধর্ম্ম-শিরে অশনি-সম্পাত ;
নিরখিনু পরিশেষে কুঞ্জের নিবিড়-দেশে—
বিন্যাসিয়া বাম গণ্ড করে,
ভাসিছে অশ্রুর জলে ঘন ঘন শ্বাস চলে,
পাণ্ডু-প্রভা বদনে বিহরে।
স্পন্দন-বিহীন কায়, ফুল-রেণু-লালসায়—
শ্রবণ-বিবরে অলি রয়,—
তথাপি সে সংজ্ঞা-শূন্য সুধী-কুল-অগ্রগণ্য,
না জানি বা ঘটে বিপর্য্যয়।
অবশেষে তব পাশে বিবরণ-পরকাশে,
করিলাম কর্ত্তব্য-ধারণ,
বন্ধু-প্রাণ-ত্যজে পাছে, লাজ-ভয় রাখি পিছে—
বিজ্ঞাপিনু যথা-বিবরণ !
ধর একাবলী-মালা, সদুপায় রাজ-বালা—
কর ত্বরা কর্ত্তব্য-নির্ণয় ;
সখা-প্রাণ ক্ষীণ অতি, কি আর কহিব সতি,—
বিলম্বিলে ব্রহ্ম-বধ-ভয় !

উত্তরের প্রতীক্ষায় ক্ষণেক তাঁকায়ে হায় !
বালকের প্রায় মুখ-পানে ;
রাণী-আগমন জানি ত্রস্ত পদে মহাজ্ঞানী—
কহিলা "চলিনু নিজ-স্থানে ;—
সায়াহ্ন আগত প্রায় থাকা নাহি শোভোপায়,
করিও,—যা ভাল ভাব মনে ;"
শুনি অনুরাগ-কথা লাজে হ'য়ে অবনতা,
হর্ষ-প্রভা বিকাশে আননে ,
এক দিকে কুল-মান ওদিকে দ্বিজের প্রাণ,
বিষম সমস্যা-সংঘর্ষণে,
করিল বিফল অঙ্গ অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ,
মনো-ভঙ্গ কর্ত্তব্য-ধারণে।
ক্ষণপরে অচৈতন্য মনে নাহি পরে অন্ত
জ্ঞানোদয়ে হেরিনু সম্মুখে,—
তরলিকা বৃন্তকরে ব্যজন বীজন করে
দীন আঁখি অশ্রু ঢালে মুখে।

নবম সর্গ সমাপ্ত

দশম সর্গ

নবোদিত চন্দ্রমার বিমল কিরণ—
অন্ধকার মাঝে মাঝে হ'লে নিপতিত,
জাহ্নবী-জীবনে যথা যমুনা-জীবন,—
আলোক-দশনা-নিশি হাসে পুলকিত !
পরম গাম্ভীর্য্যশালী স্থির রত্নাকর—
চন্দ্রাগমে তরঙ্গের বাহু প্রসারিয়া—
বেলা-ভূমি আলিঙ্গনে নিরত তৎপর,
অচঞ্চল রহে কিসে অবলার হিয়া ?
বসন্তের প্রিয় সখা মলয়-পবন
প্রসূন-পরাগ-রাশি স্ব-অঙ্গে মাখিয়া—
মদন-আহ্বানে রত করি ঘন স্বন,—
আকুল কোকিল ডাকে,-থাকিয়া, থাকিয়া !
প্রিয়-জন-আকিঞ্চণে যেন ফুল-ধনু—
করে করি সম্মোহন তীব্র ফুল-বান—
ধরা মাঝে উপনীত অর্পিতে কৃশানু—
বিরহিণী মনে যেন গরল-সমান।

এতক্ষণ অন্ধকারে লক্ষ্য নির্দ্দেশনে,—
অক্ষম,—মদন যেন ছিল লুকাইয়া—
চন্দ্রালোকে দ্বিগুনিত উৎসাহিত মনে—
ফুল-বাণে সমাকুল করিল আসিয়া !

অবশাঙ্গ হ'ল মম কম্পিত অধর,
বহিল হৃদয়ে যেন স্বেদ-নির্ঝরিণী,
ভেটিতে সরমে কাঁদে পীন পয়োধর,—
প্রিয়-সমাগম ভয়ে কেঁপে আতঙ্কিনী !
যেন নব-কুল-বধু পতি-সমাগমে,—
বাসর-গমনে কেঁদে হৃদয় ভাসায়,
সরমে কম্পিত অঙ্গ হেরে প্রিয়তমে
কম্পিত চরণে, ননদিনী তাড়নায়,
প্রেম-সম্ভাষণ আশে চকিত শ্রবণ
উৎকণ্ঠিত আশা-পথে রহে উচাটনে,
রসনা-বিশুষ্ক, রস করিতে শোষণ
ব্যস্ত হ'য়ে রহে প্রেম-সুধা-আস্বাদনে !

ছুটিনু সে তরলিকা নিয়ত-সঙ্গিনী—
সঙ্গে করি,—প্রতি-পদে স্খলিত চরণ,
প্লাবন-পীড়নে যথা ছোটে মন্দাকিনী—
কুল-ঐরাবতে ফেলি, প্রস্তরে ভীষণ ;
পরিধান রক্ত-বস্ত্র, অক্ষ-মালা গলে,
কর্ণমূলে প্রিয়-দত্ত কুসুম-মঞ্জরী,—
প্রমোদ-কানন-দ্বার খুলি সুকৌশলে—
অভিসারে নারী যথা ত্যজে সহচরী !

কহিনু সখীরে মোর "চন্দ্রমা যেমন—
অনায়াসে নিয়ে চলে পথ-প্রদর্শনে,
তেমতি সে প্রিয়তমে করি আনয়ন—
কেন লো বিরত সখি,—শাস্তি দিতে মনে?"
কহে তরলিকা, "তব রূপে, বিমোহিনি,
মোহিত চন্দ্রমা, করে বদন-চুম্বন,
ও অঙ্গ সম্ভোগে অন্যে, শুন সুহাসিনি,
সহে কি তাহার প্রাণে?—ঈর্ষাপূর্ণ মন!"
এহেন রহস্যালাপে কৈলাস-শিখর—
প্রবাহিত চন্দ্রকান্তমণি-প্রস্রবণে—
প্রক্ষালিত পদ যবে, হেরি বৃক্ষোপর-
চক্রবাকী বিরহিনী চকোর-বিহনে।
অভিসারে যক্ষ নারী বিমুক্ত কবরী
বেণী-চ্যুত মুক্তা কত ভূতল-শয়নে,—
কিম্বা ঘন কুচাঘাতে কণ্ঠ-পরিহরি
ছিন্ন-সূত্র ভূমি-গাত্র স্পর্শে মুক্তাগণে!
প্রফুল্ল-প্রসূন-দাম লুণ্ঠিত-অবনী,
ত্যজে পত্র লতা যেন বসন্ত-বিহনে,
কর্ণ হতে কর্ণ-ভূষা পতিত ধরণী,
"অশিব এ দৃশ্য" হেন গণিলাম মনে!
উৎসাহ-বারিধি-ঘন-ভীষণ-মন্থনে
অভাগিনী ভাগ্যে যেন উঠিল গরল,
অকস্মাৎ দক্ষিনাঙ্গ স্পন্দন-পীড়নে
ধ্বনিল করণে যেন বার্ত্তা অমঙ্গল!

সহসা সে সরোবর-পশ্চিম-পুলিনে,
অস্ফুট রোদন-ধ্বনি শ্রবণে পশিল,
স্পষ্ট উপলব্ধি-হীন দূরত্ব কারণে,—
তথাপি অন্তরে যেন সঘনে কাঁপিল।
ধাইনু আকুল চিতে যেন উন্মাদিনী,
ক্রন্দনের ধ্বনি-লক্ষ্য বিবশা ব্যাকুলা,
পশিল শ্রবণে পরে "হা-হতোস্মি-ধ্বনি,
"পাপীয়সী মহাশ্বেতে,—হাধিক চপলা,'
"রে চণ্ডাল চন্দ্রকলা," "হা ধিক মদন,
"এই কি রে মলয়জ ছিল তোর মনে,"
"মহাতপা-শ্বেতকেতু-প্রাণের নন্দন"
"অকালে পাঠালি তোরা শমন-সদনে"!
"হারে ধর্ম্ম! এতদিনে হ'লে নিরাশ্রয়"
"ওরে তপঃ, এতকালে আশ্রয়-বিহীন,"
"বাগ্বাদিনি, অনাথিনী হইলি নিশ্চয়,"
"সুর-লোকে এত দিনে সম্পদ-বিলীন!"
"চির-প্রেমে যে বাঞ্ছিত নিত্য সহচর,
এমন প্রণয়ি-জনে দিয়ে বিসর্জ্জন—
হা ধিক জীবন তুই দেহ অভ্যন্তর
কি সুখ সম্ভোগ-আশে রহিস এখন?
এহেন বিলাপে রত দেব-কপিঞ্জল,—
শ্রবণে করিল মম চিত্ত আকুলিত,
মুক্ত-কণ্ঠে তুলি ঘোর ক্রন্দনের রোল
প্রিয়-পদে সংজ্ঞা হীনা হইনু পতিত!

নিরখি এ অভাগিনী,—সখার রোদন,—
তুলিল দ্বিগুণ ধ্বনি,—ধ্বনিল গগনে,—
হরিল বিবেক জ্ঞান,—সুষুপ্তি যেমন,—
জ্ঞানোদয়ে হেরি নিজে পতিত চরণে।
কঠিন পাষাণোপম অবলার প্রাণ,
তাই চির-দুঃখানল ধরি বক্ষস্থলে—
রহিল সে ঘোর দিনে, শোকের নিশান—
বিলুণ্ঠিত কর্দ্দমাক্ত কায়ে-নেত্র-জলে!
করিনু বিলাপ কত করি সম্বোধন—
পিতা, মাতা, সখীগণে,-আকুল অন্তরে,
সে ঘোর বিকট-নাদে পূরিল গগন,
কণ্ঠ রোধ ক্ষণে ক্ষণে সেই উচ্চৈস্বরে।
"জীবিতেশ, কোথা গেলে ছেড়ে অনাথিনী,
কি সুখে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে,
জাতি, লজ্জা, কুল, মানে অর্পিয়া অশনি—
আগত এ অভাগিনী চরণ-দর্শনে!
উঠ নাথ,—উঠ ত্বরা,—হের নেত্র মেলে,
যার তরে এত ক্লেশ সহিলা আপনি,
হের সেই পাপীয়সী লুণ্ঠিত ভূতলে,
কোথায় যাইবে ক'রে চির অনাথিনী?
নহে কর অধিনীরে সঙ্গের সঙ্গিনী,
মহা-তপা মহা জ্ঞানী, তুমি তপোধন,
এসেছি তোমার তরে যেন উন্মাদিনী,
আশ্রিতায় রক্ষা করা সাধুর লক্ষণ।

রে বক্ষঃ,—এখনো তুই এ তাপে ভীষণ—
ভস্মীভূত না হইয়ে হলি রে প্লাবিত,
রে যৌবন,—এ সৌন্দর্য্য কাহার কারণ ?
রহিলি কি সুখ-আশে দেহে সুসজ্জিত ?
প্রলাপ-তরঙ্গে বক্ষঃ-তটে করাঘাত—
কত যে হ'য়েছে ক্ষণে না হয় স্মরণ,—
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জন্মায় ব্যাঘাত—
সে ভীষণ জ্বালাময় শোক-সংজ্ঞাপন !

উদ্বেলিত-পূর্ব্ব-স্মৃতি-মন্দার-পীড়নে—
মহা-শ্বেতা-শোক-সিন্ধু,—অধীর জীবন,
ছিন্ন-দ্রুম-সম-বালা উদ্যত পতনে,
যুবরাজ-ভুজ-পাশে করিলা বেষ্টন !
বহুক্ষণ অবিরত সলিল-সিঞ্চন,—
পরিধেয় বল্কলের সঘন ব্যজনে—
সঞ্চারিল সংজ্ঞা, বামা মেলিলে নয়ন,
কুমার কহিলা তায় অমিয়-বচনে—
"ভীষণ শোকের বহ্নি পুনরুদ্দীপনে—
কি কুকর্ম্ম সংসাধিনু, শ্রবণ কাতর,—
না চাহে শুনিতে আর,—যাহা নির্ব্বাসনে
ছিল গুপ্ত বহ্নি-প্রায় ভস্ম-অভ্যন্তর !

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহে মহশ্বেতা—
"নিদারুণ মর্ম্মভেদী অশনি-পতনে—
জীবন্মৃত দেহ-তরু নহে নির্ম্মূলিতা,—
শুকাবে কি এ জীয়সী নিদাঘ-পীড়নে ?

মৃত্যুও নির্দ্দয় মোরে,—জে'নে অনাথিনী,—
পাষাণীর শোক-দুঃখ সকলি অলীক,—
কহিনু যে অন্তর্দ্দাহী-ভীষণ কাহিনী,
কি আছে অবর্ণনীয় এ হ'তে অধিক ?
যে দুরাশা-মৃগ-তৃষ্ণা সু-অবলম্বনে—
অকৃতজ্ঞ দেহ-ভার করিনু ধারণ—
অত্যদ্ভুত পর-ভাগ ঘটনা বর্ণনে—
করিব এ আত্ম-তত্ত্ব-কথা সমাপন !
পূর্ব্বোক্ত বিলাপ-অন্তে প্রিয়তম-সনে—
অনুমৃতা হইবারে অদম্য মনন,—
তরলিকা প্রতি কহি "চিতা প্রজ্জ্বলনে"—
দমিতে মরণাধিক যাতনা ভীষণ !"
হেন কালে দিব্য-কায় পুরুষ-প্রধান—
অবতীর্ণ আচম্বিতে দিব্য-লোক হ'তে,
শ্রবণে কুণ্ডল, শুভ্র বাস পরিধান,—
বক্ষঃস্থলে মতি-হার,—কেয়ূর বাহুতে !
সর্ব্বাঙ্গে ত্রিদিব-জ্যোতিঃ,—প্রদীপ্ত গগন,—
সুবাসে চৌদিক যেন হ'ল আমোদিত,
কর-দ্বয়ে প্রিয়-দেহ করি আকর্ষণ—
কহিলেন "মহাশ্বেতে, কেন বিচলিত ?
ক্ষান্ত হও দেহ-ত্যাগে, অয়ি সুচরিতে,
পুণ্ডরীক-সঙ্গে, তব ঘটিবে মিলন,"
কহি অন্তর্হিত তিনি দ্রুত আচম্বিতে,—
স্তম্ভিতা হইনু হেরি অদ্ভুত দর্শন !

আকস্মিক চিন্তাতীত অদ্ভূত দর্শনে—
হতবুদ্ধি কিং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-তরে,—
জিজ্ঞাসিনু প্রিয়তম-সখা তপোধনে,
স্তব্ধকায় তিনি,—ক্ষণ রহি নিরুত্তরে,
কহিলা গম্ভীর নাদে "ওরে দুরাত্মন্,—
কোথায় পালাবি দুষ্ট, বন্ধু-শব লয়ে,—
এত বলি উর্দ্ধ-পানে করিলা গমন,—
নিমেষে মিশিলা নভঃ-অনন্ত-নিলয়ে!
বিহ্বলা নিরখি মোরে তরলিকা-সখী—
কহিলা পীযূষ-সম আশ্বাসিত স্বরে,—
"নিশ্চয় এ দিব্য-বাসী জে'ন বিধুমুখি,
যে মূর্ত্তি দেখিনু আহা! মিশিল অম্বরে।
অব্যর্থ দেবের বাণী জানিবে নিশ্চিত,—
না ত্যজ জীবন দীপ্ত তীব্র শোকানলে,—
প্রিয়তম দৈব-বলে হ'লে সঞ্জীবিত—
অচিরে ভাসিবে, সখি, প্রণয়-সলিলে।
অন্ততঃ সে কপিঞ্জল প্রতি-আগমন—
প্রতীক্ষা করহ,—জানি বৃত্তান্ত সকল,
প্রিয়তম সঞ্জীবিত, হ'লে সংঘটন
দহিবে কি স'পে পুনঃ মদন-অনল!"
অলঙ্ঘ্য জীবন-তৃষ্ণা অবলা-সুলভ
সংকীর্ণতা,—দুরাশার মোহময় জালে—
আচ্ছন্ন, এ মতি-চ্ছন্ন;—জীবন-দুর্লভ—
লভিতে রক্ষিনু প্রাণ,—দুর্ভোগ কপালে!

মনে ঘোর বৈরাগ্যের হ'লে অভ্যুদয়,—
করি স্নান ক্ষণ অন্তে অচ্ছোদের নীরে
পতি-ত্যক্ত অক্ষমালা বিরহ-আলয়—
পরি গলে, কমণ্ডলু ধরি ছার করে,—
আরম্ভিনু ব্রহ্মচর্য্য ভবেশ-মন্দিরে,—
ত্যজি পিতা, মাতা, চির-প্রিয়-সখীগণ,
বিলাস-বাসনা, তিতি নয়নের নীরে—
নিয়ত করিনু শিব-মহিমা-কীর্ত্তন।
জননী-সুলভ স্নেহে মাতা কত দিন,
যাপিলেন বুঝাইতে, ত্যজিতে সন্ন্যাস,
অবশেষে হেরে আশা নিরাশায় লীন—
প্রস্থান করিলা গৃহে হইয়া হতাশ।
মম সম কেহ নাই দুষ্ক্রিয়া-কারিণী,
ব্রহ্ম-হত্যা পাপে মোর নাহি মনে ভয়,
ভাসাইনু শোক-জলে জনক-জননী'
কুল, মান, জাতি, ভয়, হ'য়েছে বিলয়!
এতবলি মহাশ্বেতা চন্দ্রমা-বদন—
বিষাদ-নীরদ-জালে যেন আবরিল,
হৃদয়-উত্তাপ-তাপে গলিয়া যেমন
বারিদ নয়ন-ধারা নয়নে বর্ষিল।

মহাশ্বেতা-আত্ম-বার্ত্তা শুনি সমুদয়,—
চন্দ্রাপীড় ভাবিলেন রমণী-রতন,
সরলতা, পবিত্রতা, স্নেহ ও প্রণয়—
মূর্ত্তিমতি ক'রে বিধি করিলা সৃজন।

প্রীতি-প্রপূরিত-চিত্তে কহিলা কুমার,—
প্রণয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে—
বিরত-যে,-সদা ঢালে নয়ন-আসার,
অকৃতজ্ঞ সেই নারী, সুবোধের জ্ঞানে।
অকপট অনুরাগ, প্রকৃত প্রণয়,—
জ্ঞাপক নবীন পন্থা করি উদ্ভাবন,—
ত্যজি চির পরিচিত স্বগণ-নিচয়,
ত্যজি সুখ, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বন—
ক্রিয়ায় অতুল কীর্ত্তি রাখিলে ধরায়,
কেন রাজ-বালা নিজে কর হীন জ্ঞান,
জীবন, যৌবন-সুখ, ক'দিন দাঁড়ায় ?
রহিবে অনন্ত কাল সতীত্ব-প্রমান !
পতি-সহ অনুমৃতা হইয়ে কি ফল ?
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সে নহে উপায়,
পতির সদ্গতি তায় হয় কি সফল ?
শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি তায় নাহি রক্ষা পায় !
উপযুক্ত পতি-প্রীতি দেখা'য়ে ভূতলে
সংসাধিছ অবিরত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
নাহিক রমণী হেন এ মহীমণ্ডলে
জ্ঞান-গুণে নিরুপমা তোমার সমান !
রহ সতি, শান্তমনে অচিরে তোমার-
মনঃ সাধ ত্রিপুরারি করিবে পূরণ
হর-কোপানলে ভস্ম হ'য়ে সেই মার
জন্মান্তরে করে রতি-মানস-রঞ্জন।

মহা জ্ঞানবতী দেবী, সতীত্ব রূপিণী
শাপ-বশে জন্মিয়াছ এই ভূমণ্ডলে,—
পবিত্র সতীত্ব জ্যোতিঃ বিকাশে ধরণী—
ধ'রেছ শোকের ছবি দেবী-মায়া ছলে!
জন্মান্তরে ছিল মম পূণ্যের সঞ্চয়,—
তেই তুমি নিজ গুণে দেখা দিলে মোরে,
হ'ল এ পার্থিব দেহ নিষ্পাপ নিশ্চয়!
কহ, তরলিকা তব কোথায় কি করে?
সম্পদ-বিপদে যেই চির সহচরী—
এহেন প্রণয়ি-জনে ত্যজি একাকিনী,
শোক-চিন্তা-নীরে মগ্না দিবা-বিভাবরী,
নিবিড় বিজনে কেন, কহ সুবদনি?
জ্ঞানবতী মহাশ্বেতা বুঝিলা অন্তরে
কথান্তরে করিবারে দুঃখ-ভার লয়
চন্দ্রাপীড় সে আখ্যান কহে বর্ণিবারে,—
প্রীত মতি,—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পেয়ে পরিচয়!
কপোল-পঙ্কজে মুক্তা ঝরে আঁখি-নীর,
আরম্ভিলা উপখ্যান রত্ন পৃথিবীর।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

কহিলেন মহাশ্বেতা শুন মহাশয়,—
প্রস্তাবের আদ্য-ভাগে, কহিয়াছি মহাভাগে।
অপ্সরার এক কুল "অমৃতে" উদয়!
সে কুলে মদিরা-নামে জনমে নন্দিনী,
সুযোগ্য গন্ধর্ব্ব-পতি, চিত্ররথ মহামতি,
গুণে বশ-করে তায় অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী!
কালক্রমে ভাগ্যবতী হ'য়ে গর্ভবতী,—
নির্ম্মল:শশাঙ্ক মেলা, রূপে জিনি চন্দ্রকলা,
"**কাদম্বরী**" নামে কন্যা প্রসবে সে সতী!
সিত পক্ষে বাড়ে যথা ক্রমে শশধর—
রূপ-গুণে রাজ-বালা সুরম্য প্রীতির মালা
নিয়ত সঙ্গিনী ছিনু অতি প্রিয়তর
একত্র কৌতুক,ক্রীড়া,নৃত্যাদি বিদ্যায়
থেকে রত অনুক্ষণ, কেহ ছায়া কেহ জন
অকৃত্রিম ভালবাসা সহোদরা প্রায়;—
হ'লে মম হেন দশা বিধি-বিড়ম্বনে,
ভীষণ প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ নিজে শোকাচ্ছ্বাসে
যত দিন হ'ব দগ্ধ শোকের দহনে,—

গুরুজন করে যদি বিবাহানুষ্ঠান—
জলে কিম্বা হুতাশনে, অথবা সে উদ্বন্ধনে,—
করিবে তখনি তার আত্ম-বলি-দান।
নিরুপায়ে দুঃখ মতি সে রাজ-দম্পতি,—
কঞ্চুকী সে ক্ষীরদাকে প্রেরিলেন স্নেহ শোকে
অপরে অশক্ত তার প্রবর্ত্তিতে মতি।
সস্মিত মধুর কান্তি, তরুণ যৌবন—
সান্ধ্য কমলিনী সম ঢলিবে মাধুরী কম
কেমনে সহিবে প্রাণে এ দৃশ্য ভীষণ,
হ'য়ে বিষাদিনী সেই ক্ষীরদার সনে
প্রেরিনু সে তরলিকা তাই হের মোরে একা
অর্দ্ধাঙ্কিত লিপি সহ প্রীতি-সম্ভাষণে,
প্রাণের আবেগে হ'লে অশক্ত, কাতর,—
অসম্পূর্ণ লিপি নিয়ে ক্ষীরদা চলিল ধেয়ে
হেম কূটে, যবে একা-কাঁদিনু বিস্তর ;—
হেন কালে উপনীত ভবেশ-মন্দিরে,
কুমার অতিথি-বেশে, পরম সৌভাগ্য-বশে ;
সমর্পিতে শান্তি-বারি অশান্ত শরীরে !
চলিতে, চলিতে হেন কথোপকথন,
নিশানাথ আস্য মেলি লইয়া সুষমা-ডালি—
আলোকিত করিলেন সুনীল গগন !
যামিনী পতির প্রেমে হ'য়ে সমাকুল,
অসংখ্য তারকা-ছলে হিরণ্ময় হার গলে,
হাসিলা চকোর-কুলে করিয়া ব্যাকুল !

নিদ্রা-অঙ্কে মহাশ্বেতা নিরখি নয়নে,
মন্ত্রি-সুত চিন্তে তথা, ভাবি "পত্রলেখে কথা,
অনুচরগণ ব্যস্ত রহে উচাটনে।"
চিন্তায় একান্ত যুবা হইলা বিভোর,
জুড়া'তে এ সব জ্বালা, সুষুপ্তি শান্তির মালা,
পরাইলা অঙ্কে করি কাটি চিন্তা-ডোর!
নিশান্তে আহ্নিক আদি কার্য্য সমুদয়
সমাপিয়া তপস্বিনী, নমি দেব-শূলপাণি,
নিষণ্ণ আশ্রমে যবে প্রসন্ন হৃদয়!
হেনকালে গন্ধর্ব্বের দ্বারপাল-সনে—
সমাগত তরলিকা রূপে চিত্ত পুত্তলিকা,—
বিকাশে কমল-দল কোমল নয়নে!
সরলতা-দেবী যেন আবরিয়া মনে
চন্দ্রাননে প্রতিভাত বিকাশে লাবণ্য কত
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে রয় নয়নের কোণে!
সুবিমল চারুতায় পূর্ণ কলেবর—
পীনোন্নত-পয়োধরা যৌবন মাধুরী ভরা
যুবকের মর্ম্ম-ভেদী সুশাণিত শর!
কুঞ্জর-গমনে সখী-সন্নিধানে তরলিকা ধীরে আসি
ভাবে মনে মন যুবক রতন মরি কি শোভার রাশি!
যেন বা অনঙ্গ ধরিলেন অঙ্গ নহে রোহিণী-রঞ্জন,
ধরি পূর্ণ কলা সুষমার ডালা অবতীর্ণ এ ভবন!
নরে হেন রূপ লাবণ্যের কূপ কভু না প্রত্যয় হয়,
দেবের অঞ্জন-রঞ্জিত নয়ন ভ্রমাঞ্জনে অভ্যুদয়।"

হেন ভাবি চিতে বসে বিচলিতে মহাশ্বেতা-সন্নিধানে
গন্ধর্ব্ব-যুবক বিপুল পুলক বিস্ময় গণিলা মনে !
সে বিশাল কায় বীর-গরিমায় নাচিল উৎসাহ-রঙ্গে
ধ্বনিল পিধান অসি খরশান,-তাড়িত প্রবাহ অঙ্গে !
কুমারের পানে যত চায় প্রাণে আনন্দ-সরিত চলে,—
ভাবিতে ভাবিতে অসংলগ্ন চিতে বসে চারু শিলা-তলে।

জপ-সমাপনে নমি পঞ্চাননে মহাশ্বেতা কহে "সখি
কহত স্বজনী মেনেছে কি বাণী, কুশলেত বিধুমুখী" !
কহে তরলিকা "সে নহে বালিকা, কাঁদিয়া হ'ল আকুল,—
সখী-কাদম্বরী অসামান্যা নারী গন্ধর্ব্ব-কুলের ফুল !
কেয়ূরক বল বারতা সকল দুঃখে না সরিছে বাণী,—
বিধাতার মনে কি আছে কেমনে বর্ণিব কি নাহি জানি !

নিবেদিল কেয়ূরক হ'য়ে বদ্ধাঞ্জলি—
"প্রণয়ের সম্ভাষণ, জানাইয়ে অগণন,
কহিলেন সখী তব অশ্রু-নীরে গলি,—
"যা লিখেছে প্রিয়-সখী তরলিকা-সনে
গুরুজন-অনুরোধে, কিম্বা পরীক্ষার বোধে,
নতুবা নিরখি মোরে সুদিব্য ভবনে ;—
এ সকলি মোর পক্ষে তীব্র তিরস্কার,
জানিয়ে মনের কথা, কেন দিল মর্ম্মে ব্যথা,
লিখিতে কি লজ্জা কিছু হ'লনা তাহার ?
প্রিয়তম রবি হ'লে অস্তাচল গত—
কমলিনী বিরহিনী, হেরি খেদে চকোরিণী,—
বিহঙ্গিনী হ'য়ে রয় সুরতে বিরত ;

সখী হ'য়ে কোন প্রাণে আমোদে মাতিয়া—
ভুলিব সজনী-ক্লেশ, দহে শোকে নির্ব্বিশেষ,
শান্তি-রসে ডুবে কিলো অনুতপ্ত হিয়া ?
যে মন ব্যাপিত সখী-সন্ন্যাস-কালিমা—
কোন লাজে সে আসনে, নর্ম্ম-সুখ-প্রলোভনে,
বসাইব সুধাময়ী প্রণয়-প্রতিমা !
এত বলি কাদম্বরী করিলা ক্রন্দন ;
নাহি লাভ বাক্য ব্যয়ে, ভাবিয়া আসিনু ধেয়ে,—
পদ-প্রান্তে নিবেদিতে দুঃখ-বিবরণ।
কেয়ূরক-বাণী ক্ষণ ক'রে অনুধ্যান—
মহাশ্বেতা কহে "তবে সখী-পাশে নিবেদিবে,
"পৌছিব অচিরে আজি সখী-সন্নিধান।"
প্রণামান্তে কেয়ূরক লভিলে বিদায়,—
রাজ-বালা নম্রমতি, কহে কুমারের প্রতি,
"রাজ-পুত্র, অনুরোধ জানাই তোমায়,—
বিজ্ঞ-পাশে প্রার্থনায় বিফল মঙ্গল,
অধমে সাধিয়া সিদ্ধি, লভিলেও নহে বিধি,
কখন সংহরে মান ভয় অবিরল !
চিত্ররথ-রাজধানী হেমকূট নাম
অতি রমণীয় স্থান, দর্শনে জুড়ায় প্রাণ
রাজ-বালা কাদম্বরী-নয়নাভিরাম !
বিশেষ কর্ত্তব্য যদি নহে প্রতিকূল,—
তথাপি দর্শনে আশ, পূর্ণকর অভিলাষ,—
সঙ্গী হ'য়ে,—ক'রে মম যাত্রা সুপ্রতুল !

ভবদীয় ব্যবহারে দুঃখ-ভারানত—
জ্বলন্ত অঙ্গার সম, শোক-তাপ উপসম,
সৌজন্য করিল মোরে প্রীতি-প্রণোদিত !
মহতের সঙ্গ-বাসে সুধাময় ফল
যে সময় সঙ্গে পাই, গণিব সৌভাগ্য তাই,
দুখানলে সমর্পিবে স্নিগ্ধ শান্তি জল !"

চন্দ্রপীড় নিবেদিল "শুন ভগবতি,
দেহ মন সমর্পিত ঐ রাঙ্গা পায়,
যথা রুচি দেহ নিয়ে করিবেন গতি,—
যে আদেশ সংসাধিব,—শিরোধার্য্য তায় !

অনন্তর মহাশ্বেতা করিয়া সঙ্গিনী—
চন্দ্রাপীড় উপনীত গন্ধর্ব্ব-নগরে,
ভুলে নেত্র, চারুতায় বৈজয়ন্তী জিনি,
অচিরে পশিলা সুখে রম্য অন্তঃপুরে।

নিত্য সমূজ্জ্বল কান্তি হিরণ্ময় পুরী,
শত শত স্বর্ণ হর্ম্ম্যঃরতন খচিত,
কতবা স্ফটিক-শুভ্র অভ্রের মাধুরী,
কত কত রৌপ্য-গৃহ প্রবাল মণ্ডিত !

অলিন্দে আনন্দময়ী কনক-প্রতিমা
কত বা বিরাজে চূড়ে নানা রত্নময়,
বলভী আশ্রয়ে রাজে মাধুরী গরিমা,
নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত, মাণিক-নিচয়।

হিন্দোল-রাগ-রঞ্জন, সম্মোহন ধ্বনি,
অপর কক্ষেতে দীপ্ত দীপকে পঞ্চম—
মল্লারে মধ্যমে মৃদু,—শ্রুতি-বিমোহিনী
বীণা-করে মূর্ত্তিমতী রাগিণী-সঙ্গম।
মানবীয় কল্পনার অতীত মাধুরী—
নিরখি বিস্ময়ে মগ্ন নৃপতি-নন্দন,
তাতোঽধিক তান-লয় সঙ্গীত-লহরী—
আকুল করিল মন, যেমতি নয়ন !

ত্রিতল সুরম্য কক্ষে দিব্যাঙ্গনাময়
বিচিত্র রজত শুভ্র কোমল শয্যায়
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক চারু করি জ্যোতির্ম্ময়
সুশায়িতা কাদম্বরী,—কমলার প্রায়।
বিচিত্র চামর করে চামর-ধারিণী,—
সখীগণ নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র করে—
নীরব, নিস্তব্ধ, বামা-কণ্ঠের রাগিণী
আয়াসে বিরাম সুখ লভিছে অন্তরে !
রাজ-বালা কেয়ুরকে করি সম্বোধন
রহেন শ্রবণে ব্যস্ত স্বজনীর কথা,—
আগন্তুক যুবকের সর্ব্ব বিবরণ
নাম, ধাম, কি কারণ—উপনীত তথা !
পন্থা-নিপাতিত নেত্র, চকিত অমনি ;—
হেন কালে চন্দ্রাপীড়ে হেরে উপনীত ;
স্তম্ভিত, কুমার হেরি রূপ সম্মোহিনী
দৃষ্টিমাত্র প্রেম-কূপে মন নিমজ্জিত :

যেন পুষ্পাধারে পদ্ম শোভিছে সস্মিত সদ্য
সুষমায় আলো ক'রে আনন্দ-ভবন
অথবা সে মধুমাসে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে
সমুজ্জ্বল যথা নীল নির্ম্মল গগন,
অতুল লাবণ্য ছটা বিম্বিত নীরেন্দ্র ঘটা
রাজ-বালা ঢালে হৃদে অমিয় তরল—
গন্ধামোদে অঙ্গ পূর্ণ মোহিনী বা অবতীর্ণ
বিমোহিতে সুধা-লোভি-দিতিজের দল!
দিব্য সাজে বিরঞ্জিতা চিত্ররথ-রাজ-সুতা
রত্নাঞ্চলা সমুজ্জ্বলা অঙ্গে নীলাম্বরী,
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি লাঞ্ছিত খঞ্জন-পাখী
ইন্দু-ভালে বিন্দু-সম অলকা-মাধুরী!
চুনী, পান্না, মরকত, প্রবাল হীরক-যুত
মনোমত বিভূষিত পুষ্প-আভরণ,
নীল-কৃষ্ণ-সিত-ছটা লোহিত-পীতের ঘটা
ধাঁধে আঁখি ঝল-মলি উজ্জ্বল রতন।
সাপিনী তাপিনী অতি বিবরে অলস-গতি
চিক্কন কুন্তলে হেরি মুক্তাময় বেণী,—
গজ-মতি-হার গলে হীরক মুকুটে জ্বলে
মুকুতা-কুণ্ডলে শ্রুতি গঞ্জিত গৃধিণী
রত্ন-সিঁথি সমুজ্জ্বলা রঞ্জিত বকুল মালা
বলয়ে প্রবাল কান্তি করে ঝল মল,
ইন্দীবর-মনোলোভা ভুজে কেয়ূরের শোভা,
ইন্দু-নিভ চন্দ্র-হারে কটি সমুজ্জ্বল!

কটিবন্ধে রত্ন-খণ্ড, হরি-মান করে খণ্ড
পীনোন্নত পয়োধরে রতন কাঁচলি—
আঁটিতে অশক্ত ব'লে মৈনাক সাগর জলে
মরি যেন ঝম্প দিল বিষাদে সে জলি !
নাসায় বিনতা-স্নুত সখেদে বৈকুণ্ঠ গত
কণ্ঠ হেরি কম্বু পশে অম্বুধির জলে,
অরুণ সে বিম্বাধরে তাম্বুলে অলক্ত ঝরে
অঙ্গুরীয় পাণিতল-রক্ত-শত-দলে
অধরে সুধার বাসা সুধাধর ভগ্ন-আশা
উরু দ্বয় মনে লয় রাম-রম্ভা তরু,
কিম্বা করি-কর শোভা হেরি হেন মনলোভা
গমনে মাতঙ্গী-মন করে উরু উরু ;
নয়নে হরিণী বনে নলিনী সন্তাপ মনে
কটাক্ষে কুসুম-চাপে গুপ্ত ফুল-বাণ,
রতন মুকুরে পদ যেন ফুল্ল কোকনদ
দেহ-ভাতি "ক্ষণ-ভাতি" চপলার মান ;
কুমারের আগমনে শশব্যস্ত স্ব-বসনে
করে বালা কাঞ্চনাভ অঙ্গ আবরণ,—
সরম-বাসনা মাখা নেত্র-দরপণে আঁকা
"সারল্য-মূরতি,—করে বাণ সম্মোহন",
চন্দ্রকলা সন্দর্শনে বারিধি যেমন
প্রেমাবেগে মাতোয়ারা তরঙ্গে খেলায়,
ততোহধিক রাজ-স্নুত আনন্দে মগন,
হৃদয় ডুবা'য়ে প্রেম নয়নে বেড়ায় !

মনে মনে চিন্তে যুবা কিবা শুভ দিন,
অপূর্ব্ব রমণী-রত্ন হেরিনু নয়নে,—
জীবন স্বার্থক আজি,—দুষ্কৃতি বিলীন
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পূণ্যে গন্ধর্ব্ব-ভবনে!
বিধাতা করিত যদি অঙ্গ নেত্র ময়,—
হেরিলে পূরিত বাঞ্ছা সহস্র লোচনে,
মিটিল না, যত হেরি মুখ প্রেমময়—
দ্বিগুন পিয়াসা দ্রুত উপজয় মনে!
কোথায় পাইল বিধি রূপ-পরমাণু?
হেন রম্য উপাদান বিরল ভুবনে,
কাদম্বরী রূপ গড়ি, ত্যজ্য যত অণু—
উপাদান বুঝি পদ্ম-কুমুদ-রচনে!

ক্রমে চতুষ্টয় আঁখি হইলে মিলন,—
কাদম্বরী মনে মনে ভাবিলা অমনি,
কেয়ূরক যে যুবার কহে আগমন,
বুঝি বা ইনি ই সেই সুষমার খনি।
আহা মরি কি সুকান্তি! না হেরি নয়নে,
গন্ধর্ব্ব-নগরে হেন অপরূপ রূপ,
শারদ-চন্দ্রমা কিবা উদিল ভবনে
মনোহর কি লাবণ্য মাধুরীর কূপ!
উভয়ের অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে,—
মজিল হায় রে মরি উভয়ের মন,
শারদ-চন্দ্রমা হাসি নেহারি নয়নে,—
যেমতি সে কুমুদিনী আনন্দে মগন!

বসন্ত-সম্ভোগ-শীলা প্রকৃতি-সুন্দরী,
বসন্ত-পূর্ণিমা-চন্দ্র করি নিরীক্ষণ,
ভুবন-ভুলান হেরি রূপের মাধুরী,
মত্ত দোহে হাসে ধরা, যামিনী যেমন,
তেমনি সে চন্দ্রপীড় কাদম্বরী-সনে,
মিলন-নয়ন-ভঙ্গী হেরি মহাশ্বেতা—
বিপুল পুলকে মগ্ন; হাসিলেন মনে,
রূপের প্রভায় কক্ষে দামিনী চকিতা ?

যথা বহু দিন পরে প্রাণ-পতি এলে ঘরে
বিরহিনী সীমন্তিনী পুলকিত মন,—
মহাশ্বেতা-সন্দর্শনে, তথা কাদম্বরী মনে,—
উথলিল সুখ-সিন্ধু আকুল নয়ন !
অমৃত-নন্দিত মনে, পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনে,
যেন মন দরশনে তৃপ্তি নাহি হয়,—
বদনে বদন রহে, বিরহে তথাপি দহে,
বহুক্ষণে শান্তি-লভে অশান্ত হৃদয় !
মহাশ্বেতা কহে সখি, "শুন, শুন, বিধুমুখি,
মহামতি তাড়াপীড় ভারত-ঈশ্বর,—
চন্দ্রাপীড় তারসুত, রূপগুণে অতুলিত,
দিগ্বিজয়ে উপনীত,—প্রদেশে উত্তর।
কিন্নর-মিথুন তরে ছুটিয়া কৌতুক-ভরে,
নীর-তরে সমাগত অচ্ছোদের তীরে,
শুনি মম বীণা-ধ্বনি, মম-পাশে সুবদনী,
আচম্বিতে উপনীত মহেশ-মন্দিরে।

দরশন মাত্র মন, করে চুরি দরশন,
কি কারণ তাহা সখি,—বুঝিতে না পারি,
নির্ম্মাণ-কুশল-বিধি, গড়েছেন হেন নিধি,
সৌন্দর্য্যের সার-রসে গুণ চূর্ণ করি ;—
মিশা'য়ে মমতা-রস, বিদ্যার মথিত যশঃ,
রূপে কৃষ্ণ মূরতি মোহিনী,—
যাহার নিবাস স্মরি,— মর্ত্ত্যগণে সুরপুরী,
সৌজন্য-তরঙ্গময়ী হৃদে মন্দাকিনী !
রূপ-গুণ-সমাহার, হের নাই একাধার,
কর নাই রূপ-বিদ্যা-বারিধি দর্শন,
অনুরোধে বাধ্য ক'রে, তাই এ গন্ধর্ব্বপুরে,
আনিয়াছি তব-পাশে অমূল্য রতন !
বর্ণিনু তোমার কথা, মম-শোকে মর্ম্মব্যথা,
রূপ, গুণ, মহত্ত্বাদি করিয়া বিস্তৃত,
নহে ইনি দৃষ্ট-পূর্ব্ব, তবু লজ্জা ত্যজি সর্ব্ব,
নিঃশঙ্কে আলাপ কর স্বগণের মত।
এত বলি মহাশ্বেতা, পরিচয়, প্রবীণতা,
চন্দ্রাপীড়ে মহা যত্নে অর্পে সিংহাসন,—
নিজে প্রিয় সখী-সনে, সু-পর্য্যঙ্কে দুইজনে
আরম্ভিলা প্রণয়ের গাঢ় আলাপন।
কুমারের রূপ হেরি গুণের মাধুরী স্মরি,
কাদম্বরী-প্রণয়-সঞ্চার ;
হেরিতে মুখারবিন্দ, মত্ত পানে মকরন্দ,
মন-ভৃঙ্গ র'ত অনিবার।

সমাকুল দু'নয়ন, অনিমেষ অনুক্ষণ,
হেরে নব নবীন মাধুরী ;—
না মিটিল মনঃ-আশা, উপজে দ্বিগুণ তৃষ্ণা,
চক্ষে চক্ষে নূতন চাতুরী।
উভয়ের হেরি ভাব, মনোভব-আবির্ভাব,—
সহজে বুঝিলা মহাশ্বেতা,
তাম্বুল-প্রদান-ছলে, হাসিয়া সখীরে বলে,
অগ্রে হও অতিথি নিরতা ;—
অতিথি সৎকার আগে, দেও ভক্তি-অনুরাগে,
সর্ব্ব অগ্রে অতিথির মান,
শুনিয়া সখীর বাণী, কাদম্বরী সুহাসিনী,
কহে করি সরমের ভাণ,—
"অপরিচিতের করে,— তাম্বূল প্রদান তরে,
লজ্জা মোরে করিছে বারণ,—
হইয়ে আমার সখি, তুমি দেও বিধুমুখি,
লজ্জা-হীনা প্রগল্ভা-লক্ষণ !"
হাসি কহে মহাশ্বেতা "নিজের আবশ্যকতা
সম্পাদন নিজে করা ভাল,—
"নিজে শক্ত, প্রতিনিধি" শাস্ত্রে নাই হেন বিধি
প্রতিনিধি অযোগ্যে জঞ্জাল !"
বারংবার অনুরোধে ঠেকে যেন উপরোধে,
লাজে যেন হ'য়ে অবনতা,—
তাম্বূল প্রদান-তরে উত্থিতা প্রসারি করে,
যেন লাজে লজ্জাবতী লতা !

গর্ব্বিত গমন-ভঙ্গী, স্বরূপের চির সঙ্গী,
অঙ্গে অঙ্গে কিবা রঙ্গে মাধুরী বিলায়,
নব যৌবনের ছটা, তরুণ অরুণ-ঘটা
সে তরঙ্গে মনোহরা মাধুরী বিলায়।
কুমার ঈষৎহাসি, বিলা'য়ে প্রণয় রাশি
ধীরে কর করে প্রসারণ,—
জানিয়ে সময়-গুণ ফুল ধনুধরি গুণ—
ফুল-বাণ হানিলা তখন!
কতবা রহস্য-ছলে কতবা সরমে গ'লে
রস-রঙ্গ চলিল কৌতুক ,—
যেমন সুযোগ্য তরী, তেমন কাণ্ডারী তারি,
সে যৌবন যৌতুকে উৎসুক!
কৃত্রিম কোপের ছলে, কালিন্দী-সারিকা বলে,
হেন কালে বিষাদে মানিনী,—
"ত্যজিব জীবন মম, স্পর্শিলে বিহগাধম,
এ শপথ, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
নিবার সে দুর্ব্বিনীতে, মম-সঙ্গ বিবর্জ্জিতে,
শ্রবণে নন্দিত রাজ-বালা ;—
বুঝিতে না পারি মর্ম্ম, শুক করে কি কুকর্ম্ম,
সারিকার কেন এত জ্বালা,—
প্রীতিফুল্ল মহাশ্বেতা , সবিস্ময়ে কৌতুকিতা,
জিজ্ঞাসিলে কারণ ইহার,—
'মদলেখা' ফুল্লমতি, কহে "শুন গুণবতি,
প্রেম-লীলা সখীর তোমার,—

"পরিহাস" শুক-সনে, উদ্বাহের সু-বন্ধনে,
সারিকায় করিয়া বন্ধন,—
অনুরাগ-উদ্ভাবিনী, চতুরা রাজ-নন্দিনী
করিলা এ রহস্য-সৃজন !
অদ্য নিশি-অবসানে, সারিকা বসেছে মানে,
শুক-তমালিকা-পরিহাসে,—
ঈর্ষা-বশে বিহঙ্গিনী, বাক্-হীনা বিষাদিনী,
নাহি আসে "পরিহাস"-পাশে !
প্রবোধেও বারংবার, নাহি ঘুচে মান তার,
অভিমানে রমণী যেমন,—
হৃদয়ে আবেগ-ভার, না সহিতে পারি আর,
তাই করে কোপে নিবেদন।"
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে, কুমার রহস্য-ভরে,
কহে "দোষী গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
'তমালিকা' শুকাশক্ত, জে'নে চির অনুরক্ত,
অন্যায্য এ প্রণয়-কাহিনী,—
হ'য়েছে অন্যায় কর্ম্ম, ঈর্ষা-বশ নারী-ধর্ম্ম,
হেন শুকে সারিকা অর্পণ —
হয় এবে সমুচিত, নিবারি সে দুর্ব্বিনীত,
এ দুষ্কর্ম্মে দাসীকে শাসন !"
সু-হাস্য রহস্যভরে, সপ্রেম কটাক্ষ করে,
কুমার-নয়ন প্রেম-ফাঁদে—
তৃষিত-চকোরী-প্রায়, প্রেমিকা-নয়নে ধায়,
বাঁধিল মিলন-সুখ- চাঁদে !

মরু-তলে তটিনীর, সুধা-ঝারা-সম-নীর,
কাদম্বরী-হৃদয়ে পশিল,—
বহিল নয়ন-কোণে, প্রেম-অশ্রু-প্রস্রবণে
লাজে বামা অলক্ষে মুছিল !
এ কালে কঞ্চুকী আসি, কহিলা বিনয়ে হাসি,
মহাশ্বেতা-দরশন-আশে
নৃপতি-দম্পতি ব্যস্ত, সুকুমারি,—চল ত্রস্ত ;
মহাশ্বেতা কহিলা সু-হাসে—
"আমিত চলিনু সখি, কোথা রবে, বিধুমুখি,
এ সময় এ রাজ-নন্দন ?"
অকপটে কহে বালা, "দৃষ্টি মাত্র এ অবলা,
সপিয়াছে জীবন-যৌবন, -
যা'তে মম অধিকার, সর্ব্বস্ব আয়ত্ত তাঁর,
যথা-রুচি করুন বিশ্রাম—
নহে তাঁর হ'য়ে তুমি, নির্ব্বাচ আবাস ভূমি,
সহচর-মনোমত ধাম !"
হাসি কহে মহাশ্বেতা "প্রসাদ পশ্চাৎস্থিতা
ক্রীড়া-শৈল-মূর্ত্তি মনোহর,—
যাহার শিখরোপরে, মণি-মন্দিরাভ্যন্তরে,
বসন্ত-আমোদ নিরন্তর ;—
নির্ব্বাচিনু বাস-স্থান, কেয়ূরক অবস্থান,
করে যেন প্রহরীর প্রায় ;
বীণা-নিবাদিনী কত, রহিবে সঙ্গীতে রত,
কুমারের জে'নে অভিপ্রায় !

সখী-সম্ভাষিয়া সতী, দ্রুতপদে করে গতি,
চন্দ্রাপীড় বিশ্রামে চলিল ;—
কাদম্বরী শয্যা'পরে, মনে মনে চিন্তা করে,
লজ্জা যেন শ্রবণে বর্ণিল ;—
বিদেশী কুমার-সঙ্গে, এ হেন রহস্য-রঙ্গে
নাহি থাকে কুল-বালা-মান,—
না জানি স্বভাব তাঁর, চিত্ত-বৃত্তি, ব্যবহার,
কেন আগে সপিলাম প্রাণ ?
অবলার অল্প জ্ঞান, যাহ'ক সঁপিনু প্রাণ,
মনোভাব প্রকাশিয়া হায়—
ডুবা'নু প্রতিজ্ঞা মম, প্রিয় সখী প্রাণোপম,
মনে কিবা ভাবিল আমায় ?
প্রণয় আবার কাণে, কহে যেন অভিমানে,
"জে'নে তোমা ছল অনুরাগী—
চন্দ্রাপীড় দুঃখ-ভরে, চলে যায় দেশান্তরে,
তব প্রেমে হইয়ে বিরাগী !"
অমৃত সেবনে বিষে, দহে অঙ্গ অবশেষে
অবলার এমনি কপাল,
কুসুমে কীটের বাস ফণী কমলের পাশ,
কণ্টকিত প্রণয়-মৃণাল !
পুনঃ ভাবে সে নবীনা, রমণী প্রণয় বিনা,
"অনাবিকা তরী" কহে কবি,—
প্রেম-মধু-সুধা-ধারা, অভিসিক্তা নহে যারা
গন্ধ-হীনা কিংশুকের ছবি !

নয়নে নয়নে রূপ, মরমে প্রণয়-কূপ,
অলক্ষিতে মন নিল হরি!
প্রবল বাসনা মনে, লভিবারে মহাধনে
মুক্তা-লোভে নক্রে কেন ডরি?”
গবাক্ষে অলক্ষে আঁখি, বিমুগ্ধায় দিয়ে ফাঁকি,
ধায় ক্রীড়া-শৈল-অভিমুখে,—
মদনের নিত্যব্রত, রঙ্গ-লীলা নানা মত,
মন-মঞ্চে সায়ক-ময়ুখে।

দ্বাদশ সর্গ

সু-শায়িত চন্দ্রাপীড় মণির মন্দিরে—
শিলা-তল-সুবিন্যস্ত কোমল শয্যায়,—
একমনে নিমজ্জিত ঘোর-চিন্তা-নীরে,—
রাজ-নন্দিনীর ভাব-অনুধাবনায় !
"যে সকল হাব-ভাব প্রকাশে সুন্দরী—
এ সব কি স্বাভাবিক বিলাস তাহার,—
নহে বা মকর-কেতু হীনে কৃপা করি—
উৎপীড়নে প্রকাশিলা লীলা আপনার !
নারী চেনা, মণি চেনা, দুর্ঘট ভীষণ ;—
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ,—
কোমল মানসে গুপ্ত কৌটিল্য-দহন
প্রাণান্তে বাসনা যার রহে অপ্রকাশ !
কিন্তু মরি ! হেন নারী না হেরি নয়নে,—
যে মাধুরী মনঃ-প্রাণ করিল চঞ্চল,—
সরল কটাক্ষ রত সুধা-বিতরণে,
সৌজন্য সঞ্চারে হৃদে স্নিগ্ধ প্রেম-জল !

নয়নে নয়নে হ'লে ক্ষণেক মিলন—
অমনি আনত করে বদন-চন্দ্রমা,—
অন্যাশক্ত দৃষ্টি হেরি কটাক্ষ ক্ষেপন,—
ছল ক্রমে কথান্তরে হাসে অনুপমা!
মনোভাব যদি নাহি হ'ত অনুকূল
ত্যজিত কি লাজ-ভয়, অবলা-গৌরব,
এ চাতুর্য্য অসম্ভব,—বিধি স্বানুকূল
মদন-সদনে লাজ মানে পরাভব!
গন্ধর্ব্ব-রাজের ইনি প্রাণের নন্দিনী,—
সুরূপ যৌবনে ধন্যা,—অতুল ভুবনে,
পূরা'বে বাসনা কি সে জগত-বন্দিনী,—
অধম মানবে স্নেহ-সলিল সিঞ্চনে?
অলীক সংকল্প ত্যজি,—পরীক্ষা করিয়া,—
অনুমাত্র মনোভাব না করি প্রকাশ—
ব্যবস্থা করাই ভাল,-অবস্থা বুঝিয়া,—
পরে যেন চঞ্চলতা না পায় বিকাশ"!
মানসে এ হেন যুক্তি করিয়া সুস্থির,
সঙ্গীতে ইঙ্গিত করে অনুচরী গণে,
মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছনাময়ী মূর্ত্তি রাগিণীর
ভবন ভরিয়া সুধা সঞ্চরে গগনে।
তান-লয়-অবসানে মরকতাসনে,—
নিষণ্ন যুবক যবে চারু শিলা-তলে
পরিবৃতা তরলিকা আদি পরিজনে
সুহাসিনী মদলেখা আগতা সে-স্থলে;—

করে সম্মো বিকসিত মালতীর মালা,
নানাবিধ অঙ্গরাগ, বিচিত্র বসন,
নানারূপ বিলেপন, পাদুকা ধবলা
মুক্তা-হার, দীপ্তি যার উজলে গগন !
কাদম্বরী প্রাণোপমা শ্রেষ্ঠ সহচরা—
মদলেখা হ'লে ক্রমে সমীপবর্ত্তিনী—
চন্দ্রাপীড় যথা যোগ্য সমাদর করি—
সিঞ্চিলেন প্রীতি-ধারা,— মগ্ন প্রমোদিনী
শশাঙ্ক-নিন্দিত কান্তি কুমারের অঙ্গে
মনোরঙ্গে অঙ্গ-রাগ রাঙ্গিয়া তখন
দুকূল বসন-মাল্য প্রীতির তরঙ্গে—
অর্পণ করিয়া সখী করে নিবেদন,—
"ভবদীয় আগমন, স্বভাব সরল,
প্রকৃতি-মধুর-গুণে হ'য়ে আপ্যায়িত,
কাদম্বরী প্রণয়ের চিহ্ন এ সকল—
প্রকাশে বয়স্য-ভাবে হ'য়ে প্রণোদিত !
এ নহে ঐশ্বর্য্য-ধন-সম্পত্তি-জ্ঞাপক—
গৌরবের নিদর্শন,—শুধু সরলতা,
স্বীয় অনুকম্পা-গুণে, প্রণয়-সূচক
রত্ন-হার পরি, কর চিরানুগৃহীতা !
দেবাসুর যবে করে সমুদ্র মন্থন,—
উঠিল বিবিধ রত্ন,—উহা ছিল শেষ,—
"শেষ-হার" নাম তাই বরুণ অর্পণ—
করিলা গন্ধর্ব্ব-রাজে,—প্রণয়ে বিশেষ !

অর্পিলা গন্ধর্ব্ব-পতি অতি স্নেহ-বশে,
তাই অধিকারী এর গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
অভিসিক্তা আজি স্নিগ্ধ সুধা-প্রেম-রসে
এত দিনে যোগ্য-পাত্রে অর্পে প্রমোদিনী !"
এত বলি হার-রত্ন পরায় গলায়—
দাক্ষিণ্য-সৌজন্য হেরি কুমার বিস্মিত
করি তৃপ্ত সখীগণে প্রণয়-ভাষায়—
কহিলা "প্রসাদ-জ্ঞানে হ'ল সুগৃহীত !"
রাজ-সুত কাদম্বরী-প্রসঙ্গালাপনে—
সুখিনী করিলা যত আগত স্বজনী,—
কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়-মেঘ-অদর্শনে—
আরোহিলা সৌধ-শিরে যেন চাতকিনী,
নিরখিলা শৈল-চূড়ে মদন-মোহন
বিচরিছে দিব্য-বেশে "শেষ-হার" গলে
কুমুদিনী প্রমোদিনী নিশীথে যেমন,
প্রিয়তম-মুখ-চন্দ্র হেরে প্রেমে গলে।
প্রকাশিয়া নানারঙ্গ অঙ্গ-সঞ্চালনে,—
জানা'য়ে প্রণয়-রঙ্গ-ভঙ্গী চমৎকার ;
উভয় কমল-নেত্রে যেন ফুল-বাণে—
পাতিল ভুবন-জয়ী শরাসন তাঁর।

কাদম্বরী উচাটন রস-রঙ্গে সমীরণ
বাস-ভঙ্গে রসিকতা ইঙ্গিতে জানায়—
নাভি-উর্দ্ধে সে ত্রিবলী মদন-সোপানাবলী
যৌবন-উত্থান-তরে কক্ষ-দরজায় !

নাভি-তল কূপাকার, পুষ্ট নিতম্বের ভার
বহনে সে মধ্য-ভাগ গেছে ক্ষীণ হ'য়ে,
উন্নত কুচ-কমল বক্ষে ঢালে স্বেদ-জল
ফুল-বাণে কেঁপে কেঁপে নিম্নমুখী র'য়ে !
যেন বা মন্দির-পানে পশে কাম সঙ্গোপনে
কুচ-চন্দ্র-চূড় অরি করি সন্দর্শন—
বক্ষ-রোমাবলী-ছলে আকর্ষণে সে কুন্তলে
অঙ্গে তার স্বেদ-শূল করিল ক্ষেপণ !
কুঙ্কুম-স্বেদের ধার নিম্ন অঙ্গে বহে তার—
সুধন্য সে রত্ন-সৌধ পদাঙ্ক-শোভায়,
যেমতি ত্রিভঙ্গ হরি ভৃগু-পদ-চিহ্ন ধরি
ত্রৈলোক্য পূজিত, ধন্য—বিপ্র-গরিমায় ।
কুসুমে সজ্জিতা বালা হেরিয়া রূপের ডালা
ভ্রমে অলি সগুঞ্জনে পরিমল-আশে
কোমল কমলোপম কপোলে কুসুম-ভ্রম
পড়ে ভৃঙ্গ অবশাঙ্গ সে অঙ্গ-সভাষে ;
লম্পটের প্রেম-গানে বিরক্তি সতীর প্রাণে
জ্বালাতনে স্বঅঞ্চলে সঘনে তাড়ায়—
করি-কুম্ভ সে নিতম্ব গমনে মন্থর রঙ্গ
মৃগী-প্রায় ক্ষণ ভীতা চকিতা চিন্তায় ।
ক্রমে দিবা-অবসান, মরীচি-মালিনী—
সাজায় রক্তিম রাগে অনুরাগ তার,
প্রবাসী-বিদায়-কালে যেন বিনোদিনী—
তোষে সুরক্তিম-নেত্রে ঢালিয়া আসার !

সূর্য্য-সিংহ অস্তাচলে করিলে গমন—
ধ্বান্ত-করী দিঙ্মণ্ডলে প্রতিভা বিস্তারে,
দর্শনে-অশক্ত যবে হৃদয়-রঞ্জন,—
কাদম্বরী প্রবেশিলা শয়ন-আগারে!
      সুধাংশুর সুধাময় দীধিতি-সঞ্চারে—
প্রভাময় ধরাধাম হইল যখন,
চন্দ্রাপীড় সুশায়িত সে মণি-মন্দিরে,—
কেয়ূরক নিবেদিল "প্রিয়া-আগমন!"
সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কুমার—
সখীগণ-সুবেষ্টিতা হেরি কাদম্বরী—
সন্তোষিলা যথাযোগ্য করি সমাদর,—
বসাইয়া প্রীতি-বাক্যে অমিয় সঞ্চারি!
কুমার কহিলা "দেবি,—প্রসন্নতা তব—
দর্শনে ঝরিল মনে প্রীতি-নির্ঝরিণী,
অনুগ্রহ-উপযুক্ত সদ্‌গুণ-বৈভব—
আমাতে না হেরি কিছু,—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
এ কেবল উদারতা সৌজন্য তোমার,—
শিষ্টাচার-অলঙ্কারে মহত্ত্ব-মণ্ডিত,
চির-স্মরণীয় তব হেন ব্যবহার,
দাস-জ্ঞানে স্মৃতি-পটে রেখ সমঙ্কিত,—
জগত-কারণ পাশে প্রার্থনা আমার
যাত্রান্তরে হেরি যেন স্বামী সোহাগিনী"
চন্দ্রাপীড়-অনুনয়ে অমৃত-আধার—
লাজে অধো-মুখী হ'ল গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী।

রাজ-পুরী, উজ্জয়িনী, নৃপতি-দম্পতি,
পুরবাসী-সংঘটিত আলাপে মগন,
মন্ত্র-মুগ্ধ সবে যেন লভিলা সম্প্রীতি,
মহানন্দে যামিনীর দ্বিযাম কর্ত্তন !
কেয়ূরকে পাহারায় ক'রে নিয়োজিত,—
কাদম্বরী স্বীয়-কক্ষে করিলা গমন,
সুশীতল শিলা-তলে কুমার শায়িত
স্মরিলা মহত্ত্ব-ভাতি রমণী-রতন।

কুহকিনী স্বপনের বিমোহিনী মায়া—
আঁকিলা অমৃতময়ী প্রেমিকার ছায়া।

প্রথম-ভাগ